চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 36 Friday, 5 January, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা ✻ ১৯ পৌষ, ১৪৩০, শুক্রবার, ৫ জানুয়ারি, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

বর্ধমানের কার্জন গেট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে তৈরি হয়েছে। এই মন্তব্য করে নেটনাগরিকদের রোষানলে পড়লেন সায়নী ঘোষ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বিদ্যালয়ের আবাসিক হস্টেল পরিদর্শনে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ারের প্রতিনিধি দল। খুশি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ভগবান শ্রীরাম সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে প্রবল অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন শরদ পওয়ার শিবিরের নেতা জিতেন্দ্র আওহাদ। সমালোচনা আচার্য্য সত্যেন্দ্র দাসের ...বিস্তারিত পাতা ৬

নতুন বছরের শুরুটা জয় দিয়ে করলেন দীপা কর্মকার। ভুবনেশ্বরে বসেছে সিনিয়র ন্যাশানাল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। সেখানেই তিনি পেয়েছেন জোড়া রুপো। ...বিস্তারিত পাতা ৮

নিজের কর্মসূচি ডায়মন্ডহারবারেই সীমাবদ্ধ রাখছেন অভিষেক!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে আড়াআড়ি ফাটল ধরিয়েছে। যদিও সব এক্যবদ্ধ আছে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এই আবহে আগামী ৭ জানুয়ারি ডায়মন্ডহারবারে কর্মসূচিতে যোগ দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত অন্য কোনও জেলায় কোনও কর্মসূচি নেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। আগামী কয়েকদিনের কর্মসূচিও ঘোষণা হয়নি। তাহলে কি নিজের কেন্দ্রেই আটকে রাখবেন অভিষেক নিজেকে? উঠছে প্রশ্ন। যা নিয়ে চর্চাও হচ্ছে বিস্তর। এদিকে বার্ধক্য ভাতার জন্য আর্থিক সাহায্য করবেন অভিষেক ৭ জানুয়ারি। লোকসভা নির্বাচনের আগে গোটা রাজ্যে জেলাভিত্তিক বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে দলের নেতারা সংশ্লিষ্ট জেলায় গিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। এমনকী যে সব নেতারা বসে গিয়েছেন, তাঁদের বাড়ি বাড়ি যেতে বলা হয়েছে। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে কাজ করতে বলা হয়েছে। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতা শুধু ডায়মন্ডহারবারে নিজেকে আটকে রাখবেন এটা অনেকে মেনে নিতে পারছেন না। নবীন-প্রবীণ নিয়ে অনেকেই মুখ খুলেছেন। যা দলের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে

এই পৈলানের সভার দিকে তাকিয়ে আছেন সকলে। কারণ এখান থেকে অভিষেক কোন বার্তা দেন সেটা শুনতেই অপেক্ষা করছেন অনেকে। যেহেতু দলের যুবনেত্রী সায়নী ঘোষ 'আসল তৃণমূল' আর 'নকল তৃণমূল' তত্ত্ব বাজারে খাঁড়া করেছেন তাতে অনেকে ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন। এছাড়া সুব্রত বক্সি, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়, উদয়ন গুহ, সায়নী ঘোষ, কুণাল ঘোষ-সহ অনেকেই মুখ খুলেছেন। কিন্তু আসল তথ্য জানতে চান মানুষ অভিষেকের মুখ থেকে। তাই ৭ জানুয়ারির সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে ভাতা প্রদান শুরু হবে রবিবারের অনুষ্ঠান থেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এক নেতা জানান, ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে বার্ধক্য ভাতা প্রদানের পৈলানের অনুষ্ঠানে আসছেন অভিষেক। সেদিন তিনি কী বার্তা দেন, সেটা দেখার অপেক্ষায় আছে কর্মীরা। এছাড়া দলের শীর্ষ নেতা তাপস রায় আক্রমণ করে বসেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে সোমনাথ শ্যামের এখন লেগে গিয়েছে গোলমাল। মনোরঞ্জন ব্যাপারী নানা দুর্নীতির কথা বলে হাওয়া গরম করেছেন। ফিরহাদ হাকিম একরকম অবস্থান জানিয়েছেন। সেখানে রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সেফ খেলেছেন। তাঁর কথায়, ''নবীন-প্রবীণ দুইই চাই।'' সুতরাং এখন বিষয়টি কোন স্তরে আছে সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শুনতে চান সকলে।

'বিরোধী দলনেতাকে নেতাই যেতে দিন', রাজ্যকে বলল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ গত বছর নেতাই যাওয়ার পথে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। ঝিটকার জঙ্গলের কাছে তাঁর পথ আটকানো হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। এবার আরও একটা ৭ জানুয়ারি আসছে। আবারও নেতাইতে হবে স্মরণসভা। সেই স্মরণসভায় যোগ দিতে যাওয়ার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে সিঙ্গল বেঞ্চের মত, নেতাই যেতে পারেন শুভেনন্দু অধিকারী। তাঁকে যাতে না আটকানো হয়, সেই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যকে। কিন্তু রাজ্যও আটকাতে মরিয়া। শুক্রবার রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানানোর নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এদিন বলেন, ''প্রত্যেকের স্মরণসভায় যোগ দেওয়ার অধিকার আছে। রাজ্য নিজে বিরোধী দলনেতাকে এক ঘণ্টার জন্য সেখানে যেতে দিক, না হলে জটিলতা বাড়বে।'' উত্তরে রাজ্যের তরফে এজি জানান, আগামী ৬ ও ৭ জানুয়ারি সকাল থেকে রাত অন্য একটি দল ওই একই জায়গায় অনুষ্ঠান করবে বলে আগাম অনুমতি নিয়ে রেখেছে। এ কথা শুনে বিচারপতি এজি-কে বলেন, ''দু দিনে অন্তত এক ঘণ্টা সময় দিন অন্যদের। অযথা জটিলতা বাড়াবেন না।'' কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, শুধুমাত্র মালা দেওয়ার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নেতাই যেতে দেওয়া উচিত বলে পর্যবেক্ষণ আদালতের। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি, লালগড়ের নেতাই গ্রামে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। ৯ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনাকে স্মরণ করেই নেতাই দিবস পালন করা হয় ওই গ্রামে। তৃণমূলে থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারী প্রতি বছর ৭ তারিখ তিনি নেতাই যেতেন। তবে সম্প্রতি সেই নেতাই যাওয়ার পথে তাঁকে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। গত বছর পুলিশের ব্যারিকেডের কাছ থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল শুভেন্দুকে। তাই এবার আগেভাগে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

নিশীথের রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারিঃ খুনের চেষ্টার মামলা আগেই রুজু হয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। ওই মামলায় রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত রক্ষা কবচ খারিজ করে দেওয়ায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গ্রেফতারি নিয়ে বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে বিজেপি বা নিশীথ প্রামাণিকের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। আদালত সূত্রের খবর, ২০১৮ সালে কোচবিহারের দিনহাটায় এক ব্যক্তির উপর গুলি চালানোর অভিযোগ। অভিযোগ, নিশীথ প্রামাণিকের নির্দেশেই ওই ব্যক্তিকে গুলি চালানো হয়েছিল। ওই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে নিশীথের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করে পুলিশ। এ ব্যাপারে নিশীথের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছিল। এরপরই রক্ষাকবচ চেয়ে জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ তাঁর রক্ষা কবচের আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় গ্রেফতারির ক্ষেত্রে পুলিশের আর কোনও বাধা রইল না। ফলে এ ব্যাপারে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে সেদিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

ফুঁড়ে গেল হাত-পা, কামারহাটিতে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে 'গুলি'

দুরন্ত বার্তা, কামারহাটি, ৪ জানুয়ারিঃ কামারহাটিতে ষষ্ঠী তলায় তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ করে গুলি চালনার অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ কর্মীর নাম কাল্লু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কাল্লুর হাতে গুলি লেগেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছে, রক্তক্ষরণ হয়েছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাল্লু এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল কর্মী। এলাকারই আরও এক গোষ্ঠী গুড়িয়া, রিঙ্কুয়া নামে দু'জনের তাঁর বিবাদ ছিল। এলাকা দখলের লড়াই ছিল তাঁদের মধ্যে। সেকথা নিজেই জানিয়েছেন কাল্লু। বৃহস্পতিবার সকালে ষষ্ঠীতলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন কাল্লু। অভিযোগ, সে সময়ে ৬-৭ জন তাঁকে ঘিরে ধরেন। তাঁকে লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলি চালায়। একটি গুলি হাতে লাগে, একটি পায়ে লাগে। আরেকটি গুলি বেরিয়ে যায়। গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় কাল্লুকে উদ্ধাক করে সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এলাকার কাউন্সিলর আফসানা খাতুন বলেন, ''গুড্ডুদের বন্ধু কাল্লু। ওরা তোলাবাজি করে। আমি বাধা দিয়েছিলাম। আমি মানুষের পাশে রয়েছি। কিন্তু তোলাবাজি করতে দেব না কাউকেই। রিঙ্কুয়ার বন্ধু কাল্লু। ওই তোলাবাজরাই আমাদের দল খেয়ে ফেলছে। আর তোলাবাজরা কোনও দলের হয় না।''

বিশ্বের সেরা দশ বিমান বন্দরের তালিকায় ন'য়ে রয়েছে কলকাতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ বিশ্বের সেরা দশ বিমান বন্দরের তালিকায় স্থান পেল কলকাতা বিমানবন্দর। বিশ্বের সব মধ্যম আকারের বিমান বন্দরের মধ্যে নবম স্থান পেয়েছে কলকাতার নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এছাড়া দেশের মধ্যে দ্বিতীয় লাভজনক বিমানবন্দর হিসাবে স্থান পেয়েছে কলকাতা। এদিকে বৃহৎ বিমান বন্দরের বিভাগে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরু বিমান বন্দর। উড়ান টিকিটের ভাড়ার নিরিখে অষ্টম স্থান পেয়েছে বেসরকারি উড়ান সংস্থা ইন্ডিগো। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বিমান পরিষেবার কোম্পানিগুলির মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারতের এই সংস্থা। সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে বিশ্বের সেরা বিমানবন্দরগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্ষদ। সেখানে কর্মদক্ষতা ও সময়ানুবর্তীতার নিরিখে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে বেঙ্গালুরু ও হায়দ্রাবাদ এই দুই বিমানবন্দর। উল্লেখ্য, বিমানবন্দর বা উড়ান সংস্থার র‌্যাঙ্কিং দেওয়া হয় অন টাইম পারফরম্যান্স বা ওটিপি-র উপর ভিত্তি করে। নবম স্থানে থাকা কলকাতা বিমানবন্দরের ওটিপি ৮৩.৯১ শতাংশ বলে জানা গিয়েছে। বৃহৎ বিমান বন্দরের বিভাগে ৮৪ শতাংশের বেশি ওটিপি পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে এসেছে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এই বিভাগে তৃতীয় স্থান পাওয়া বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ওটিপি ৮৪.৪ শতাংশ।

চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ সামলাতে পুলিশের নজিরবিহীন উপস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ নিয়োগের দাবিতে ফের পথে চাকরিপ্রার্থীরা। কলেজ স্ট্রিট থেকে ২০১৬ সালের উচ্চ প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণরা মিছিল করছেন। মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। গোটা ধর্মতলা এলাকা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। মিছিল ডোরিনা ক্রসিং পৌঁছালেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের ধস্তাধস্তি হয়। তাঁরা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক চাকরিপ্রার্থী। এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, ''আজ আমরা আন্দোলন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। মাননীয়া কি আমাদের দেখবেন না? সকলেই একে একে

অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি।'' অসুস্থ চাকরিপ্রার্থীর মুখ জল দেন সহযোদ্ধারা। তাঁকে রীতিমতো চ্যাঙদোলা করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। পরে তাঁকে অ্যাম্বুলেন্স করে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এদিনের মিছিলে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ডোরিনা ক্রসিংয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বহু পুলিশ কর্মী। গত কয়েক বারে চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলে পুলিশের উপস্থিতির এ নিদর্শন দেখা যায়নি। ডোরিনা ক্রসিংয়ে হাতে হাত রেখে ব্যারিকেড করে রেখেছেন পুলিশ কর্মীরা। যাতে সহজে আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের বার করা সম্ভব হয়। তারই মাঝে রাস্তায় শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাকরিপ্রার্থীরা। এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, ''এদিনের মতো পুলিশের উপস্থিতি আগে দেখা যায়নি। তবে পুলিশ দিয়ে আমাদের কোনওভাবেই আটকানো যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী তিন বার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আমাদের চাকরি দেননি।'' ঘণ্টা খানেকের মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় পুলিশ।

২০ জানুয়ারির মধ্যেই হবে আসন রফা, তৃণমূল-বামেদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারিঃ লোকসভা নির্বাচনের আর খুব বেশি দেরি নেই। গত বছরের শেষে ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে আসন কাটাকাটি করে ফল যে ভাল হয়নি, তা টের পেয়েছে কংগ্রেস। তাই এবার লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে শান্তিপূর্ণভাবে আসন ভাগাভাগিতে বিশেষ জোর দিচ্ছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যেই সারাদেশে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির সঙ্গে আসন-সমঝোতার আলোচনা শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। আর সেই লক্ষ্যে আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। মূলত, জোটের বিভিন্ন শরিক দলের সঙ্গে আসন সমঝোতার জন্যই গঠিত হয়েছে ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স কমিটি। যেখানে রয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মুকুল ওয়াসনিক অশোক গেহলট, ভূপেশ বাঘেল, সলমন খুরশিদ ও মোহন প্রকাশ। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ এই কমিটির সঙ্গেই বৈঠকে বসেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। এরপর প্রতিটি শরিক দলের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করবে কংগ্রেস

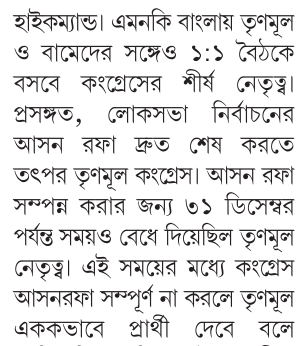

হাইকম্যান্ড। এমনকি বাংলায় তৃণমূল ও বামেদের সঙ্গেও ১:১ বৈঠকে বসবে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের আসন রফা দ্রুত শেষ করতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। আসন রফা সম্পন্ন করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ও বেঁধে দিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস আসনরফা সম্পূর্ণ না করলে তৃণমূল এককভাবে প্রার্থী দেবে বলে জানিয়েছিল। যদিও সেই সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। তবে আসন রফা সম্পূর্ণ করার নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করে কংগ্রেস তৃণমূল-সহ সব শরিক দলতে বার্তা দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও বঙ্গে আসন-রফা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। কংগ্রেসকে মাত্র ২টি আসন ছাড়ার কথা জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন রফা কী হয়, সেটাই দেখার!

কণ্ঠস্বরের নমুনা যেন প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার না হয়, আবেদন সুজয়কৃষ্ণের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বুধবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কালীঘাটের কাকু ওরপে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেছে ইডি। সেই কণ্ঠস্বরের নমুনা যাতে প্রমাণ হিসাবে আদালতে ব্যবহার করা না যায় তা নিশ্চিত করতে এবার তপর হলেন কাকুর আইনজীবীরা। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তাঁরা। তাতে অবশ্য বিশেষ কর্ণপাত করেনি ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের এজলাসে রুদ্ধদ্বার শুনানির পর সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এর পর কাকুকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কণ্ঠস্বর সংগ্রহ করে ইডি। সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবীদের দাবি, বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে রায় দিয়েছেন বিচারপতি সিনহা। এই সংক্রান্ত মামলা বিচারপতি অমৃতা সিনহার বিচার্য নয় বলেও দাবি করেন তাঁরা। এমনকী এই কণ্ঠস্বরের নমুনা প্রমাণ হিসাবে নিম্ন আদালতে ব্যবহার করা যাবে না বলেও ব্যাখ্যা দেন তাঁরা। একথা শোনার পর বিচারপতি সেন প্রশ্ন করেন, যে নির্দেশকে আপনারা চ্যালেঞ্জ করছেন সেই নির্দেশ কোথায়। তখন সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবী জানান, মামলায় আমরা পার্টি নই। তাই নির্দেশনামা আমাদের কাছে নেই। তখন বিচারপতি সেন বলেন, নির্দেশনামা পেতে বিচারপতি সিনহার এজলাসে আবেদন করুন। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ এসএসকেএম হাসপাতালে অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পৌঁছন ইডির আধিকারিকরা। কিছুক্ষণের মধ্যে এসএসকেএম-এর হৃদরোগ বিভাগের সামনেটা কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ছয়লাপ হয়ে যায়। রাত ৮টা ১৩ মিনিট নাগাদ সুজয়কৃষ্ণকে ওয়ার্ড থেকে বার করে অ্যাম্বুল্যান্সে

তোলেন তাঁরা। রাত ১টা নাগাদ শুরু হয় কণ্ঠস্বর সংগ্রহের কাজ। রাত ৩টে ২০ মিনিটে কাকুকে নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ফেরত চলে আসেন তাঁরা। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলার রুদ্ধদ্বার শুনানি হয়। সেই শুনানিতে ভার্চুয়াল হাজিরা দেন ইডি-র যুগ্ম অধিকর্তা মিথিলেশকুমার মিশ্র। সেই শুনানিতে কী হয়েছে বা তার পর বিচারপতি সিনহা কী নির্দেশ দিয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি। তবে ইডি-র তৎপরতায় স্পষ্ট, আদালতের পোক্ত কাগজ নিয়েই এসএসকেএম-এ গিয়েছিল তারা। গত আগস্ট মাস থেকে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছিল ইডি। আদালতের নির্দেশের পরেও এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতায় এতদিন সফল হয়নি তারা। বুধবার সবাইকে চমকে দিয়ে সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় সংস্থাটি।

হাইকোর্টে সিঙ্গুরের চাষিরা, সরকারকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে অবস্থান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানের ভিত্তিভূমি সিঙ্গুরে জমি ফেরত নিয়ে কৃষকের দায়ের করা মামলায় আদালতে অস্বস্তিতে রাজ্য সরকার। সিঙ্গুরে জমি ফেরত নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান কী তা হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবহজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ ৪ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জমি এখনও ফেরত না দেওয়ার করাণ জানাতে বলেছে। আদালতের এই নির্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বস্তি নতুন করে বাড়ল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সিঙ্গুরে বহু কৃষককে এখনো জমি ফেরত দেয়নি মমতার সরকার। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট জমি আগের অবস্থায় এনে ফেরত দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশও সব ক্ষেত্রে মানা হয়নি। যারা জমি ফেরত পেয়েছেন তার অধিকাংশই চাষযোগ্য নয়। মামলাকারীদের আরও অভিযোগ, এই নিয়ে বহু বার রাজ্য সরকারকে আবেদন করলেও কাজ হয়নি। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। প্রায় ১ দশকের লড়াইয়ের পর ২০১৬ সালে রাজ্য সরকারকে সিঙ্গুরে টাটার গাড়ি কারখানার জন্য বরাদ্দ জমি চাষিদের ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এর পর সিঙ্গুরে গিয়ে সরষে ছড়িয়ে চাষের সূচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সিঙ্গুরের ৯৯৭ একর জমির মধ্যে অধিকাংশই পতিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কারখানার নির্মাণকাজের জেরে জমির চরিত্র বদলে যাওয়ায় চাষ লাভজনক হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন চাষিরা। এই অবস্থায় গত অক্টোবরে সিঙ্গুরের জমি থেকে টাটাদের উৎখাত করার জন্য রাজ্য সরকারকে ৭৬৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয় ট্রাইব্যুনাল। সঙ্গে ২০১৬ সাল থেকে ১১ শতাংশ হারে সুদ দিতে নির্দেশ দেন বিচারক। সেই নির্দেশের জেরে যথেষ্ট অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল মমতার সরকারকে। সেই অস্বস্তি মিটতে না মিটতে এবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না মেনে জমি ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ তুললেন খোদ সিঙ্গুরের চাষিরা। সঙ্গে জমি চাষযোগ্য না করেই ফেরত দেওয়ার অভিযোগ তুললেন তাঁরা। লোকসভা ভোটের মুখে সিঙ্গুর নিয়ে রাজ্য সরকার আদালতে কী জবাব দেয় সেদিকে নজর থাকবে সবার। বিশেষজ্ঞদের মতে, সিঙ্গুর নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সাপের ছুঁচো গেলার দশা হয়েছে। জঙ্গি আন্দোলন করে টাটাদের তাড়ানোর ফল এখন বুঝতে পারছেন তৃণমূলনেত্রী। সিঙ্গুরের শিল্পায়নের অঙ্কুর বিনাশের দায় যেমন বর্তেছে তাঁর ওপর। তেমনই মমতার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগের সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

সাংসদ কল্যাণকে সস্ত্রীক ডেকে পাঠালেন ধনখড়, মিমিক্রি করেও মিলল সৌজন্য

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারিঃ সংসদের বাইরে মিমিক্রি করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দৃশ্য ছড়িয়ে পড়েছিল কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি সেটি ফ্রেমবন্দি করে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে। হাত নাচিয়ে দেশের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের নকল করেছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই বিষয়টি ছড়িয়ে পড়তেই তিরস্কার করেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তাঁর মন্তব্য, 'অধঃপতনের সীমা ছাড়িয়েছে।' একের পর এক বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা আক্রমণ শানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে এই ঘটনার একমাস গড়ানোর আগেই সামনে এল সৌজন্যের ছবি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এল জগদীপ ধনখড়ের ফোন। শুধু কল্যাণ নন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কথাবার্তা হল বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপালের। এদিকে উপরাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছার জন্য পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ কল্যাণ। নিজের এক্স হ্যান্ডলে সে কথা তুলে ধরেছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ নিজেই। জন্মদিনে তাঁকে উপরাষ্ট্রপতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলে কথা। তাই কল্যাণ জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। নিজের বাড়িতে নৈশভোজের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। নতুন সংসদ ভবনের বাইরে এই জগদীপ ধনখড়কেই 'মিমিক্রি' করেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিমিক্রির ঘটনায় জগদীপ ধনখড় জানান, এই সব কথা মেনে নেওয়া যায় না। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাল্টা বলে ছিলেন, এটা আসলে শিল্পেরই ধরন। কাউকে আঘাত করতে নয়। অন্যদিকে আজ, বৃহস্পতিবার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সকাল থেকে অনেক রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানান এক্স হ্যান্ডেলে। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সৌজন্য দেখাতে পিছিয়ে থাকেননি জগদীপ ধনখড়ও। সরাসরি টেলিফোন করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সাংসদ নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে সে কথা জানিয়েছেন। কল্যাণ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আমার জন্মদিনে যে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছে উপরাষ্ট্রপতি তাঁর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আমি আপ্লুত যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। আমার পুরো পরিবারকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। আমার স্ত্রী এবং আমাকে তিনি দিল্লিতে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নৈশভোজের জন্য।' এছাড়া বাংলার সঙ্গে জগদীপ ধনখড়ের সম্পর্ক বহুদিনের। রাজ্যপাল হিসেবে তিনি যখন দায়িত্বে ছিলেন, তখনও সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। বরং বারবার সংঘাতের ছবি দেখা গিয়েছে। আর ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অঙ্গভঙ্গি করার যে অভিযোগ ওঠে সেটাও নজিরবিহীন। যদিও মুখে কল্যাণ বলেছিলেন, তিনি জগদীপ ধনখড়কে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে যথেষ্ট সম্মান করেন। শীতকালীন অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষে একের পর এক সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছিলেন। তখন মিমিক্রি করেছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। বিজেপি নেতা সুনীল দেওধর সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, এই হল 'ইন্ডিয়া' জোটের আসল রূপ। এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই ধনখড়কে ফোন করে দুঃখপ্রকাশ করেন নরেন্দ্র মোদি।

রাম মন্দিরের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরল তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট, থাকছে ৫টি মণ্ডপ, ভক্তদের জন্য অনেক সুবিধা

অযোধ্যা, ৪ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দিরের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরল শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট। বৃহস্পতিবার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাম মন্দিরে ৫টি মন্ডপ (হল) থাকবে - নৃত্য মন্ডপ, রং মন্ডপ, সভা মন্ডপ, প্রার্থনা এবং কীর্তন মন্ডপ। মন্দিরের ট্রাস্ট জানিয়েছে, মন্দিরের স্তম্ভ ও দেওয়ালে দেব-দেবীদের মূর্তি শোভা পাবে। সিংহ দ্বারের মধ্য দিয়ে ৩২টি সিঁড়ি হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা যাবে পূর্ব দিক থেকে। মন্দিরে বিশেষভাবে সক্ষম এবং বয়স্ক ভক্তদের সুবিধার্থে র‍্যাম্প এবং লিফটের ব্যবস্থা থাকবে। পারকোটা - ৭৩২ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৪ ফুট প্রস্থের আয়তক্ষেত্রাকার যৌগ প্রাচীর মন্দিরটিকে ঘিরে রয়েছে। মন্দিরের কাছে একটি ঐতিহাসিক কূপ (সীতা কুপ) রয়েছে, যা প্রাচীন যুগের।রামমন্দির ট্রাস্ট জানিয়েছে, ২৫ হাজার জন ধারণক্ষমতা-সহ একটি পিলগ্রিমস ফ্যাসিলিটি সেন্টার (পিএফসি) তৈরি করা হচ্ছে, এটি তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা সুবিধা এবং লকার সুবিধা প্রদান করবে। তিনতলা বিশিষ্ট রাম মন্দিরটি ঐতিহ্যগত নগর শৈলীতে নির্মিত এবং এর দৈর্ঘ্য (পূর্ব-পশ্চিম) ৩৮০ ফুট, প্রস্থ ২৫০ ফুট এবং উচ্চতা ১৬১ ফুট। মন্দিরের প্রতিটি তলা ২০ ফুট লম্বা। এতে মোট ৩৯২টি স্তম্ভ এবং ৪৪টি দরজা রয়েছে। মূল গর্ভগৃহে শ্রী রামলালার মূর্তি রয়েছে এবং প্রথম তলায় শ্রী রাম দরবার থাকবে।

কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ দল, সর্বদা ভারতের সংস্কৃতিকে সমুন্নত রেখেছেঃওয়াই এস শর্মিলা

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ দল, এই দল সর্বদা ভারতের সংস্কৃতিকে সমুন্নত রেখেছে ও দেশের ভীত তৈরি করেছে। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর এই মন্তব্য করেছেন ওয়াই এস আর তেলেঙ্গানা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ওয়াই এস শর্মিলা। তিনি বলেছেন, ওয়াই এস আর তেলেঙ্গানা পার্টিকে কংগ্রেস দলের সাথে একীভূত করে, আজ কংগ্রেস দলে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করা আমার বাবার স্বপ্ন ছিল এবং আমি সেই লক্ষ্যে কাজ করব।প্রসঙ্গত, অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডির মেয়ে হলেন ওয়াই এস শর্মিলা, তিনি এদিন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, পাশাপাশি তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল ওয়াই এস আর তেলেঙ্গানা পার্টিকে কংগ্রেসের একীভূত করেছেন। শর্মিলা এদিন বলেছেন, ওয়াই এস আর তেলেঙ্গানা পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজ থেকেই ওয়াই এস আর তেলেঙ্গানা পার্টি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অংশ হয়ে গেল।

শ্রীরাম নিয়ে উক্তিতে জিতেন্দ্রর নামে পুলিশের অভিযোগ রামের, শরদ শিবিরের নেতা নিজ মন্তব্যে অনড়

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি ঃভগবান শ্রীরাম সম্পর্কে অনভিপ্রেত মন্তব্যের জন্য শরদ পওয়ার শিবিরের নেতা জিতেন্দ্র আওহাদের বিরুদ্ধে মামলা করলেন বিজেপি নেতা রাম কদম। শরদ পওয়ার গোষ্ঠীর নেতা জিতেন্দ্র আওহাদের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করার জন্য বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের একটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা রাম কদম। রাম কদম এদিন বলেছেন, তাদের মানসিকতাই হল রামভক্তদের অনুভূতিতে আঘাত করা। ভোট সংগ্রহের জন্য তাঁরা হিন্দু ধর্মকে নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে না। আসল কথা হল, রামমন্দির যে তৈরি করা হয়েছে তা 'অহঙ্কারী' জোট সহ্য করতে পারছে না।উল্লেখ্য, বুধবার মহারাষ্ট্রের শিরডিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় জিতেন্দ্র বলেছিলেন, ভগবান রাম নিরামিষভোজী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমিষভোজী। ১৪ বছর ধরে বনে বসবাসকারী ব্যক্তি নিরামিষ খাবার খুঁজতে কোথায় যাবেন? জনগণকে তিনি প্রশ্ন করেন, এটা কি সঠিক নয়? এই মন্তব্যের পর নিজ বক্তব্যে অনড় জিতেন্দ্র। বৃহস্পতিবারই তিনি বলেছেন, ভারতের ৮০ শতাংশ জনসংখ্যা আমিষভোজী। তাঁরাও ভগবান রামের ভক্ত।

কুখ্যাত গ্যাংস্টারের মডেল বান্ধবী খুন!গ্রেফতার বর্তমান বয়ফ্রেন্ড

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মডেল দিব্যা পাহুজা গ্যাংস্টার সন্দীপ গাদোলির বান্ধবী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। হোটেলে খুন হলেন মডেল দিব্যা পাহুজা। গুরুগ্রামের একটি হোটেল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে হোটেল মালিক ও দুই যুবককে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুরুগ্রামের সিটি পয়েন্ট হোটেল থেকে রহস্যজনক অবস্থায় এক যুবতীর দেহ উদ্ধার হয়। পরে জানা যায়, ওই যুবতীর নাম দিব্যা পাহুজা। ২৭ বছরের ওই যুবতী পেশায় মডেল। তবে তিনি সন্দীপ গাদোলি নামক এক গ্যাংস্টারের ভুয়ো এনকাউন্টার মামলায় বিগত ৭ বছর ধরে জেলে ছিলেন। সম্প্রতিই জামিনে মুক্তি পান তিনি।গুরুগ্রাম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যে হোটেল থেকে যুবতীর দেহ উদ্ধার হয়, ওই হোটেলের মালিক অভিজি ও হোটেলের দুই কর্মী প্রকাশ ও হন্দ্রজকে গ্রেফতার করা হয়েছে খুনের অভিযোগে। দিব্যার দেহ লোপাটের জন্য হোটেল মালিক ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। খুনের পর অভিযুক্ত তিনজন একটি বিএমডব্লু গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। ওই গাড়ির ডিকিতেই ভরা ছিল দিব্যার দেহ। তবে খুনের কারণ এখনও জানা যায়নি।গোটা ঘটনাটিই হোটেলের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। সেখান থেকেই রহস্য উদ্ধার করে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ২ জানুয়ারি ভোর ৪টে নাগাদ হোটেল মালিক অভিজি, এক যুবতী ও আরেক ব্যক্তি হোটেল আসেন। ১১১ নম্বর রুমে যান তাঁরা। রাত ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ দেখা যায়, অভিজি ও অপর দুই যুবক দিব্যার দেহ চাদরে মুড়িয়ে টেনে-হিচড়ে বের করে আনছে। হোটেলের বাইরেই দাঁড়ানো বিএমডব্লুতে দিব্যার দেহ তোলা হয়।পুলিশ ওই সিসিটিভি ফুটেজ ধরেই পঞ্জাব সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। দিব্যার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিজি ও অপর দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে গ্যাংস্টার সন্দীপ গাদোলির ভুয়ো এনকাউন্টার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিল দিব্যা পাহুজা। পুলিশকে গ্যাংস্টারের খোঁজ দিব্যাই দিয়েছিল বলে দাবি। দীর্ঘ ৭ বছর ধরে জেলবন্দি ছিলেন দিব্যা। গত বছরের জুন মাসে বম্বে হাইকোর্ট দিব্যাকে জামিন দেয়। দিব্যার পরিবারের অভিযোগ, গ্যাংস্টার সন্দীপ গাদোলির বোন সুদেশ কাতারিয়া ও তাঁর ভাই ব্রহ্ম প্রকাশই দিব্যাকে খুনের ছক কষেছিল। অভিজিকে খুনের সুপারি দেওয়া হয়েছিল।

গ্রেফতারির আশঙ্কা! কী বলছেন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী?

দুরন্ত বার্ত ডিজিতাল ডেস্কঃ বুধবার রাত থেকেই দিল্লীর রাজনীতি বেশ স্বরগরম!আপ নেত্রী অতিশি বুধবার মধ্যরাতে আশঙ্কা প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন কেন্দ্রের গোয়েন্দা সংস্থা কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের বন্দোবস্ত করছে। ইতিমধ্যেই শীর্ষ নেতারা পার্টি অফিসে জড়ো হওয়া শুরু করেছেন। প্রসঙ্গত, বুধবার ইডির দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরীবালের। দিল্লির আবগারি নীতি দুর্নীতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই সমন পাঠানো হয়েছিল কেজরীবালকে। কিন্তু গত দুইবারের মতো এবারও তিনি সমন এড়িয়ে যান। তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও, ইডির পাঠানো সমন বেআইনি বলে দাবি করেন তিনি।এদিকে, বারংবার সমন এড়ানোর পরই জল্পনা শোনা গিয়েছিল যে এবার কেজরীবালের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারে ইডি। তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হতে পারে। রাতে সেই জল্পনাই উৎসকে দেন দিল্লির মন্ত্রী অতিশি ও সৌরভ ভরদ্বাজ। তবে বিজেপির তরফে কেজরীবালের বারংবার সমন এড়ানে নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিজেপির তরফে প্রশ্ন করা হয়, অরবিন্দ কেজরীবালের এত কীসের ভয়? উনি কী মণীশ সিসোদিয়া ও সঞ্জয় সিংকে একা ছেড়ে দিলেন, যারা আবগারি নীতি দুর্নীতিতে জেল খাটছেন? ইডির সমন না এড়িয়ে কেজরীবালের উচিত ইন্ডিয়া জোটের বাকি নেতাদের জন্য দুর্নীতির শিক্ষা নেওয়ার, যাতে তাঁরা একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে সমৃদ্ধ হতে পারেন।

এবার ট্র্যাফিক বিধিভঙ্গে জরিমানা আদায় হবে ইউপিআই -তে!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ যে কোনো রকম আর্থিক লেনদেনের ভরসাযোগ্য মাধ্যম হল ইউপিআই। এবার সেই ইউপিআই ব্যবহৃত হবে ট্র্যাফিক বিধিভঙ্গে জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রেও। লালবাজার জানিয়েছে, শহরের প্রতিটি ট্র্যাফিক গার্ড এলাকায় এ নিয়ে মহড়া চালু হয়েছে। এতে সাফল্য এলে ট্র্যাফিক ভঙ্গের জরিমানা আদায় করতে পাকাপাকি ভাবে ব্যবহার করা হবে ইউপিআই।লালবাজারের ট্র্যাফিক বিভাগের এক কর্তা জানান, কলকাতা পুলিশের ২৫টি ট্র্যাফিক গার্ডের দু'জন করে সাজেন্ট পরীক্ষামূলক ভাবে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে জরিমানা নিচ্ছেন। এর জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, গত বছর চারটি ট্র্যাফিক গার্ডের কয়েক জন সার্জেন্টকে লালবাজার ইউপিআই ব্যবহারের নির্দেশ দিলেও পরে তা কার্যকর হয়নি। সার্জেন্টরা ট্র্যাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এনআইসি ই-চালান এবং কেটিপি ই-চালান ব্যবহার করে থাকেন। এনআইসি ই-চালানের ক্ষেত্রে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডে স্পট ফাইন দেওয়া যায়। তার সঙ্গে ইউপিআই মাধ্যম যুক্ত হলে স্পট ফাইন আদায়ের কাজ সহজ হবে বলে দাবি পুলিশের। ট্র্যাফিক পুলিশের একাংশের দাবি, ওই ব্যবস্থায় স্পট ফাইন দিতে নগদের ব্যবহার যেমন কমবে, তেমনই সহজে জরিমানার টাকা জমা করা যাবে। ফলে দুর্নীতির অভিযোগ উঠবে না বলেই আশা পুলিশ কর্তাদের।

ব্রিগেড ভরাতে বাম যুবদের নয়া প্যারোডি ' ডিম পাউরুটি'!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ৭ জানুয়ারি ডিওয়াইএফআইয়ের ব্রিগেড সমাবেশ ঘিরে সাজ সাজ রব।আর এই আসন্ন ব্রিগেড মিছিল কে কেন্দ্র করে বাম যুবরা বানিয়ে ফেললেন ' ছবির ' গানের প্যারোডি।র্ভ গানটির প্যারোডি ইতি মধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় দিয়েছে ডিওয়াইএফআই। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের প্রোফাইলেও রয়েছে ওই গান। ' ছবির ' গানটির বেশ কিছু সংলাপ অবিকল ব্যবহার হয়েছে বামেদের প্যারোডিতে। ওই প্যারোডিতে তৃণমূল এবং বিজেপি দুই শিবিরকে আক্রমণ করা হলেও তৃণমূল বিরোধিতার ঝাঁজই যেন বেশি। উল্লেখ্য, এর আগে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে সংযুক্ত মোর্চার ব্রিগেডে বামেরা ব্যবহার করেছিল 'টুম্পা সোনা' গানের প্যারোডি।ভআসন্ন ব্রিগেড প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন , তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। ব্রিগেড ভরাতে হবে কালো মাথা দিয়ে। সম্ভবত সেকারণেই অতি আধুনিক গানের প্যারোডি তৈরি করে সেটা সোশাল মিডিয়ায় ছাড়া হচ্ছে।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ব্রিগেড সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। ব্রিগেডে দাঁড়িয়েই তিনি একযোগে আক্রমণ করেন তৃণমূল-বিজেপিকে। এর আগে বুধবার সিপিএমের যুব সংগঠনের নেতারা এদিন ব্রিগেডে সভাস্থল পরিদর্শন করেন। প্রস্তুতি দেখেন মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, কলতান দাশগুপ্তরা। ছিলেন সিপিএমের কলকাতা জেলার নেতারাও। ডিওআইএফআইয়ের ডাকে ব্রিগেড সমাবেশ। সেখানে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষীর মুখকে সামনে রেখেই রাজ্যজুড়ে প্রচার চলছে।

যোগ্যতার মাপকাঠিতে ফেল!রাম মন্দিরে আমন্ত্রিত নন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ চলতি মাসের ২২ তারিখ উদ্বোধন হতে চলেছে অযোধ্যার রামমন্দিরের। এই অনুষ্ঠানে সোনিয়া ছাড়া গান্ধী পরিবারের আর কোনও সদস্য আমন্ত্রন পান নি বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পাঠানোর ক্ষেত্রে তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ মাপকাঠি। জানা যাচ্ছে, সেই 'ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ' করতে পারেননি রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা। ফলে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি গান্ধী পরিবারের ভাই-বোনকে।ভরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তিন স্তরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক দলগুলির সভাপতি অথবা সম মর্যাদার পদাধিকারি, লোকসভা এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা এবং সর্বোপরি ১৯৮৪ ও ১৯৯২ সালে রাম মন্দির আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরাই কেবলমাত্র 'ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ' করতে পেরেছেন।ভতবে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ২২ জানুয়ারির 'রেড কার্পেটে' আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সাধু-সন্ত, শিল্পপতি, সিনেজগতের কলাকুশলী এবং বহু খেলোয়াড়কে। বিশ্ব হিংদু পরিষদের সভাপতি অলোক কুমার সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যিনি একাধারে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতাও। যেহেতু ২০১৪ সালের পর থেকে লোকসভায় কোনও বিরোধী দলনেতা নেই তাই কংগ্রেসের দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে।ভসমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব এবং বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতীকেও খুব শীঘ্রই রাম মন্দিরের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ পেয়েছেন BJগু-র বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আডবানি এবং মুরলি মনোহর যোশী।বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক মিলিন্দ পারাঃদ বলেন, 'ভগবান রাম সর্বত্র বিরাজমান। কোনও ভেদাভেদ করা হচ্ছে না। আমরা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোনও রাজনৈতিক তরজা চাই না। যারা একটা সময় রামের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁদেরও রাম মন্দিরে স্বাগত জানাচ্ছি।' তৃণমূল কংগ্রেস এবং CPI ও CPIM-এর পক্ষ থেকে রাম মন্দিরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কট্টর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে তাদের মতামত এক। দুই দলেরই অভিযোগ, রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উসবকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে ফেলেছে BJP। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'যারা এমনটা বলছেন আদতে তারাই এই অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছেন।'

গড়চুমুকে বেআইনি ভাবে কাটা হচ্ছে নদীর পাড়!প্রশ্ন করতেই রুদ্রমূর্তি রিসর্ট মালকিনের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ হাওড়া শ্যামপুর ২ নম্বর ব্লকের গড়চুমুক এই এলাকায় দামোদরের ধারে রিসর্ট তৈরি করেছেন এলাকারই ব্যবসায়ী দুলাল দাস। অভিযোগ, তিনি রিসর্টের বাগানের গাছে জল দেওয়ার জন্য নদী পাড় কাটছেন। শুধু তাই নয়, পাড় কেটে রিসর্টের কাছে আনার চেষ্টা করছেন। এলাকার প্রশাসনের নির্দেশ ছাড়াই কীভাবে এই কাজ করছেন প্রশ্ন করতেই কার্যত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন মালিকের স্ত্রী। সাংবাদিকদের হুমকি দিয়ে বললেন, রিসোর্ট থেকে বো।য়ে যান। নচেত কুকুর ছেড়ে দেব।ব্যবসায়ী দুলাল দাসের স্ত্রীর এই ব্যবহারে ক্ষোভ

জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বরে মৃদু ভূমিকম্প, কম্পাঙ্ক মাত্র ৩.৯

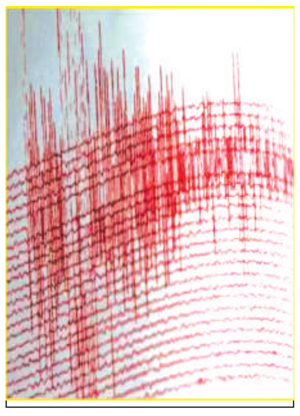

শ্রীনগর, ৪ জানুয়ারি ঃ মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৯। বুধবার গভীর রাত ১২.৩৮ মিনিট নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বুধবার গভীর রাত ১২.৩৮ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৩.৩৪ অক্ষাংশ ও ৭৬.৬৭ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে ১৯১ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে এবং কাটরা থেকে ১৬৬ কিলোমিটার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।

ধুবড়িতে বাজেয়াপ্ত দামি চার চাকার গাড়ি সহ দুটি চোরাই গরু

ধুবড়ি (অসম), ৪ জানুয়ারিঃনিম্ন অসমের ধুবড়িতে পুলিশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়ে দামি চার চাকার গাড়ি সহ দুটি চোরাই গরু।বৃহস্পতিবার ধুবড়ি জেলা পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, বুধবার মধ্যরাতে বালাজান এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযানে এএস ১৭ পি ১৯৪৭ নম্বরের একটি দামি চার চাকার গাড়ির গতিরোধ করে তা থেকে দুটি চোরাই গরু উদ্ধার হয়েছে।সূত্রটি জানিয়েছে, বহিঃরাজ্য থেকে গরু দুটি গৌরীপুরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে গরু উদ্ধার হলেও সুযোগ বুঝে গাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে পাচারকারী। অবশ্য পুলিশ ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর যাচাই করে গাড়ির মালিকের নামধাম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত চলছে, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

আইসিসির বর্ষসেরার দৌড়ে দুই ভারতীয়

দুবাই, ৪ জানুয়ারি ঃ সদ্য সমাপ্ত ২০২৩ সালের বর্ষসেরা টি-২০ ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে আছেন সূর্যকুমার যাদব। ২০২২ সালেও তিনি এই পুরস্কার জিতেছিলেন। ২০২৩ সালেও দুর্দান্ত পারফর্ম করার জন্য সূর্য এই তালিকায় রয়েছেন। এ বছর ১৭ ইনিংসে ৭৩৩ রান করেছেন তিনি। স্ট্রাইক রেট ১৫৫। সূর্য ছাড়াও তিনজন মনোনয়ন পেয়েছেন বর্ষ সেরা পুরস্কারের জন্য। তাঁরা হলেন জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজা, নিউজিল্যান্ডের মার্ক

পড়ুয়ার ব্যাগ থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

দক্ষিণ দিনাজপুর,৪জানুয়ারিঃনবম শ্রেণীর স্কুল পড়ুয়ার ব্যাগ থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক রাউন্ড কার্তুজ। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার পাথরঘাটা এলাকায়। ঘটনার পর স্কুল পড়ুয়াকে আটক করার পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্কুল প্যুয়ার ব্যাগে কোথায় থেকে এলো আগ্নেয়াস্ত্র? তা নিয়ে ধন্দে সহপাঠী থেকে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বংশীহারি থানার পুলিশ। জানা গেছে ওই স্কুল পড়ুয়া সুদর্শননগর পিএইচএইচভিআই উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র। এদিন বিদ্যালয়ে চলছিল বই বিতরণ।সেই সময় ওই স্কুল পড়ুয়ার ব্যাগে কিছু লুকানোর বিষয় নজরে আসে অন্য সহপাঠীদের। বিষয়টি শিক্ষকদের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাগ নিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। এরপরেই উদ্ধার হয় একটি দেশি পিস্তল ও এক রাউন্ড কার্তুজ। এই সব দেখে ভয় পেয়ে যান খোদ শিক্ষক শিক্ষিকারাও। খবর দেওয়া হয় বংশীহারী থানায়।পরে পুলিশ এসে ওই নাবালককে থানায় নিয়ে যায়। ওই নাবালকের কাছে কোথা থেকে আগ্নেযস্ত্রটি এলো তার খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি ওই আগ্নেয়াস্ত্রটি এর আগেও স্কুলে নিয়ে এসেছিল কি না তাও খতিয়ে দেখছে তারা।এই বিষয়ে বংশীহারি থানার আইসি মনোজি সরকার জানান।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ জসমিনের, বললেন এএপি-কে শেষ করে দিতে চায় বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃবিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন আম আদমি পার্টির মুখপাত্র জসমিন শাহ। বৃহস্পতিবার জসমিন অভিযোগ করেছেন, বিজেপি আসলে আম আদমি পার্টিকে শেষ করে দিতে চাইছে এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করতে চাইছে।বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জসমিন শাহ বলেছেন, এটা স্পষ্ট যে তাঁরা (বিজেপি) আম আদমি পার্টিকে শেষ করতে চায় এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করতে চায়...তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এখনও পর্যন্ত তাঁকে যে সমস্ত সমন পাঠানো হয়েছে তা বেআইনি। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি, অভিযান চালানো হবে এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হবে।

উলুবেড়িয়ায় ' হিট অ্যান্ড রান'! মৃত দুই পুলিশকর্মী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় গভীর রাতে একটি বেপরোয়া লরি এসে ধাক্কা মারে পুলিশের গাড়িতে। আহত হন চার পুলিশ আধিকারিক। তাঁদের মধ্যে মৃত্যু হয় দুজনের।দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যায় ঘাতক গাড়ি। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বাগনান বরুণদা মুম্বই রোডে গভীর রাতে ডিউটি করছিলেন সুজয় দাস (সাব ইন্সপেক্টর), পলাশ সামন্ত (হোম গার্ড), অলোক বর (কনস্টেবল) ও সুকদেব বিশ্বাস (কনস্টেবল)। এছাড়াও ছিলেন বক্কর আলি যিনি গাড়ির চালক।ভরোডের উপরই দাঁড়িয়েছিল পুলিশের গাড়িটি। সেই সময় কোলাঘাটের দিক থেকে বাগনানের দিকে আসা একটি বেপরোয়া লরি পুলিশের গাড়ির পিছনে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাব ইন্সপেক্টর সুজয় দাস ও পলাশ সামন্তর। এ দিকে, বিষয়টির খবর পেয়ে বাগনান থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে চারজনকে উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা সুজয় এবং পলাশকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আর দুই পুলিশ কর্মী গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে দেখা করেছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দা আর্য শাহ বলেন, আমি আওয়াজ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি দুই পুলিশ মারা গিয়েছে। তিনজন আরও ছটফট করছেন। পরে পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ভারতে করোনায় দু'জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত ৭৬০, সক্রিয় রোগী ৪,৪২৩

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ করোনার বাড়বাড়ন্ত বেড়েই চলেছে ভারতে, রোজই বৃদ্ধি পাচ্ছে দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬০ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। কর্ণাটকে একজন ও কেরলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার নতুন প্রজাতি জেএন.১-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০-র গণ্ডি ছাড়িয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪,৪২৩-তে পৌঁছেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩৩,৩৭৩। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৭৮,০৪৭ জন করোনা-রোগী। মোট টিকাকরণের সংখ্যা এই মুহূর্তে ২২০,৬৭,৭৯,০৮১।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে উত্থান-পতন অব্যাহত ।বৃহস্পতিবার ব্রেঃট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৯ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৩ ডলারের কাছাকাছি। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামেও এদিন কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

বাংলাদেশ নির্বাচনঃপ্রার্থীদের অনুগামীরা ভাড়াটে সন্ত্রাসী নিয়োগের চেষ্টা করছেন, দাবি র‍্যাবের

ঢাকা, ৪ জানুয়ারি ঃ আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন । তাঁর আগে বিস্ফোরক দাবি র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-এর । বৃহস্পতিবার র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন বলেন, দেশজুড়ে বিভিন্ন প্রার্থীর অনুগামীরা ভোটে হিংসা ছ।াতে ভা।াটে সন্ত্রাসী নিয়োগের চেষ্টা করছেন । তিনি দাবি করেন এমন গোয়েন্দাতথ্য রয়েছে। এদিন দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।কমান্ডার মঈন বলেন, সম্প্রতি দেশব্যাপী বেশ কিছু হিংসার ঘটনা ঘটেছে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারকেন্দ্রে প্রার্থীদের অতিউৎসাহী সমর্থকদের কয়েকজন চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নিয়ে হিংসার ঘটনা ঘটিয়েছেন।গত ৭২ ঘণ্টায় জনপ্রতিনিধিসহ ৫০ জনকে হিংসার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের নামে হিংসার মামলা হয়েছে। পাশাপাশি রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত অভিযোগ রয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তারা এ তথ্য র‍্যাবকে দিয়েছেন। যারা এ ধরনের কার্যক্রম চালাচ্ছে তাদের অনেককে আইনের আওতায় আনা হয়েছে বলেও জানান র‍্যাবের এ কর্মকর্তা।মঈন বলেন, জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে

ঘন কুয়াশায় দিল্লিতে দৃশ্যমানতা কমই, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে সমগ্র উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃকনকনে ঠান্ডা তো রয়েছেই, সঙ্গে দোসর ঘন কুয়াশা। এই দুইয়ের দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে রাজধানী দিল্লিতে, একই পরিস্থিতি বজায় থাকল বৃহস্পতিবারও। খারাপ আবহাওয়া কারণে রাজধানী দিল্লিতে এদিনও সমস্যার মধ্যে পড়েছেন সাধারণ মানুষজন। দিল্লিতে এদিন সকালেও বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা। বেশ কিছু দেরিতে গন্তব্যর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে জাতীয় রাজধানী দিল্লি, শীতের দাপটে জবুথবু অবস্থা গোটা উত্তর ভারতজুড়ে। হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তর ও পূর্ব রাজস্থান, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশে ঠান্ডা এতটাই বেশি যে সকালের দিকে আগুনের তাপ নিতে দেখা যাচ্ছে মানুষজনকে। সর্বত্রই এখন জমজমাট ঠান্ডা। আপাতত এই শীত থেকে রেহাই মিলবে না বলেই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৫জানুয়ারি ঃশুক্রবার, ১৯পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৫জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৎনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৯পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৯পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহস্পতিবার । জোয়ার- সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার স্বাস্থ্য এবং সৌঃদর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। ব্যাঙ্কিং কারবার খুব সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিকে আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট করতে দেবেন না। **মিথুন রাশিঃ**কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ **কর্কট রাশিঃ**আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের **সিংহরাশিঃ**কোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। এটা যেন আপনাকে বিধ্বস্ত না করে এবং পারলে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। আজ, আপনার ভাইবোনরা আপনাকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে। **কন্যারাশিঃ**আপনার স্বাস্হ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। যারা ক্ষুদ্রতর ব্যবসায় পরিচালনা করছেন তারা আজ তাদের বন্ধ হওয়া ব্যক্তিদের **তুলারাশিঃ**আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। শুভদিন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** শারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য **ধনু রাশিঃ** আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সাচ্ছন্দ্য এবং পরমন্দ খুঁজে হয়। **মকর রাশিঃ**সংসারে শান্তি হতে পারে আজ থেকে। শুভ দিন। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার ভয়ের প্রতিকার করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। আপনার অবশ্যই উপলব্ধি **মীন রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। ব্যবসায়ীদের আজ তাদের বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, আপনার

আরামবাগে বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে বছরভর খোলা আকাশের নিচে অথবা গাছতলায় চলছে পঠন পাঠন

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ হুগলি, ৪ জানুয়ারি ঃ অবর বিদ্যালয়

পরিদর্শকের অফিসের ঢিল ছোড়া দূরত্বে বেহাল দশা স্কুল পড়ুয়াদের। বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে বছরভর খোলা আকাশের নিচে অথবা গাছতলায় চলছে পঠন পাঠন। বিদ্যালয়ের ছাদ থেকে সিমেন্টের আস্তরণ খসে খসে পড়ছে। দেওয়ালের অবস্থাও তথৈবচ। ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। বিদ্যালয় থেকে সরাইয়ের জন্য বারবার পরিদর্শকের অফিস থেকে বিডিও অফিসে জানানো হলেও কোন অনুদান মেলেনি বলে অভিযোগ। কোনও উপায় না পেয়েই শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার্থে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে খোলা আকাশেই নিচেই চলছে পঠনপাঠন। অভিভাবকরা বলছেন, প্রশাসন সবই জানেন। কিন্তু, ফান্ড না আসায় ষাটের দশকে তৈরি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সারাইয়ে কাজ হয়নি। তৈরি হয়নি নতুন বিল্ডিং। চাঞ্চল্যকর ঘটনা আরামবাগে। আরামবাগ শহর থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার দূরে মলয়পুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মলয়পুর বামাপদ দত্ত স্মৃতি বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমনই অবস্থা। শতাধিক পড়ুয়া রয়েছে স্কুলে। কিন্তু, আগামীতে কীভাবে এখানে ক্লাস হবে তা ভেবেই বাড়ছে চিন্তা। এত সমস্যার পড়েও অবস্থার কেন পরিবর্তন হচ্ছে না সেই প্রশ্ন উঠছে নাগরিক মহল থেকে। একেবারে প্রত্যন্ত এলাকাতে রয়েছে এই স্কুল। মাটের উপর নির্ভরশীল পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। কয়েক মাস আগেই ছাদের চাঙড় ভেঙে এক ছাত্রী গুরুতর জখম হয়েছিল। তারপর থেকেই স্কুলের অন্দরে বন্ধ হয়েছে পড়াশোনা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা বৈঠকে বসেন। সেখানেই ঠিক হয় শিশুদের প্রাণের ঝুঁকি না নিয়ে খোলা আকাশের নিচেই চলবে পঠনপাঠন। এখন কবে সরকারি অনুদান আসে সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

টোটো উল্টে মৃত্যু তিন বছরের শিশুর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জানুয়ারি ঃ টোটো উল্টে মৃত্যু হলো তিন বছরের শিশুর। হাওড়া পুরসভার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে হাঁসখালিপোলে হরেকৃষ্ণ নগরে বৃহস্পতিবার ওই দুর্ঘটনা ঘটে। টোটো উল্টে মৃত্যু হয় ওই শিশুর। স্কুল থেকে দাদুর সঙ্গে টোটোয় চেপে বা। ফিরছিল নার্সারি ক্লাসের ছাত্র রূপক মালিক(৩)। রাস্তা খারাপ থাকায় টোটোটি উল্টে যায় বলে অভিযোগ। শিশু সহ তার দাদুকে হাওড়া হাসপাতালে চিকিসার জন্য ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তার মৃত্যু হয়। শিশুটির দাদু গনেশ মালিক পায়ের হাড় ভেঙে ওই হাসপাতালেই চিকিসাধীন।ওই শিশুর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন পরিবার। বেহাল রাস্তার জন্যই এই দুর্ঘটনা এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। তবে, হাও।া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী বলেন, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এসএসকেএম কতজন ভিআইপি রয়েছেন? রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এসএসকেএমের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে প্রভাবশালীরা বেড দখল করে থাকায় চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন

সাধারণ মানুষ। এমন অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে তা গুরুতর বিষয় বলে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। অভিযোগের সত্যতা জানতে এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট তলব করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, এসএসকেএম হাসপাতালে কতজন এই ধরনের ভিভিআইপি রয়েছেন, যাঁরা গ্রেফতার হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। এছাড়া হাসপাতালে কী কী সুযোগ সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন তা বিস্তারিত জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মামলাকারী রমাপ্রসাদ সরকারের আইনজীবী আদালতে বলেন, এসএসকেএম হাসপাতাল দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজনের আশ্রয়স্থল হয়ে গেছে। রাজ্যের যে সব প্রভাবশালী জেলে যাচ্ছেন, যাঁদেরকেই সিবিআই ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় তাঁরা এসএসকেএম হাসপাতালে আশ্রয় নিচ্ছেন।' শুনানিতে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এখনই কোনও মতামত দেবে না। তবে এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে এটা খুব গুরুতর বিষয়। এরপরই এ ব্যাপারে হাসপাতালের ডিরেক্টরের কাছে রিপোর্ট তলব করেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি বলেন, জেল হাসপাতালে যদি পর্যাপ্ত চিকিসার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে যেকোনও বন্দিকে সরকারি হাসপাতালে চিকিসার ব্যবস্থা করা যেতেই পারে। তিনি সুস্থ হলে ফের তাঁকে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়! ইডির আইনজীবী দাবি করেন, সুজয়কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রভাবশালী। সেই জন্য সে এসএসকেএম হাসপাতালের মত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এতদিন থাকার সুযোগ পাচ্ছে। যা শুনে বিস্মিত প্রধান বিচারপতিকে বলতে শোনা যায়, এটা তো হতে পারে না। সাধারণ মানুষ চিকিসার সুযোগ পাবে না আর প্রভাবশালীরা বেড দখল করে থাকবে। এরপরই এসএসকেএম হাসপাতালে বেড দখল করে থাকা প্রভাবশালীদের বিস্তারিত তালিকা চেয়ে পাঠান তিনি। আগামী ২৪ জানুয়ারি মামলার শুনানি হবে।

এসআই সুজয় দাসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া বেলুড়ে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৪ জানুয়ারি ঃ দুর্ঘটনায় বাগনান থানার এসআই সুজয় দাসের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বেলুড়ে। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ওই দুঃসংবাদ এসে পৌঁছায় বেলুড়ের বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোকজন রওনা হন বাগনানের উদ্দেশ্যে। সুজয়ের পরিবারে এক ও ৩ বছরের ছেলে ও ১২ বছরের মেয়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। স্ত্রী ও দাদার পরিবার রয়েছে। আচমকা স্বামীর মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ভোরে বাগনানের ১৬নং জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টর এবং এক হোমগার্ডের। মৃতেরা হলেন সুজয় দাস (সাব ইন্সপেক্টর) ও পলাশ সামন্ত (হোমগার্ড)। এদিন দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যান এডিজি সাউথ বেঙ্গল সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। মৃত সুজয়ের ভাই বলেন, সকাল ৬টা নাগাদ এই আত্মীয়ের মারফত মৃত্যুর খবর পেয়েছি। জানতে পেয়েছি আরটি ভ্যানে পেট্রলিংয়ের জন্য বেরিয়েছিলেন। তখন পেছন থেকেন ট্রাক ধাক্কা মারে। ওই ভ্যানে ৫ জন ছিলেন। দাদা সুজয় দাস ছিলেন সাব ইনস্পেক্টর, ১ জন হোমগার্ড, ২জন কনস্টেবল আএ একজন গা।রি চালক ছিলেন। দাদা ছাড়া আর এক হোমগার্ড মারা গিয়েছেন। দাদা ২০০৩ সালে কনস্টেবল হিসেবে কাজে যোগদান করেন। এখন সাব ইনস্পেক্টর হিসেবে বাগনানে কর্মরত ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার শেষ বা।তে এসেছিলেন। তাঁর ১টি ছেলে ও মেয়ে বর্তমান। দাদা খুব ভাল ক্রিকেট খেলতেন। কাজের চাপে উনি খুব বেশি বা।তে সময় দিতে পারতেন না। গা।রি নিরাপত্তা দেখা উচি। গাড়িতে এয়ারব্যাগ থাকলে হয়তো এতবড় দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। আমাদের দাবি ডিউটি দেওয়া হয় যে গাড়িতে সেই গাড়িগুলো যদি একটু ভাল হয়, এছাড়া পুলিশ কর্মীদের নিরাপত্তার কথা যাতে ভাবা হয়।

হাই কোর্টের ধমকেই ছ'মাসের পুরনো খুনের মামলায় নড়েচড়ে বসল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ হাইকোর্টের রোষের মুখে পড়ে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা পুলিশের। খুনের মামলায় দীর্ঘদিন ৩০২ ধারা যুক্ত করা হয়নি। টিটাগড় থানার পুলিশকে চরম ভৎর্সনার মুখে পড়তে হয় আদালতের সামনে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যবস্থা নিল পুলিশ। গ্রেফতার করা হল অভিযুক্তদের। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি। কটাক্ষ করে বলেছিলেন, ' তো পুরো মেডেল পাওয়ার মতো কাজ করেছে!'' সেই ' ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ম্যাজিকের মতো কাজ হল। একটি খুনের মামলায় গত ছ'মাস ধরে যা হয়নি, তা এক দিনেরও কম সময়ে করে দেখাল পুলিশ। এক ব্যক্তিকে ছাদ থেকে ফেলে তার পর পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ছ'মাস ধরে পড়েছিল ব্যারাকপুরের পুলিশের কাছে। পুলিশ সেই মামলায় কাউকে গ্রেফতার করা তো দূর, খুনের ধারাই যোগ করেনি। অবশেষে বুধবার সেই মামলা কলকাতা হাই কোর্টে ওঠে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে তীব্র ভৎর্সনা করেন হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক। বিচারপতি বলেন, ' ছাদ থেকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেওয়া হল, তার পর ফের তাকে নীচে এসে পেটানো হল। এর পরেও পুলিশ খুনের ধারা যুক্ত করার মতো অপরাধ খুঁজেই পেল না! এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা!'' বিচারপতি বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণে এ-ও জানায় যে ' ঘটনায় সবাইকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পুলিশ তা করতে পারেনি। এই মামলায় তা হলে এ বার সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত।'' বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই মন্তব্য করেছিল কলকাতা হাই কোর্ট। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নেওয়া হল পদক্ষেপ।

বৃহস্পতিবার সকালেই কলকাতা হাই কোর্টে রিপোর্ট দিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট জানিয়ে দেয়, আদালত যা নির্দেশ দিয়েছিল তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে পুলিশ। পুলিশ ওই মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে। মামলায় যে খুনের ধারা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল আদালত, সেই খুনের ধারাও যুক্ত করা হয়েছে।

দিল্লি হাইকোর্টে খারিজ আবেদন, বাংলো ফেরত পাচ্ছেন না মহুয়া

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ দিল্লি হাইকোর্টেও স্বস্তি পেলেন না তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র। সংসদ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর সরকারি বাংলো খালি করে দিতে বলা হয়েছিল তাঁকে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন মহুয়া। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল না আদালত। খারিজ করে দেওয়া হল মহুয়ার আবেদন। মহুয়াকে ডিরেক্টরেট অফ এস্টেটসের কাছে আবেদন করার পরামর্শও দিল আদালত। দিল্লি হাইকোর্ট এদিন জানাল, মহুয়া সুপ্রিম কোর্টে এখনও সাংসদ পদ ফেরত পাননি। সুতরাং তাঁর সরকারি বাংলো ফেরতের প্রশ্ন উঠছে না। বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদের আবেদন খারিজ করে তাঁকে ডিরেক্টরেট অফ এস্টেটসের কাছে আবেদন করার পরামর্শও দিল দিল্লি হাই কোর্ট। একই সঙ্গে সরকারকে হাই কোর্টের পরামর্শ, এক্ষেত্রে আইন মেনেই যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দিল্লি হাই কোর্ট এদিন মহুয়াকে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়ারও অনুমতি দেয়। তারপরই নিজের আবেদন প্রত্যাহার করে নেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত সাংসদ। তিনি সংসদের হাউসিং কমিটির কাছেই আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, লোকসভায় টাকার বিনিময়ে প্রশ্নের অভিযোগে এথিক্স কমিটির সুপারিশে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দফতরের তরফে আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে বাংলো ছাড়তে বলা হয়েছে মহুয়াকে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। আবেদন করেছেন, নিদেন পক্ষে আগামী লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ অবধি তাঁকে বর্তমান বাংলোতে থাকতে দেওয়া হোক। কিন্তু সেই মামলায় বিশেষ স্বস্তি পেলেন না বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ।

সময়ানুবর্তিতা শেখবেন যারা বেনিয়ম করছেন তারাই? উঠছে প্রশ্ন

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ,৪ জনুয়রি ঃ স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি নির্দিষ্ট সময় ধার্য করে দেওয়ার পরেও স্কুলে আসার বেনিয়ম ধরা পরল হাসনাবাদ এর কাটাখালি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ। এই স্কুলে একজন পার্শ্ব শিক্ষক সহ মোট ছয় জন শিক্ষক রয়েছেন। ঘড়িতে তখন ১০.৩৫, স্কুলের ছাত্র ছাত্রী রা সময় মতো স্কুলে চলে আসলেও,তখনও এসে পৌঁছান নি অর্ধেক সংখ্যক শিক্ষক। নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসরুমে গিয়ে বসে থাকার পরেও ক্লাসে দেখা নেই শিক্ষকের। ১১,১০ বেজে গেলেও ক্লাসরুমে দেখা পাওয়া গেল না শিক্ষকের। এলাকার মানুষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের অভিযোগ- প্রতিদিনই শিক্ষকরা স্কুলে দেরি করে আসেন বহুবার তাদের এবিষয়ে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি । স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেনকয়েকজন শিক্ষকের দূরে বাড়ি হওয়ায় তাদের আসতে দেরি হচ্ছে। খুব বেশি দেরি হলে লাল কালির দাগ দিয়ে দেবে বলেও জানান তিনি।

কার্জন গেট মমতার শাসনকালে তৈরি বলে নেটনাগরিকদের রোষানলে সায়নী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ শতবর্ষ অতিক্রান্ত বর্ধমানের কার্জন গেট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে তৈরি হয়েছে। এই মন্তব্য করে নেটনাগরিকদের রোষানলে প।লেন যুব তৃণমূল সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। তাঁর এই মন্তব্য বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ কয়েকশ লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে। সহেলি বিশ্বাস লিখেছেন, রাঁচিগামী একটা ট্রেনে উঠে পড়। সত্যব্রত চক্রবর্তী লিখেছেন, এদের তো রাজনীতিতে আসার কথা ছিল না। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা সূযোগ সুবিধার হাতছানিতে এসে জুটেছে আর মানুষের সমর্থন কুড়িয়েছে। ফলে এসব সহ্য করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অমিয় মুখার্জি লিখেছেন, একে রাঁচি থেকে আসা যে কোন বাস বা ট্রাকের টায়ার শুঁকতে হবে। ধীমান কর্মকার লিখেছেন, তোমার পূর্বপুরুষেরা যখন গোচারণ করতো, তখন থেকে এই গেট। শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী লিখেছেন, এরা রাজনীতিতে এসেছে শুধু চুরি করার জন্য। এতটুকু ইতিহাস ভূগোল জানে না, জানার প্রয়োজন ও নেই। কারন জনগণ যতদিন বালিতে মুখ গুঁজে থাকবে এরা এভাবেই চালাবে। স্বস্তিকা রায়চৌধুরী লিখেছেন, হাওড়া ব্রিজ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বেলুড় মঠ সবই বিষ্ণুমাতার তৈরী। জয় বিষ্ণুমাতার জয়। সমীর চক্রবর্তী লিখেছেন, এত খেলে মাথা কি ঠিক ঠাক থাকবে কি করে? অরিন্দম মন্ডল লিখেছেন, রাঁচি হাওড়া ইন্ট।রসিটি ১২টা ৪০মি এ হাওড়া থেকে ছাড়ে। কেউ একটা টিকিট কেটে একে ট্রেনে তুলে দে ভাই। জামশেদ আলি লিখেছেন, যে জানে না সে তো বেশি বলবেই! প্রসঙ্গত, বুধবার সন্ধ্যায় বর্ধমানের সভায় তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান দিতে গিয়ে সায়নি বলেন, '১২ বছর আগে ছিল এই গেট?' ছিল এই আলো, এই রোশনাই, ঝকঝকে রাস্তা, এত হাসপাতাল? মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝান।'' ব্রিটিশ আমলে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাবের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে তৈরি হয় এই বিজয় তোরণ। ১৯০৪ সালে ভাইসরয় লর্ড কার্জনের বর্ধমানে আগমন উপলক্ষ্যে এর নাম পাল্টে হয় কার্জন গেট। ঘটনায় কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা।

আলিপুর জেল মিউজিয়ামে হতে চলেছে ভিন্টেজ গাড়ির প্রদর্শনী! জানুন খুঁটিনাটি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ খুব শীঘ্রই ভিনটেজ বা পুরনো দিনের গাড়ির সম্ভার নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছে কলকাতার আলিপুর জেল মিউজিয়াম -এ। আগামী ১৪ জানুয়ারি কলকাতা আলিপুর জেল মিউজিয়াম এই পুরনো গাড়ির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতে চলেছে। আলিপুর মিউজিয়াম ও ক্লাসিক ড্রাইভারস ক্লাবের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। প্রদর্শনীতে একাধিক দুষ্প্রাপ্য গাড়ি দেখার সুযোগ মিলবে। ভিন্টেজ গাড়ির পাশাপাশি থাকছে পুরনো আমলের বাইকও। জানা গিয়েছে, এই প্রদর্শনীতে মোট ৬৫টি গাড়ি এবং ৩০টি মোটর সাইকেল দেখানো হবে। ১৯৩৫ সালের ফোর্ড ১০ ট্যুরার গাড়িরও দেখা মিলবে এই প্রদর্শনীতে। এর পাশাপাশি অন্যতম চমক হিসেবে থাকছে উত্তম কুমারের সিনেমায় ব্যবহৃত গাড়ি, গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ব্যবহৃত ১৯৪৮ সালের প্লেমাউথ গাড়ি। গাড়িটিকে ভালোবেসে নিলু বলে ডাকা হতো। সেই গাড়িটিও থাকছে। পাশাপাশি, থাকছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বাইক, রাজদূত বাইক। আগে মূলত, ভিন্টেজ গাড়ির প্রদর্শনী করা হতো প্রাইভেট ক্লাবে করা হতো। সেক্ষেত্রে সাধারণ দর্শকরা এই সমস্ত পুরনো ঐতিহ্যশালী গাড়ি দেখার সুযোগ পেতেন না। তবে সাধারণ দর্শকদের কথা ভেবেই এবার আলিপুর জেল মিউজিয়ামের মধ্যে এই গাড়ির প্রদর্শনী করা হতে চলেছে। ক্লাসিক ড্রাইভারস ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রদর্শনীর জন্য আলাদা কোনও টিকিট লাগছে না। সেক্ষেত্রে আলিপুর জেল মিউজিয়ামের টিকিট কাটলেই এই প্রদর্শনী দেখার সুযোগ মিলবে। ১৪ জানুয়ারি, যে সকল দর্শকরা আলিপুর জেল মিউজিয়াম ঘুরতে যাবেন, তাঁরা এই দুষ্প্রাপ্য গাড়িগুলি দেখার সুযোগ পাবেন। সাধারণত, দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের জন্য ৩০ টাকা টিকিট নেওয়া হয়। এছাড়া মিউজিয়ামের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখার জন্য ১০০ টাকা টিকিট নেওয়া হয়। কলকাতা শহরে বহু পুরনো আমল থেকে দেশি বিদেশি গাড়ির চল ছিল। বনেদিয়ানার সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেইসব পুরনো গাড়ি দেখার ক্ষেত্রে যদি আগ্রহ থাকে তবে ১৪ তারিখ আসতে পারেন আলিপুর জেল মিউজিয়ামে।

বিহারের বৈশালী জেলার এই গ্রামে বাদুড়ের পুজো হয়, কারন জানেন?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিহারের বৈশালী জেলার একটি বিশেষ গ্রাম। এই গ্রামের নাম সরসাই। যদিও এই গ্রামকে সবাই বাদুড়ের গ্রাম নামেই চেনে। অনেক লোক এই গ্রাম দেখতে দূরদূরান্ত থেকে আসে।সারা বিশ্ব বিশ্বাস করে যে বাদুড় রোগের বাহক এবং তাদের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে রোগ ছড়ায়,এর কারণ হল তারা ঠান্ডা রক্তের প্রাণী। প্রাণীবিজ্ঞান বলে তাদের ভিতরে ভাইরাস দ্রুত বৃদ্ধি পায়। করোনার পাশাপাশি নিপা ভাইরাসও তাদের কারণে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই মানুষ তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। অথচ বিহারের সরসাই গ্রামের মানুষদের বিশ্বাস বাদুড় তাদের জন্য শুভ। গ্রামে থাকার কারণে এখানে কোনো দুর্যোগ আসে না। এমনও বলা হয় যে কোনো অচেনা মানুষ এই গ্রামে আসলেই এই বাদুড়রা শব্দ করতে শুরু করে। অন্যদিকে এ গ্রামের কোনো ব্যক্তি রাতে গ্রামে এলে এসব বাদুড় শান্ত থাকে। মনে হয় যেন তারা গ্রামের সব মানুষের গন্ধ চিনতে পারে এবং এই গ্রামের বাইরের কোনো মানুষের গন্ধ অনুভব করা মাত্রই তারা চিৎকার করতে থাকে।

ভারততত্ত্ববিদ ড. বেণীমাধব বড়ুয়া'র ১৩৬ তম জন্মজয়ন্তী পালন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ কৃপাশরণ হলে ভারততত্ত্ববিদ ড. বেণীমাধব বড়ুয়া'র ১৩৬ তম জন্মজয়ন্তী, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া যথাযথ মর্যাদায় পালন করে। ড. বি এম বড়ুয়া দ্বাদশ স্মারক বক্তৃতা ২০২৩প্রদান করবেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলাদেশ), প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের (ভূতপূর্ব) প্রধান অধ্যাপক ড. মোকাম্মল এইচ. ভুঁইয়া। ড. বি এম বড়ুয়া স্মারক উপহার ২০২৩ প্রাপক কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ভূতপূর্ব আধিকারিক ও সমাজ হিতৈষী (দিল্লি নিবাসী) শ্রী জয়দত্ত বড়ুয়া।বিশেষ সম্মানে ভূষিত হবেন বাংলাদেশ সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র সাধারণ সম্পাদক ড. সঙ্ঘপ্রিয় মহাথের। সম্মানিত অতিথি ধর্মপ্রিয় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ভদন্ত ড. জিনপ্রিয় মহাথের এবং বিখ্যাত

ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ ও বহুগুনে গুণান্বিত ডাঃ শংকর কুমার নাথ। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন তদন্ত ড. রতনশ্রী মহাথের। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেঅঞ্জলি চর্চা কেন্দের শিল্পীবৃন্দ, নির্দেশনায় টুম্পা চক্রবর্তী। বিশেষ আকর্ষণ ছিল ডাঃশংকর কুমার নাথ'র একক সঙ্গীত পরিবেশন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন ও পরিচালনা করেন কোষা ধ্যক্ষ অমলেন্দু চৌধুরী ড. বি এম বড়ুয়া বৃত্তি ২০২৩ প্রধান করা হয় ৩৮ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট দীপক কুমার বড়ুয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন ভিক্ষু বিশ্বজিৎ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আয়োজন ও পরিচালনা করেন অমলেন্দু চৌধুরী।

বলাগড়ের বিধায়কের নামে বলাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের তৃণমূল নেত্রীর

বনস্পতি দে, বলাগড়, ৪ জানুয়ারি ঃ ফেসবুকে তৃণমূল যুবনেত্রী রুনা খাতুনকে বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী কুরুচিকর মন্তব্যের জের। বিধায়কের নামে বলাগড় থানায অভিযোগ দাযের করলেন নেত্রী। পাশাপাশি সিঙ্গুরের কামারকুণ্ডুতে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ দফতরে গিয়ে সরাসরি হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেনের সঙ্গেও দেখা করেন নেত্রী ও তাঁর স্বামী। রুনা খাতুন বলেন, বিধায়ক আমার নামে ব্যক্তিগতভাবে ফেসবুকে যে ভাষা লিখেছেন আমি জানি না, সুস্থ মস্তিষ্কের কোনও মানুষ এটাকে সমর্থন করেন কিনা। জনমত নির্বিশেষে প্রশ্ন কোন মহিলাকে এটা লেখা যায়? ধিক্কার জানাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, নিজেই নিজের মানসিকতাকে উলঙ্গ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর সম্পর্কে আমি আর কী বলতে পারি। জননীর জঠরের লজ্জা, ওঁর লজ্জা হওয়া উচিত। ওঁর যদি ক্ষমতা থাকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠন করে মানুষকে নিয়ে মোকাবিলা করুন। উন্নয়ন হোক লড়াইয়ের। এইভাবে কুৎসা অপপ্রচারের নয়। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, এখনও সময় আছে, ও ক্ষমা চেয়ে নিক দলের নির্দেশ মতো চলুক। যদিও কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য একটি পোস্ট করে ' ভুল ভুল হয়েছে' বলে অনুরাগীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বিধায়ক । এবং পাল্টা লিখেছেন , আমি লেখক , ওদের মতো নীচু নিকৃষ্ট জীব নই। যুব নেত্রী রুনা খাতুন সে প্রসঙ্গেই বলেন, অশ্বত্থামা ইতি গজ হল না তো? নিজেই লিখছেন,নিজেই ক্ষমা চাইছেন আবার নিজেই বলছেন, কে নিকৃষ্ট আর আর উৎকৃষ্ট? বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলেন পরিচয়। সেটা প্রমাণ হচ্ছে। প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্টে রুনা সম্পর্কে অশালীন বিশেষণ ব্যবহার করে তিনি লেখেন, ' হুমকিতে যে ভয় পায় পাক, আমি পাইনি। তোর চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম।' তারপরই অবশ্য সে পোস্ট ডিলিট করে মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলেন, আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল তাই আমি তাদের উদ্দেশ্যে ধর্ষকের যা স্ত্রী লিঙ্গ হয় তেমন একটা খিস্তি দিয়ে ফেলি ফেসবুকে। রাত দশটা নাগাদ সেই পোস্ট লিখবার দশ কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে বুঝতে পারি - একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। সাথে সাথে সেটা মুছে দিই। কিন্তু কয়েকজন- যারা সর্বক্ষণ শকুনের মতো আমার প্রোফাইলে নজর পেতে বসে আছে তারা সেটার স্ক্রিনশট নিয়ে নেয়।

'ভদ্র কাকু'র ঘটনায় নানা প্রশ্ন আমজনতার মনে

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ এসএসকেএম হাসপাতালে থাকাকালীন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র তথা কালীঘাটের কাকুর কন্ঠস্বরের নমুনা বারবার চেয়েও ফিরতে হয় ইডি অফিসারদের। তাঁদের বলা হয়েছিল, কঃঠস্বরের নমুনা দেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা নয় সুজয়কৃষ্ণের। আদালতের নির্দেশে বুধবার রাতে রীতিমত সশস্ত্র আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে ঘিরে তাঁকে জোকা ইএসআই-তে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা সবুজ সঙ্কেত দিলে তাঁর কন্ঠ স্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন রকম। মাসের পর মাস বেড দখল করে রয়েছেন প্রভাবশালীরা, আর বেড পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ? তাছা।া, কন্ঠ স্বরের প্রমাণ কতটা অভ্রান্ত? শয্যা আটকে রাখার অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা পর্যন্ত হয়েছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকেএম-এর বিরুদ্ধে। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের ক্ষেত্রে সেই প্রশ্ন প্রকট হয়েছে আরও। তাঁর কন্ঠ স্বরের নমুনা পেতে যেখানে কালঘাম ছুটছিল ইডি-র, সেখানে এক রাতেই সেই কাজ সম্পন্ন হল কীভাবে? যদি ' কাকু'র শরীর এতটাই খারাপ, তাহলে এসএসকেএম থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ইএসআই হাসপাতালের পরীক্ষায় ধরা পড়ল না কেন? বুধবার রাত ১২ টার পর থেকে এই প্রশ্নগুলো আরও বেশি করে সামনে আসছে। এই আবহে বিশিষ্ট চিকিৎসক কুণাল সরকার মুখ খুললেন রাজনৈতিক 'বন্দি নিয়ে। রাজ্যের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, যেখানে চিকিৎসা করাতে প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ যান, তার বিরুদ্ধেও এত প্রশ্ন কেন? হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কুণাল সরকার সংবাদমাধ্যমকে বৃহস্পতিবার বলেন, চিকিৎসকরাও তো রক্ত মাংসের মানুষ। সরকারি হাসপাতালের চিকিসকেরাও তাই। তিনি দাবি করেন, সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব রয়েছে। শুধুমাত্র বাংলায় নয়, সারা ভারতে এই পরিস্থিতি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। চিকিৎসক আরও উল্লেখ করেন, শুধুমাত্র স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেই নয়, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তবে কি চাপের মুখে শপথের কথাও ভুলতে বসেছেন চিকিৎসকেরা? কুণাল সরকারের বলেন, এথিক্স তো সবারই থাকে। তবে বর্তমানে এথিক্স আর প্রশাসনিক প্রভাবের মধ্যে দ্ব ন্দ্ব তৈরি হয়েছে। কার্যত স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চাপের কথাই উল্লেখ করলেন কুণাল সরকার। কিভাবে হয় এই ভয়েস টেস্ট? সূত্রের খবর, প্রথমে তদন্তকারী সংস্থাকে আদালতে কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়ার আবেদন করতে হয়। আদালত অনুমতি দিলে 'সাউন্ড প্রুফ' ও 'ইকো প্রুফ' ঘরে নমুনা নেওয়া হয়। নমুনা নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় ভয়েস রেকর্ডার যন্ত্র। এসডি কার্ডে সেই নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিক বিভাগ। তারপরে ফরেনসিক দফতরে সেই স্বরের নমুনা নিয়ে আসা হয়। সেখানে ভয়েস স্পেক্ট্রমিটার সফটওয়ারের লাইসেন্সড ভার্সনে পরীক্ষা হয়। নমুনা পরীক্ষার পর সরাসরি তদন্তকারী এজেন্সিকে পজিটিভ বা নেগেটিভ রিপোর্ট দেয় ফরেনসিক বিভাগ। চিকিৎসক অর্জুন দাশগুপ্তের মতে, কণ্ঠস্বরের বদল অসম্ভব নয়। অনেকের গলার স্বরে সমস্যা থাকে। তা ঠিক করে দেওয়া হয়। কণ্ঠস্বর বদলে গেলে তা ভয়েস স্যাম্পেল পরীক্ষায় ধরা না পড়ার সম্ভাবনা কম। কী বলছেন প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাস? তাঁর বক্তব্য, ভয়েস টেস্ট কিন্তু যথেষ্ঠ প্রমাণ (সাবস্টেন্টিভ এভিডেন্স) নয়। ডিএনএ পরীক্ষা ভীষণভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি ভয়েস টেস্ট, একটাই প্রমাণ হয়, তাতে সাজা হবে না। আমি বহু মামলায় দেখেছি, যখনই তাঁকে ভয়েস টেস্টে নামানো হল, সে অন্যভাবে কথা বলবে। উদাহরণ হিসাবে উপেনবাবু বলেন, ধরুন আমি এখন যেভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আমারই ভয়েস টেস্টের সময় গলার স্বর বিকৃত করে দিলাম, তখন কিন্তু ধরার উপায় থাকবে না। সেই সূক্ষ্ম বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে তিনি এটাও বলেছেন, গলার স্বর বিকৃত করলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থেকেই যায়। যেভাবে সে কথা বলেছিল, সেটা প্রমাণ হয়। কণ্ঠস্বর বদলে যেতে পারে? ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, বদল আসা যে একেবারে অসম্ভব নয়। তাঁর ব্যাখ্যা, ভোকাল কর্ডে ক্যানসার হলে এবং তার চিকিৎৎসা রেডিয়েশন থেরাপির মাধ্যমে হলে অনেকক্ষেত্রেই কণ্ঠস্বর বদলের সম্ভাবনা থাকে। বহু কসর করে, রীতিমত ফিল্মী কায়দায়, দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ভদ্র কাকুকে ইডি নিজের হেফাজতে পেল। কিন্তু এসএসকেএমের বিলাসশয্যা থেকে শাসকদল আশ্রিত দুই প্রভাবশালী বন্দী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আর কৌস্তভ ঘোষকে গারদের আড়ালে আনার সেরকম চেষ্টা হবে কি? কিছুকাল আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টা ছুঁয়েছিলেন। তার পর কিন্তু সব চুপচাপ!

ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল শহর থেকে গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ শীতের পরশে শীতল হচ্ছে তিলোত্তমা, শহরের তুলনায় গ্রাম বাংলায় শীত এখন বেশ ভালোই অনুভূত হচ্ছে। তবে, কনকনে ঠান্ডার পরশ এখনও পেল না দক্ষিণবঙ্গ। এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল শহর থেকে গ্রাম, সকাল আটটা পর্যন্ত কুয়াশার চাদরে মোড়া ছিল বঙ্গভূমি। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। আপাতত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ঠান্ডা ফেরার কোনও সম্ভাবনাও দেখছেন না আবহবিদরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে তাপমাত্রার বিশেষ কোনও হেরফের হবে না। বিহার, পূর্ব উত্তর প্রদেশ ও সিকিম হয়ে রাজ্যে ঢুকছে উত্তর-পশ্চিমী বাতাস, যদিও তা খুব শক্তিশালী নয়। তাই তাপমাত্রা স্বাভাবিক অথবা তার থেকে এক ডিগ্রি ওপরে থাকতে পারে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ৫-৭ জানুয়ারির মধ্যেই পূর্ব ভারতকে প্রভাবিত করতে পারে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা, প্রভাব দেখা দিতে পারে ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৯ পৌষ ১৪৩০

অধ্যাপক ওটেন শারীরিক নিগ্রহ তদন্ত কমিটি রিপোর্টে দোষী অপ্রমাণিত হয়ে থাকলো

মোদির নজর মহিলা ভোট

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহিলা ভোটের ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি এবারে পরিবার পেনশনে কারোর স্ত্রী পরলোকপ্রাপ্ত হলে তাঁর স্বামী পেনশন পেতেন। কিন্তু এখন থেকে স্ত্রী মৃত্যু হলে তাঁর সন্তানরাও পেনশন পাবে। কোনও ডিভোর্সী মহিলা যদি পেনশন তাঁর সন্তানদের দিতে চান তাহলে তিনি তা করতে পারেন। তার ফলে এবারে পরিবার পেনশন সবার অংশে থাকছে। এর ফলে বিজেপি সরকার এখন মহিলা উন্নয়নের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। যাতে মহিলাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার দিকে লক্ষ রেখে চলতে শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিকে ইপিএফ পেন বৃদ্ধি করা দিকে বিজেপি সরকার নজর দিতে শুরু করেছে। এতকাল ধরে ইপিএফ পেনশন পাচ্ছিল ন্যূনতম এক হাজার টাকা করে। ২০১৪ সালে শেষবার পেনশন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা করে পেনশনের ক্ষেত্রে আরও বেশি কিছু বাড়াতে হবে। এক হাজার টাকা দিয়ে এখন আর কোনও কিছুই করা একেবারে অসম্ভব। ইপিএফ এর প্রায় ৩৪ লক্ষ কর্মচারি এই পেনশন লাভ করে থাকে। বর্তমান বাজার দর অনুসারে এই পেনশন বৃদ্ধি করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। এদিকে উত্তর ভারতের পর দক্ষিণ ভারতের দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দলের নেতারা। প্রধানমন্ত্রী এবারে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, লক্ষদ্বীপ এবং কেরলে দুইদিন সফর করলেন। তিরুচিরাপল্লিতে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী ভারতীদাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করার পরে উদ্বোধন করলেন ১১০০ কোটি টাকার তিরুচিরাপল্লির আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর প্রকল্পের। সব মিলিয়ে তিনি ১৯,৮৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুতে। লক্ষদ্বীপে তিনি ১১৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কথা বলেন। দক্ষিণ ভারতে যে বিজেপি কাছে দুয়োরানি নয় সেকথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে গত এক বছরে তামিলনাড়ুতে ৪০ জনের বেশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসেছেন। সব মিলিয়ে চারশো পার এই রাজ্যে সফর করে গিয়েছেন। তামিলনাড়ু দেশের উন্নয়ন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। দক্ষিণ ভারতের উন্নয়নের দিকে কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী বারবার একটি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন ভারতের সব মহিলাদের সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দিতে হবে। মহিলা যাতে নিরাপদে বসবাস করতে পারে এবং তারা যাতে বাজার দরে পণ্য পেতে পারে, সংসার চালাতে যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয় এবং মহিলা ভাতা দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। মহিলারা যত বেশি সুরক্ষিত থাকতে ততই ভারত মহান হওয়ার পথ করে এগিয়ে চলতে শুরু করবে। কেরল গিয়ে প্রধানমন্ত্রী পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে নারী শক্তিকে আর মজবুত করতে বিজেপি সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মোদির কথা শুনে মনে করা যেতে পারে যে এবারে বাজেটে বিজেপি মহিলাদের ওপরে বেশি করে নজর দেবে। মহিলাদের সুযোগ সুবিধা তৈরি করে দেওয়ার পথ রচনা করবে বিজেপি সরকার। কেরলে বিজেপি দলের কোনও শক্তি নেই। সেই কারণে বিজেপি দল কেরলে মহিলা শক্তি ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে। মহিলা ভোট নিয়ে বিজেপি দল কেরলে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে মহিলা সংরক্ষণ বিল আগেই আসার কথা ছিল। কিন্তু বারবার বিরোধিতার ফলে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করা একেবারে অসম্ভব পরিণত হতে থাকে। এই বিল আইনে পরিণত হয়েছে। কেরলে এবারে বিজেপি দল স্বীকৃতি লাভ করবে। তার প্রধান কারণ হল বিজেপি দল উন্নয়নের পক্ষে রয়েছে। কেরলও দেশের উন্নয়ন চায়। জোট ইন্ডিয়া এবারে উন্নয়নকে বন্ধ করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। কেরলে জোট ইন্ডিয়া কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। জোট ইন্ডিয়া তৈরি করার লক্ষ্যই হচ্ছে দেশের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া। মহিলা উন্নয়নকে সামনে রেখে এবারে কেরলে বিজেপি দল ইনিংস শুরু করবে। উত্তর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি মহিলাদের ব্যাপারে সংরক্ষণ করা ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছেন। মহিলা যাতে সরকারি সাহায্য এবং চাকরি পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছেন। উত্তর ভারতে মহিলারা হচ্ছে বিজেপি দলের পকেট ভোট। উত্তর ভারত দিয়ে বিজেপি এবার সারা ভারত জুড়ে নির্বাচনী হাওয়া তুলতে শুরু করে দিয়েছে। রামমন্দিরে এবারে মহিলদের দর্শন করা ব্যাপার আগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তারা যাতে পুজো দেওয়ার সময়ে বা আরাধনা করার সময়ে কোনও অসুবিধায় না পড়ে তার দিকে খেয়াল রাখতে শুরু করেছে প্রশাসন। অযোধ্যা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

অধ্যক্ষ সব শুনে বেলা তিনটের সময়ে অভিযোগ জমা দিতে বলে দিলেন। সেইদিনই দুপুরে ওটেন ক্লাস শেষ করে নোটিশ বোর্ডে ক্রিকেট খেলার বিজ্ঞপ্তি লাগাচ্ছিলেন। তখন তাঁকে পিছন থেকে এসে আঘাত করে ছাত্ররা তাকে লাথি ঘুঁষি মেরে পালিয়ে যায় বেকার ল্যাবটারির দিকে। অধ্যাপক গিলক্রিস্ট প্রত্যক্ষ দেখলেও তিনি ওটেনকে উদ্ধার করতে আসেননি। এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত ছিল তা খুঁজতে গিয়ে তিনজনের নাম উঠে আসে। একজন হলেন দর্শন বিভাগের ৬ ষ্ঠ বর্ষের ছাত্র অনঙ্গমোহন দাম। আর একজন ঈশান স্কলারশিপ প্রাপ্ত ছাত্র বিপিন চন্দ্র দে। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে বিপিন দে ওটেনকে প্রথমে আঘাত করেছিল। অপরটি ছিল ছাত্র সুভাষ চন্দ্র বোস। অধ্যাপক ওটেন নিগ্রহের ঘটনাটি সুভাষ চন্দ্র বোস তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, গুজব ছিড়িয়ে পড়েছিল যে অধ্যাপক ওটেনকে পিছন থেকে আঘাত করা হয়েছিল এবং সিঁড়ি থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তা সত্য নয়। অধ্যাপক ওটেন পিছন থেকে সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন। যাদের আঘাতে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন তারা সকলেই তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেনকে শারীরিক নিগ্রহের দোষী প্রমাণ করতে পারলো না যে কে প্রকৃত আক্রমণকারী। আসল ঘটনা কি হয়েছিল তা কিন্তু সবার কাছে অজানাই থেকে গেল। কারোর বর্ণনার সঙ্গে ঘটনার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অধ্যক্ষ আক্রমণকারীকে শনাক্ত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন ১৬ জানুয়ারি ১৯১৬ সালে। এই তদন্ত কমিটির কাছে সম্ভাব্য একটি অপরাধী ছাত্রদের একটি নামের তালিকা ছিল যার মধ্যে সুভাষের নাম ছিল। তালিকা ধরে অধ্যক্ষ তদন্ত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে 'বংশীলাল' নামে একজন বেয়ারা সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। সে গোপনে আক্রমণকারী হিসাবে অনঙ্গমোহন এবং সুভাষের নাম করে। অধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে দুইজনকে কলেজ থেকে বহিস্কার করেন এবং সুভাষর প্রতি কঠিন ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। Bose, you are the most troublesome man in the college, I ssuspend you হেমেন্দ্রনাথ দাস তাঁর সুভাষচন্দ্র বইতে উল্লেখ করলেন যে লিখেছেন যে কলেজ থেকে সুভাষকে বহিস্কারের প্রস্তাবে লেখা হয়েছিল-''''। কমলাভূষণকে মৃদু শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। কারণ অধ্যক্ষ মনে করেছিলেন কমলাভূষণ যে অভিযোগ করেছিল তা অতিরঞ্জিত। আসলে ওটেনকে সম্মানকে রক্ষা করতেই কলেজে অধ্যক্ষ অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। অধ্যক্ষ কমলাভূষণ সম্বন্ধে তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন- "Resolved that Subhas Ch. Bose be expelled from the college for taking a leading part in the assult on Mr. Oaten"। তারপরে অধ্যক্ষ স্টুডেন্টস কনসালটেটিভ কমিটি ভেঙে দেন। ১৭ জানুয়ারি অধ্যক্ষ তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তের রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯ জানুয়ারি ১৯১৬ সালে কলেজ পরিচালন সমিতি অধ্যাপক ওটেন নিগ্রহের যে যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন তাকে কার্যকর করতে সীলমোহর দেওয়া হয়। কলেজ থেকে সুভাষ চন্দ্র বিতাড়নের পালা শেষ হয়ে যায়। তবে সুভাষকে একটি সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল সে ইচ্ছা করলে অন্য কলেজে ভর্তি হতে পারে। তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করা ক্ষেত্রে শিক্ষা দফতর বাধা হবে না সেটা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুভাষ কলেজে ভর্তি হওয়ার কোনও সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁকে এক বছর এর জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। ওটেন নিগ্রহের জন্য অধ্যক্ষ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা অত্যন্ত কঠিন এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তিনি তদন্ত পরিচালনা করেননি বলেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। কলেজের বিশৃঙ্খলার অজুহাতকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করে থাকতে পারেন। অধ্যাপক ওটেন নিগ্রহের ঘটনার খবর শুধু মাত্র স্বদেশে মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না বিলেতেও তা দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সরকারি সমর্থক 'স্টেটসম্যান' ছাত্রদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করে। ছাত্রদের আচরণকে চরম বিশ্বাসঘাতক বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল। ছাত্রদের বিরদ্ধে কঠোর শাস্তি দেওয়ার পক্ষে ছিল এই ইংরজি দৈনিক সংবাদপত্রটি। তাদের ওটেনের ওপরে আক্রমণকে ডিসগ্রেসফুল এবং ছাত্রদের

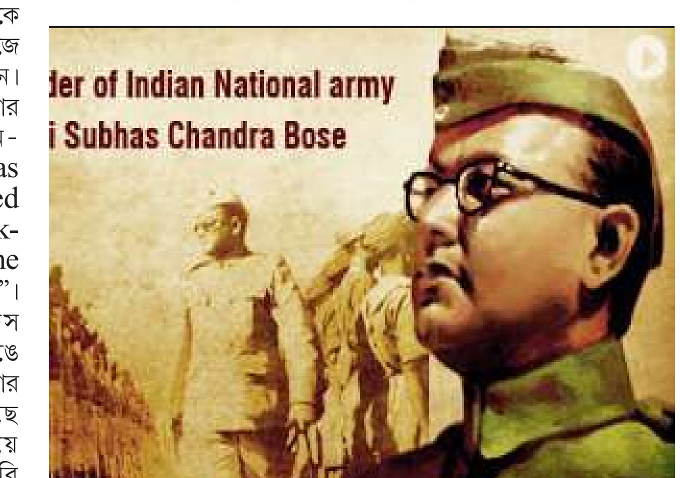

আনরুলি বলে উল্লেখ করতে থাকে। তারা এই বক্তব্য প্রকাশ করেছিল যে অধাপক ওটেন যদি কাউকে রাগের বশে রাস্কেল বলে থাকে তাহলেও ছাত্রদের আচরণকে কোনও রকমভাবে সমর্থন করা যায় না। এই ইংরজি দৈনিক মত প্রকাশ করেছিল যে তদন্ত কমিটি তৈরি করে ছাত্রদের পরোক্ষভবে সমর্থন করা হয়েছিল। এদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় ছাত্রদের সমর্থন করতে শুরু করে এবং সম্পাদকীয়তে ছাত্রদের শাস্তিদানের নিন্দাও করা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ কাগজ 'বেঙ্গলী' ওটেনের হাতে কমলাভূষণের লাঞ্ছনার ঘটনাটি পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে। পরবর্তীকলে জানতে পারা গিছিল যে ওটেন এবং আরও বেশ কয়েকজন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে কলেজের ঘটনা সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কোনো সংবাদ বা বলপ্রয়োগের সংবাদ প্রকাশ না করে তার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। যদি পরে দেখতে পাওয়া গেল যে সুরেন্দ্রনাথ সেই অনুরোধ রক্ষা করেননি। প্রেসিডেন্সি কলেজে ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ পর্যত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি 'ছাত্রশাসন' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে সবুজপত্রে প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রবন্ধে লিখেছেন যে বিদেশি অধ্যাপকেরা এসেছে এসে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তারা যে রাজার জাত তার প্রমাণ দিতে বেশি সচেষ্ট ছিলেন। ছাত্রদের অধীনস্থ প্রজা হিসাবে দেখতে তারা অভ্যস্ত। অল্প কারণে তারা সংযম হারিয়ে ফেলতেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করার কথা ভাবতেও পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, তাদের জিভের ওপরে কোনও নিয়ন্ত্রণ না ছিল এমনকী মেজাজের ওপরে কোনো লাগাম ছিল না। এরপরে এই প্রবন্ধটি ইংরেজিতে 'মর্ডান রিভিউ'তে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে। একটি কপি বাংলার ছোটলাট কারমাইকেল কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গর্ভনর কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে পুরো ঘটনা সম্পর্কে পরিস্কার চিত্রটা জানতে পারবেন এবং কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ছাত্রদের কথা বিবেচনা করতে পারবেন। কতখানি ভয়ঙ্কর অপমান জনক ব্যবহার করা হয়েছিল যার ফলে ছাত্ররা এই ধরনের আচরণ করতে বাধ্য হয় তা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ খোলাখুলি ভাবে এই প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। এই সবের মধ্যেও বাংলা সরকার চুপ করে বসেছিল না। সন্দেহজনক ছাত্রদের ভারত রক্ষা আইনে ধরতে থাকে এবং অধ্যক্ষ জানান যে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ সালে কলেজ বন্ধ থাকবে। পরে আবার ১১ মার্চ এক বিজ্ঞপ্তিতে সরকার জানায় কলেজের চলতি সেশান বন্ধ থাকবে। সমস্ত আবাসিকদের হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল। ২ মার্চ এক আদেশের বলে ইডেন হিন্দু হোস্টেল বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারের কাছে হিন্দু হোস্টেল সমস্ত আন্দোলনের আঁতুড় ঘর বলে বিবেচিত হতে থাকে। ছাত্র আন্দোলন দমন করতে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। পরে জুলাই মাসে কলেজ ও হোস্টেল খুলে যায়। তারপরে শিক্ষা দফতর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ সালে ছয়জন বিশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যক্ষ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। কিন্তু অধ্যক্ষের সাথে কোনও আলোচনা না করেই এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে নিজেকে অপমনিত বোধ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যার ফলে অধ্যক্ষ তদন্ত কমিটির সদস্য হতে অসম্মতি দান করেন। তিনি স্যার আশুতোষের অন্তর্ভুক্তিকে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তিনি শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মি. পি. সি. লায়নের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর সঙ্গে বদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন যা সকল শিষ্ঠাচার বিরোধী ছিল। সরকার তদন্ত কমিটির সদস্য পদ থেকে তাঁর পদত্যাগে গ্রহণ করে এবং তাঁর স্থানে অধ্যাপক পিককে নিযুক্ত করা হল। সরকার এধ্যক্ষের এই উদ্ধত আচরণকে একেবারেই মেনে নিতে পারেনি। ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিল এবং তাঁকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিদ্যালয়ের পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। এবারে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন মিস্টার ওয়ার্ডওয়ার্থ। অপমানিত মিস্টার জেমস ছুটির জন্য দরখাস্ত করলেন তার সাথে সাথে অবসর গ্রহণ করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিয়ম অনুসারে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে গৃহীত বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহৃত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোনো ছুট পাওয়ার অধিকারী নন এবং ফার্লো অধিকারও পেতে পারেন না। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ ছিল নিঃশব্দে ক্ষমা চাওয়া। শেষ পর্যন্ত বিকল্প পথ খুঁজে বের না করতে পেরে মিস্টার জেমস ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তারপরে কর্তৃপক্ষ ১১ মার্চ ১৯১৬ সালে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে নেয় এবং শিক্ষা বিভাগ থেকে তাঁর পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে ওটেন নিগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ জেমসের শিক্ষক জীবনের এক অগৌরব পরিসমাপ্তি ঘটল। ছাত্র আন্দেলনে যা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন অধ্যক্ষ জেমস তাকে সমর্থন দিতে থাকে স্টেটসম্যান পত্রিকা। এমনকী সরকার কর্তৃক তদন্ত কমিটি তৈরি করা বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল স্টেটসম্যান পত্রিকা। এই পত্রিকার সমর্থনই জেমসের একমাত্র সান্ত্বনা যা তাঁকে অপমানের হাত থেকে রেহাই দিতে পেরেছিল। সুভাষচন্দ্র বোসের আত্মজীবনী থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে তিনি অধ্যক্ষের এই অপমানজনক অপসারণকে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। এই রকম চরম অপমানজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে অধ্যক্ষকে কলেজ থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তাকে সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে অধ্যক্ষ জেমস ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু ওটেন সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না। এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে সেখান থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলেন না। একদিকে ছাত্র সমাজ এবং অন্য দিকে ওটেন তাঁর অবস্থানকে ভয়ঙ্কর রকমের অস্তিত্বে ফেলে দিয়েছিল। তার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কাজে তিনি আর অধ্যক্ষ হিসাবে থাকতে চান না। সরকার ছাত্রদের উত্তেজিত করতে একেবারে রাজি ছিল না। তার ফলে অধ্যক্ষের ব্যাপারে সরকার বাধ্য হয়ে এই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

চিনের প্রতি আস্থা নেই

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মোদি চেষ্টা করেছিলেন চিনের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি করতে। চিন এই সখ্যতাকে সামনে রেখে যেভাবে ভারতের ওপরে তাদের অধিকার ফলাতে শুরু করে দিয়েছে তা কবে মিটবে বলা খুবই মুশকিল। পাকিস্তান জঙ্গিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। আগে নেপালের সঙ্গে ভারতের এত মত বিরোধ ছিল না। চিনের উস্কানিতে এবারে সেটা বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেভাবে নেপাল ভারত সীমান্ত এলাকার বেশ কিছু অংশ নেপাল তাদের বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে আগামি দিনে নেপালের সঙ্গে ভারত সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে বাংলাদেশকে চিন ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এখন যদি আমেরিকা ভারতকে আর্থিক, যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য না করে তাহলে যে কোনও সময়ে ভারতের অবস্থা কাহিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমেরিকা এবং রাশিয়া ছাড়া ভারতের আর কোনও গতি নেই। এদিকে জাপান যদি এ ব্যাপারে লিপ্ত হতে চাইছে না। কিন্তু ভারত আক্রান্ত হলে জাপান চুপ করে বসে থাকবে না সেটা স্পষ্ট। কোরিয়া কিম কী করবে জানা নেই। তারা সম্ভবত চিনের দিকে ঝুঁকে থাকবেন। রাশিয়া কোনও পক্ষে নেই বলে সাফাই গাইতে থাকবে। পুতিন কারোর পক্ষ অবলম্বন করবে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চিন। সেই চিনকে এখন জব্দ করতে পারে ইউরোপ। কিন্তু গোটা ইউরোপের যা অবস্থা সেই অবস্থায় এখন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছে না কেউই। চিনের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ক্রমশ পড়তির দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। গোটা ইউরোপ আমেরিকা এবং এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ চিনা পণ্য বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফলে আগামি দিনে চিনকে বাজার রক্ষা করতে গেলে কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো করতে হবে। না হলে চিন আন্তর্জাতিক বাজার থেকে একেবারে সরে যাবে। আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। চিন সেই ভয়টা পেতে শুরু করে দিয়েছে। চিন পণ্য বয়কট আন্দোলন এখন আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এখন সব দেশকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদেরকে কব্জা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের ফাঁদে পা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আগামি দিনে বাংলাদেশ ভারত বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করে দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতদিন রয়েছেন ক্ষমতায় ততদিন ভারতকে চিন্তা করতে হবে না বাংলাদেশ নিয়ে। কিন্তু শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পর ভারতের অবস্থা বাংলাদেশের কাছে কী রকম হতে সেটা বলা এখন একেবারে অসম্ভব। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে বাংলাদেশ সঙ্গে ভারতের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। প্রায় সময়ে সীমান্ত ঝামেলা লেগে থাকতো।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

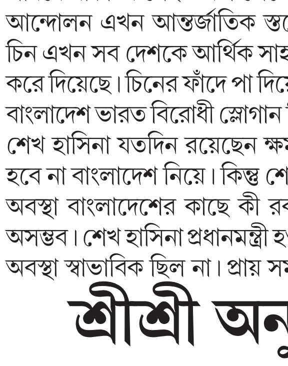

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলতেন, শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত

রাম মন্দির অবলমম্বন করেই লোকসভা পার হবে বিজেপি

এবারে রামমন্দিরকে সামনে রেখেই বিজেপি লোকসভার বৈতরনি পার হয় চায় সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। রাম মন্দিরকে ঘিরে একটি ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি করতে বিজেপি দল উদগ্রীব। মন্দির উদ্বোধনের পরই বিজেপি দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি ব্লক থেকে বিজেপি কর্মীরা অযোধ্যা দর্শনে যাবে। তারা মন্দির দর্শন করে ফিরে গিয়ে অযোধ্যার দর্শনের বর্ণনা এবং অযোধ্যায় মন্দির তৈরি ইতিহাস এবং বিজেপি দলের অবদানের বিষয়টি এলাকায় গিয়ে প্রচার করবে। রামমন্দিরকে ঘিরে হিন্দুত্বের জনজোয়ার তৈরি করা জন্য বিজেপি দলের সমস্ত স্তরের নেতারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। রাম মন্দিরে রামলালা প্রতিষ্ঠার পরে তা নিয়ে প্রচার কীভাবে চালানো হবে সেটা ঠিক করতে বৈঠকে বসেন বিজেপি দলের সভাপতি জেপি নড্ডা সহ দলের অন্যান্য নেতারা। ঠিক হয়েছে ২২ জানুয়ারি রামলালা প্রাণপ্রতিষ্ঠার রাতে গোটা দেশ জুড়ে অকাল দেওয়ালি পালন করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশজুড়ে প্রত্যেকে রামজ্যোতি জ্বালানোর অনুরোধ করেছেন। আর তাকে নিশ্চিত করে গলি মহল্লা জুড়ে ঘুরে ঘুরে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ছে। দলের লক্ষ্য হচ্ছে রাম আবেগকে নিয়ে গোটা দেশকে এক সূত্রে বাঁধা। পরবর্তী ধাপে বিজেপি দল ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বিজেপি দল বুথ পর্যায়ে যে সব কর্মীরা রয়েছে তারা রাম মন্দির দর্শন করবে। প্রতি দিন ৫০ হাজার বুথ কর্মীরা যাতে মন্দির দর্শন করতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে দল এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। তবে বুথ কর্মীদের নিজেদের খরচে অযোধ্যায় আসতে হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বুথ কর্মীদের রাললালা প্রাণ প্রতিষ্ঠা, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার কারণ, গেরুয়া কর্মীদের আত্মত্যাগের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বোঝানো হবে। তারপরে সেই বুথ কর্মীরা এড়াকায় ফিরে গিয়ে এই বিষয়গুলিকে সবার সমানে তুলে ধরবে। সদ্য হয়ে যাওয়া বিধানসভার নির্বাচনে প্রচারে বিজেপি দল জিতলে রাজ্যবাসীদের নিখরচায় কীভাবে অযোধ্যায় দর্শনে নিয়ে যাবে তা নিয়ে এক প্রস্ত আলোচনা হয়ে গিয়েছে। লোকসভার ভোটের আগে ওই তিন রাজ্যের বাসিন্দাদের কাছে কীভাবে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যেতে পারে প্রাথমিকভবে তা আলোচনা করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভক্তরা যাতে রাম মন্দির দর্শন করতে কোনও অসুবিধা নয় তার জন্য রেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন দেশের অন্তত ৪৩০টি কেন্দ্র থেকে বিজেপি কর্মী এবং আম জনতা যাতে অযোধ্যায় নির্বিঘ্নে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা উচিত। রেল সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে অযোধ্যামুখী ভিড়ের কথা মাথায় রেখে রেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একশো দিনে প্রায় হাজার খানেক রেল চলাচল করতে থাকবে। এবারে বিজেপি দল লোকসভা নির্বাচন চারশো পার করার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চারশো আসনের কথা মাথায় রেখে এবারে শ্লোগান তৈরি করা হয়েছে যে 'তিসরি বার মোদি সরকার, অব কি বার চারশো পার'। যার অর্থ গিয়ে দাঁড়ালো যে 'তৃতীয় বার মোদি সরকার, এবার চারশো পার'। কয়েক মাস পরেই লোকসভার নির্বাচন। তাই নতুন বছর শুরু হতেই লোকসভার নির্বাচনকে মাথায় রেখে নিজেদের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসেছিলেন বিজেপি দলের সভাপতি জেপি নড্ডা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভূপেন্দ্র যাদব, অশ্বিনী বৈষ্ণব, হেমন্ত বিশ্বশর্মা, তরুণ চুঘের মতো নেতারা। এবারের বৈঠকে চারশো লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে বিজেপি দল এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার জন্য দলের মূল শ্লোগান তৈরি করা হয়েছে পাশাপাশি দলের মধ্যে যাতে বেনোজল না ঢুকে পরে তার জন্য একটি স্ক্রিনি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ভোটের আগে অন্য দল থেকে আসাছে

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কেন শক্তি বৃদ্ধি করতে পারছে না ?

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি তার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এখানকার বাসিন্দারা ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্ম নিয়ে বেশি মাতামাতি করতে ইচ্ছুক নয়। এই সূত্র ধরে এগোতে হবে বিজেপি দলকে। ধর্মকে বাদ দিয়ে যদি সাধারণ মানুষের কাছে তাদের কথা বলতে পারে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং বাম দল তা করতে পেরেছিল বলে তারা এখনও বাংলায় টিঁকে রয়েছে। বাম দল অত্যন্ত শক্তিশালী দল। তারা গ্রামাঞ্চলে এখনও বিরাজ করছে। ক্ষমতায় বহু বছর ধরে নেই। তবুও সিপিএম দল থেকে শুর করে যে কয়েকটি বাম দল বাংলায় রয়েছে তারা প্রত্যেকেই যথেষ্ট শক্তিশালী। বাম দলের মতো বিজেপি দল বাংলায় শক্তি অর্জন করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিজেপি দলের ওপরে বাংলার অধিকাংশ মানুষের আস্থা নেই। শহরের মধ্যে বিজেপি টিঁকে রয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বিজেপি দল তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার শ্রীবৃদ্ধি করতে পারছে না। গ্রামা বাংলায় হিন্দু মুসলমানের কোনও বিভেদ নেই। সবাই সেখানে সমান। কলকাতায় বহু স্থানে জাতি দাঙ্গা হলেও গ্রাম বাংলায় জাতি দাঙ্গা সৃষ্টি হওয়া খুবই মুশকিল। তার একটি মাত্র কারণ সেখানে হিন্দু মুসলমান পরিবার একের অপরের ওপরে নির্ভরশীল যা ভারতের অন্য রাজ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু এবং মুসলমানকে এক করতে পেরেছিলেন বলেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সারা বাংলা জুড়ে তীব্র থেকে তীব্রতর করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বাগবাজারের বসু বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা সেখানে রাখি উৎসব পালন করে এবং খাওয়া দাওয়া এক সঙ্গে করে কোলাকুলি করে শপথ গ্রহণ করেছিল যে বাংলাকে ভাগ হতে দেবে না। সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বিজেপি দলকে। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বাম দলের লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দু মুসলিম ঐক্যস্থাপন করার পাশাপাশি অন্য ধর্মের মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যা বিজেপি দলের নেতারা করতে পারছে না। আজকে বিজেপি গায়ে ধর্মীয়করণ ছাপ লেগে গিয়েছে। সেই ছাপকে একেবারে মুছে ফেলা খুবই কঠিন। সেই কারণে বিজেপি দল বাংলার কোনও কোনও স্থানে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও সর্বস্তরে বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে না। তার ওপরে বিজেপি দল আবার রক্ষণশীল দল। এই রক্ষণশীলতা বিজেপি দলকে অন্য দলের থেকে একেবারে ভিন্ন স্তরে গিয়ে পৌঁছাতে শুরু করেছে। কংগ্রেস, বাম এবং তৃণমূল কংগ্রেস দলে সবার ঠাঁই রয়েছে। কিন্তু বিজেপি দলে সহজে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সহজে নেতা হয়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব। অন্য দলের নেতারা যদি বিজেপিকে প্রবেশ করে তাহলে তার কাজের ওপরে তীক্ষন নজর রাখে এবং তার গতিবিধির ওপরে লক্ষ্য রাখে। যদি সেই নেতা বিজেপি দলের স্বার্থকে বজায় রেখে রাজনীতি করতে পারে তাহলে তার ওপরে আস্থা ক্রমশ বাড়তে থাকে না হলে তাকে কোনঠাসা করে রেখে দেওয়া হয়। বিজেপি দলে থাকলে গেল কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীন সিদ্ধান্ত সেখানে রাখা একবারে অসম্ভব। বলা যেতে পারে বিজেপি দল খুবই নিয়মনীতি মেনে চলে যা অন্য দলের রাজনীতি নীতি অনেক খানি উদার। উদার রাজনীতি প্রদর্শন করতে পারে বলেই কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বাম দল বাংলায় শক্তিশালী।

বিজেপি দল যদিও বাংলায় বিরোধী দল হিসাবে তকমা লাভ করেছে। এবারে লোকসভার নির্বাচনে বাংলা থেকে বিজেপি কতগুলি আসন লাভ করতে তা অবশ্য বলতে পারছে না। তবে কেন্দ্রীয় বিজেপি দলের নেতারা বাংলার ওপরে ভরসা করে কোন রকম ভাবে এগিয়ে চলত নারাজ। তাঁরা বেশি করে হিন্দিভাষী অঞ্চলের ওপরে জোর দিয়েছে যার ফলে বাংলায় নজর নেই।

হেরিটেজ ঃ কলকাতার অতি প্রাচীন যানবাহন

কলকাতার প্রাচীন যানবাহন বলতে গেলে বলা যেতে পারে পালকির কথা। আগে কলকাতায় পালকি করে লোকেরা যাতায়াত করতো। তার আগে ছিল গোরুর গাড়ি। তাতে করেই কলকাতা লোকেরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেত। আর বড় লোকেরা পালকি করে যেত। তারপরে গোরু গাড়ি কলকাতায় পণ্য পরিবহনের যান হিসাবে ব্যবহার হতে শুরু করে যখন

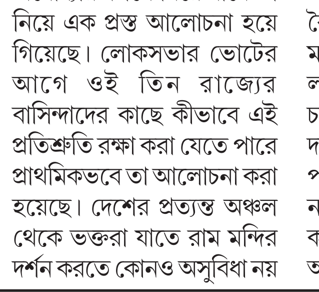

শহরে পরিণত হয়। কলকাতা শহর তৈরি হয়েছিল উত্তরে। উত্তর থেকে শুরু করে মধ্য কলিকাতায় তখন শহর তৈরি হতে শুরু করে। তারপরে দক্ষিণ কলিকাতা গড়ে ওঠে ছিল। তখন পালকি করেই লোকেরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াত করতো। সাহেবরা কলকাতায় এসে ঘোড়া গাড়ি তৈরি করলো এবং ঘোড়ায় চলে তখন এক স্থান থেকে আর স্থানে যাতায়াত করতো। লর্ড কার্জন আবার রিক্সা ব্যবহার করতেন। তাঁর রিক্সাটি এখনও রাজভবনে রয়েছে। ঘোড়া গাড়িওটাও দেখতে পাওয়া যায় রাজভবনে। লর্ড ক্লাইভ ঘোড়ায় চড়ে কলকাতা ঘুরতে বের হতেন। তারপরে এসে উপস্থিত হল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। এই সব ট্রাম

চিঠিপত্র ঃ চিন ভারত সম্পর্ক

চিন সব সময়ে বারতকে কোনঠাসা করে দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনা কমিউনিস্ট পার্টি এখন চষ্ট করচে বারতের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে। ভারতের রাজনৈতিক দলের নেতারা দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। ভারতীয় সেনারা প্রশাসন ব্যবস্থায় মাথা গলায় না। এখানেই চিনের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মিল। ভারত এই মুহুর্তে চাইছে যে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিক। সন্ত্রাসবাদীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার ফলে ভারত, পাকিস্তান এবং চিনতে বহু ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। চিনের মধ্যে এখন সন্ত্রাসবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সেই সব সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে চিন সরকার বরাবরই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বটে। এদিকে হংকংয়ের পরিস্থিতি খুবই খারাপ হওয়ার দিকে এগিয়ে রয়েছে। সেখানে সেনা এবং পুলিশ দিয়ে প্রশাসন চালাতে হচ্ছে চিন সরকারকে। বহু হংকং তরুণদের ধরে কারাগারে পোড়া হয়েছে। হংকং এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপরে বড় ধরনের আঘাত করার কথা ভাবছেন চিনের চেয়ারম্যান শিং চিনফি। তিনি তিব্বতকে ঠাণ্ডা রাখতে সেখানকার তরুণদের বাধ্য করাচ্ছেন চিনা সেনা দলে নাম লেখাতে। চিন কমিউনিসচ সরকার এখন এইভাবে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
লালা রামনাথ, কলকাতা।

ঝাল মুড়ি বিক্রেতার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো পাঁচ শতাধিক মানুষের মধ্যে মিষ্টি মুখ করিয়ে শীতবস্ত্র বিতরণ, কর্মসূচী

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৪ জানুয়ারি ঃ গরীবের রাজা রবিনহুড, এই নামটার সাথে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত, কখনো এই নামটি বিভিন্ন সিনেমায় তো কখনো কোন গল্পের চরিত্রে দেখে ও শুনে এসেছি এই কাল্পনিক চরিত্র বা নাম রবিনহুডের। ৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের প্রাণকেন্দ্র পোড়ামাতলা রোড, (ব্যাংকের গলি) এলাকায় যেন শহরবাসী দেখলো এক জীবন্ত রবিনহুডকে। হ্যাঁ, তবে ইনি কারো থেকে ছিনিয়ে নয়, সকলের সাহায্য নিয়ে ও নিজের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে পাঁচ শতাধিক বৃদ্ধ -বৃদ্ধা সহ অসহায় মানুষকে মিষ্টি মুখ করিয়ে একটি করে মোজা ও কম্বল তুলে দিলেন। পোড়ামাতলা রোড এলাকায়, একটি ছোটো টোঙের দোকান, যেখানে নেই বসার জায়গাও, সারা দিন দাঁড়িয়েই চলে বেচা কেনা, বিক্রি হয় শুধু ঝালমুড়ি, বিক্রেতাকে নবদ্বীপ শহরের প্রায় সিংহ ভাগ মানুষ চেনেন পোশাকি নামে ভ্যাবলা দা হিসেবে। তার নাম সুব্রত সান্যাল, বাড়ি নবদ্বীপ শহরের রাম-সীতার পাড়া সংলগ্ন এলাকায়। পরিবারে ভাই, ৮২ বছরের বৃদ্ধা মা, স্ত্রী আছেন। সদাই সৎ পথে রোজগারের জন্য দিনরাত খেটে চলেন সকলের এই ভ্যাবলা দা। কিন্তু এই দোকান চালিয়ে এত মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেবার ভাবনাটা এলো কিভাবে। জানতে তার ৮২ বছরের বৃদ্ধা মা সাধনা সান্যাল জানান, ছোট থেকেই তার বড় ছেলে সুব্রত মানুষের জন্য কিছু না কিছু করার চেষ্টা করতো। তিনি নিজেও কখনো কাউকে পুরোনো বা নতুন পোশাক তুলে দিতেন সাধ্যমতন। তো কখনো কোন মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু, আর মানুষের জন্য কিছু করতে পেরে তারও ভাল লাগে। আর এখন তার ছেলেও মানুষের জন্য কিছু করে এটাতে তিনিও গর্ব অনুভব করেন বলেও জানান। সুব্রতবাবুর এই কর্মযোজ্ঞের নাম বিবেকের দান আর এই প্রচেষ্টা তৃতীয় বছরে পদার্পন করলো। কিভাবে এই ভাবনা, আর এত কিছু কিভাবে সম্ভব হয়, প্রশ্নের উত্তরে সুব্রতবাবু জানান গত তিন বছর আগে এক বৃদ্ধা শীতে তার কাছে একটি কম্বল চায়, সে সময় নিজের পক্ষে সম্ভব না হলেও এক বন্ধুর সাহায্যে ওই বৃদ্ধাকে তিনি দিয়েছেন, আর ঐ জায়গা থেকেই তার মধ্যে এই কর্মসূচি নেবার চিন্তা আসে। পাশাপাশি তিনি আরও জানান বিবেকের দান লেখা দুটি বাক্স রাখা আছে তার দোকানে, ও তার পার্শ্ববর্তী অমিত কুমার ঘোষের দোকানে। সারা বছর যে যা পারে ওখানে দান করেন, কেউ এক টাকা দেন তো কেউ পঞ্চাশ টাকা, অনেকে বলে খুচরো টাকা চলে না, সেক্ষেত্রে আমার কথা থাকে ওই বিবেকের দানে দিতে পারেন, আর তার এই কথায় শুধু নবদ্বীপ শহরের নয় নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও বহু মানুষ তাদের বিবেকে জাগ্রত করে সুব্রতবাবুর বিবেকের দানে সাহায্য করে থাকেন। তিনি জানান তার সারা বছরের রোজগারের কিছু কিছু সঞ্চয় করেও কখনো কখনো ঝালমুড়ির সাথে সেফটিপিন, দড়ি, ইত্যাদিও বিক্রি করে তার থেকে যে কিছু অর্থ এই কর্মসূচিতে ব্যায় করেন। সুব্রতবাবু আরও বলেন, এছাড়াও বহু মানুষ এই কর্মসূচিতে এগিয়ে এসে সাহায্য করে থাকেন। অনেকে নিজের নাম দিতেও মানা করেন, মোটের ওপর সকলের সাহায্যে এবছর ৩ জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় পাঁচ শতাধিক মানুষের মধ্যে মিষ্টি মুখ করিয়ে একটি করে কম্বল, মোজা ও পুষ্পাম্ন তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, ছিলেন পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, সহ শহরের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তি। সকলেই সুব্রতবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ও আগামী দিনে যেন এই মহৎ কাজ বৃহত্তর রূপ নেয় সে কথাও বলেন। বুধবার সন্ধ্যায় মন্দির নগরী নবদ্বীপ শহরবাসী যেন দেখলো এক রত্নগর্ভা মা ও তার সন্তানকে। পাশাপাশি যেন সার্থক রূপ পেলো শিল্পীর গাওয়া সেই গানের লাইন গুলো ''মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য''।

জাল রেজিস্ট্রেশন, নার্সিংহোমে যোগদান করতে এসে আটক ভুয়ো ডাক্তার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৪ জানুয়ারি ঃ কলকাতার এক বিখ্যাত ডাক্তারের ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে যোগদান করতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক ভুয়ো ডাক্তার। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ানে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই ভুয়ো ডাক্তারের নাম অরবিন্দকুমার গুপ্তা। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণা।বৃহস্পতিবার ধৃত ওই ভুয়ো ডাক্তারকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, অরবিন্দকুমার গুপ্তা নামে জগদ্দলের এক ব্যক্তি কলকাতার এক ইএনটি স্পেশালিস্টের রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে ফরাক্কার একটি নার্সিংহোমে বেশ কয়েক বছর ধরে ডাক্তার হিসেবে রোগী দেখছিলেন। অরবিন্দ নিজেকে ডিগ্রিধারী চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিতেন। কিন্তু জানা গেছে, কলকাতার চিকিৎসক অরবিন্দকুমার গুপ্তার ডকুমেন্ট ও ডাক্তারী ডিগ্রি জাল করে ডাক্তারী করতেন ওই চিকিৎসক। বুধবার ফরাক্কার সেই নার্সিংহোম ছেড়ে অরবিন্দকুমার সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে আরএমও হিসেবে যোগদান করার জন্য আবেদন করেন। তখনই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ সেই ডাক্তারের কাছে রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখতে চান। কিন্তু উনি রেজিস্ট্রেশন নম্বরের যে কাগজটি দেখান সেটা দেখেই কার্যত সন্দেহ হয় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের। তারপরেই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সত্যতা যাচাই করতেই বেড়িয়ে আসে আসল রহস্য। ওই ডাক্তার আসলে কলকাতার একজন বিখ্যাত ইএনটি স্পেশালিস্টের রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে প্রাকটিস করছিলেন। তারপরেই বিষয়টি সামশেরগঞ্জ থানাকে জানানো হয়। বুধবার সন্ধ্যাতেই ওই ভুয়ো ডাক্তার অরবিন্দ কুমার গুপ্তাকে আটক করে নিয়ে আসে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিস। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। বৃহস্পতিবারই ধৃত ওই ভুয়ো ডাক্তারকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় পুলিশ।

ঐতিহ্যবাহী বলরাম মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ জানুয়ারি ঃ নাটাবারি ১ নম্বর GP - র ভূচুংমারি এলাকায় রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী বলরাম মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনায় স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে নাটাবারি কালজানি গামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাবে বলে জানান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা যায় রাজ আমলে নির্মিত নাটাবারি ১ GP -র ভুচুংমারি এলাকার বলরাম মন্দিরে বুধবার গভীর রাতে মন্দিরের প্রণামি বাক্সের তালা ভেঙে বছর খানেক ধরে জমা প্রণামির টাকা সব নিয়ে যায় এবং মূল মন্দিরের তালা ভেঙে মন্দিরের ভিতরে ঢোকার চেস্টা করে কিন্তু সেই সময় মন্দিরের প্রহরী কমল চন্দ্র বর্মন টের পাওয়ায় পালিয়ে যায়। কমলবাবু জানান, তিনি একাই থাকেন। রাত ৩ টা ১০ মিনিট নাগাদ টের পেয়ে দেখেন বাইরে আলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি টর্চ জ্বালিয়ে দেখেন ৩ দুস্কৃতি পালিয়ে যাচ্ছে। প্রণামি বাক্সের তালা ভাঙা অবস্থায় পরে রয়েছে এবং সমস্ত টাকা নিয়ে যায় ও তালা ভেঙে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে কিন্তু সময় মত টের না পেলে মন্দিরের বিগ্রহ চুরি হয়ে যেতো। এই ঘটনা ২০০৩ সালের পুনরাবৃত্তি বলে মনে করছেন অনেকে। কারন ২০০৩ সালেও একই ঘটনা ঘটেছিল। সেই বার টাকা ও মন্দিরের বিগ্রহ নিয়ে যায়। ঘটনায় দেবত্র ট্রাস্টের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা । তাদের অভিযোগ রাজ আমলের ঐতিহ্যবাহী বলরাম মন্দিরটি দেবোত্র ট্রাস্টের অধীনে চললেও ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মকর্তারা ঠিকমত মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণ করেন না। মন্দিরের চার পাশ উন্মুক্ত থাকার ফলে সন্ধ্যা নামতেই দুস্কৃতীদের আড্ডার জায়গায় পরিণত হয় মন্দির চত্বর। এই বিষয়ে মন্দিরের প্রহরী প্রতিবাদ করে বেশ কয়েকবার তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা আরো অভিযোগ করেন যে মন্দিরের অর্থ থেকে শুরু করে গাছ, বাঁশ বিক্রি করে টাকা নিয়ে যায় দেবত্র ট্রাস্ট অথচ মন্দিরের কোনও উন্নতি নেই। স্থানীয়দের দাবী মন্দিরের চার পাশে বাউন্ডারি ওয়ালের ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা লাগানো, পুলিশি ব্যাবস্থা করতে হবে এবং সর্বোপরি ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসুক তা না হলে অবরোধ তুলবেন না তারা।

সুকান্ত মজুমদারের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ জানুয়ারি ঃ বন্ধ চা বাগানের সমস্যা নিয়ে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যাকে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলে ঘিরে ফেলল জেলা পুলিশ। জানা গেছে এদিন দুপুর ২ টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করতে চলেছে জেলা বিজেপি। দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার মোট সাতটি চা বাগান। সেই সমস্ত বন্ধ চা বাগান গুলি চালুর দাবিতেই এদিন এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন জেলার বিভিন্ন বন্ধ চা বাগানের কয়েক হাজার চা শ্রমিক ও তাদের পরিবার। সেই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত হবেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স কন্যায় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলায় তৈরি করল জেলা পুলিশ। বাঁশের মোটা বেরিগেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো জেলা প্রশাসনিক ভবনকে। আনা হয়েছে ২০০ বাড়তি পুলিশ বাহিনী। এমনকি আনা হয়েছে জল কামান। জেলা বিজেপি সভাপতি মনোজ টিগ্গা জানান বন্ধ চা বাগান নিয়ে আজকে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও মহামিছিল ।

করলা নদী থেকে চলছে দেদার বালি চুরি, তীব্র নিন্দা পরিবেশপ্রেমীদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ পুকুর চুরিই বড় আশ্চর্যের, কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের যে, নদী চুরি হয়ে যাচ্ছে! কী ভাবে? বালি চুরির মাধ্যমে। বেআইনিভাবে দেদার বালি চুরি চলছে নদী থেকে। ঘটনা জলপাইগুড়ির। ঘটনার তীব্র নিন্দায় মুখর পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। আজ, বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আসামমোড় সংলগ্ন করলা নদীতে দাঁড়িয়ে সারি সারি ট্রাক্টর। দেদারে চলছে বালি তোলা। ফলে, পুলিস বিএলআরও এবং জেলা প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে যে-প্রশ্ন অনেক আগেই উঠতে শুরু করেছিল, সেই প্রশ্নই ফের উঠল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের পাশ থেকে এভাবে দিনের আলোয় একাধিক ট্রাক্টার নদী থেকে বালি তুলে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই! একশ্রেণীর বালি মাফিয়ারা এলাকায় এভাবে দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। এলাকাবাসীর সবচেয়ে বড় অভিযোগ, এই বেআইনি বালি পাচারের সঙ্গে পুলিস ও প্রশাসনের একাংশও যুক্ত! তাঁদের দাবি, না হলে এভাবে দিনে-দুপুরে নদী থেকে বালি উত্তোলন করা ওই মাফিয়াদের পক্ষে সম্ভব হত না! বেআইনি বালিবোঝাই ট্রাক্টরগুলি জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যে দিয়েই যাতায়াত করছে। কীভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে?

বিদ্যালয়ের আবাসিক হস্টেল পরিদর্শনে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ারের প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ বিদ্যালয়ের আবাসিক হস্টেল পরিদর্শনে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ারের প্রতিনিধি দল। আবাসিক হস্টেলের পরিকাঠামো দেখে খুশি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার সকালে ধূপগুড়ি ব্লকের পূর্ব মল্লিক পাড়া স্কুল পরিদর্শনে আসেন বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ারের চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় সহ দলের সদস্যরা বিদ্যালয়ের আবাসিক হস্টেল পরিদর্শনে আসেন। তারা আবাসিক হস্টেল সহ বিদ্যালয় চত্বরও ঘুরে দেখেন। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো দেখে ভীষণ খুশি চেয়ারম্যান। উল্লেখ্য ধূপগুড়ির ব্লকের এই বিদ্যালয় রাজ্য সেরার বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছে। এদিন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ারের চেয়ারম্যানের কাছে আবাসিক হস্টেলের কর্মীরা বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবির বিষয়ে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের তরফেও চেয়ারম্যানের হাতে বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হয়। এদিন চেয়ারম্যানের সাথে পরিদর্শনে বিধানসভার বিধায়করা ছিলেন। ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ারের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় বলেন, বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো খুবই সুন্দর। পাশাপাশি এখানকার আবাসিক হস্টেলের পরিকাঠামো সবদিক থেকেই ভালো। বিদ্যালয়ের তরফে উন্নযনের বিষয়ে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হয়। সেই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হবে। আবাসিক হস্টেলের কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

হাতি ভেঙে দিল স্কুল, খোলা মাঠেই চলছে ক্লাস

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ হাতির হানা অব্যাহত মালবাজার মহকুমায়। গতকাল, বুধবার রাতে দাঁতালের হানায় ভাঙল আস্ত এক স্কুল। ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজারের নাগরাকাটা ব্লকের টন্ডু টিজি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক স্কুলে। স্কুলের এমন পরিস্থিতির জন্য পড়ুয়াদের মাঠে বসিয়ে ক্লাস নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, যেখানে- সেখানে রড, ইট, সিমেন্টের চাঙড় ঝুলছে। এই অবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে পড়ুয়াদের ক্লাসে বসানো অসম্ভব। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার স্কুলটি ভেঙেছে হাতি। গতকাল রাতে গরুমারা জঙ্গল থেকে একটি হাতি খাবারে খোঁজে এসে স্কুলটিতে হামলা চালায়। তারপর ভোর নাগাদ আবার জঙ্গলে ফিরে যায়। হাতির তাণ্ডবে গতকালই মৃত্যু হয়েছে দুই বৃদ্ধের। হাতির আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে। পানঝোরা জঙ্গলে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বুনো হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল দুই বৃদ্ধের। গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কতি হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছিল, মৃতদের নাম হরসিং মুন্ডা (৬০) ও গোপাল তামাং (৬০)। দু'জনের বাড়িই নাগরাকাটা ব্লকের পানঝোরা বনবস্তি এলাকায়। কী ঘটেছিল? জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর ১ টা নাগাদ হরসিং মুন্ডা ও গোপাল তামাং দুজনে পানঝোরা জঙ্গলে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। দু'জনেই পানঝোরা টু বি কম্পার্টমেন্ট এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে আপনমনে গল্প করতে- করতে কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই পিছন থেকে একটি হাতি তাঁদের কাছাকাছি চলে আসে। হাতির সামনে পড়ে যাওয়ায় তাঁরা কেউই পালানোর সুযোগই পাননি! পালাতে পারেননিও। হাতিটি হরসিং মুন্ডার মাথা পা দিয়ে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। গোপাল তামাংকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে তুলে আছাড় মারে। গোপাল তামাং ভয়ে চিৎকার আরম্ভ করেছিলেন। গোপাল তামাংয়ের চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। তবে চিকিৎসা চলাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়। দুজনের দেহ বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রতিটি প্রশ্নপত্রে একটি করে 'স্বতন্ত্র কোড' থাকবে, ফাঁস হলেই কোড দেখে পরীক্ষার্থীকে শনাক্ত করা হবে

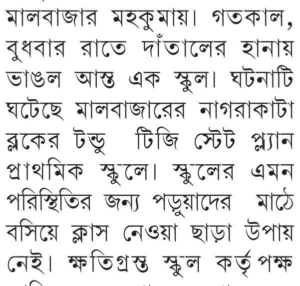

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জানুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট পর্ষদ। পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পরই সুযোগ বুঝে তার ছবি তুলে মোবাইলের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ফি বছরই কম বেশি হয়ে থাকে। তবে সেই ঝুঁকি এড়াতে নয়া পদক্ষেপ করতে চলেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় 'প্রশ্ন ফাঁস' তথা পরীক্ষা চলাকালীন প্রশ্নপত্র হলের বাইরে বেরনো রুখতে আনা হচ্ছে একেবারে নতুন একটি ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিতে কোনও প্রশ্নপত্রের ছবি পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বেরোলেই সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্রটি কোন পরীক্ষার্থীর তা ধরে ফেলা যাবে। কিন্তু কী ভাবে? তা বোঝাতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার মালদায় এসে জেলার শতাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিটি প্রশ্নপত্রে একটি করে 'স্বতন্ত্র কোড' থাকবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেই সেই ইউনিক কোড দেখে পরীক্ষার্থীকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও সমস্ত স্কুলে থাকছে সিসিটিভি ক্যামেরা। সিভিক ভলেন্টিয়ারদের পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে ঢোকা বারণ। এমনকি পরীক্ষার্থীর কোলের শিশুকে দুগ্ধ পান করানোর ক্ষেত্রেও এবার কড়াকড়ি হচ্ছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। কী জানালেন রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় শুনুন।

BASUDEVPUR GRAM PANCHAYAT
P.O- Khanchi, Block- Nandakumar
e- NIT. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Memo No. 207, 208, 209,210, 211, 212, 213,
Date :- 29/12/2023
Visit for details:
https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/- Pradhan,
Basudevpur Gram Panchayat
Purba Medinipur.

৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজন আটক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজন কে আটক করল পুলিশ। গোপন সূত্রের খবর ছিলো স্পেশাল অপরেশন গ্রুপ ও ভক্তিনগর থানার পুলিশ কছে ইষ্টান বাইপাশ কাছে। অভিযানে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজন কে আটক করলো। ধৃত ব্যাক্তিদের নাম দীপক মন্ডল ও অঙ্কিত শর্মা। এদের কাছ থেকে ৩০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয় যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ধৃতদের আদালতে পাঠানো হয়।

এলডব্লিউআরের ডিসট্রেসিং সহিত ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/১৩৩ অফ ২০২৩ তারিখঃ ২৯-১২-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **ক্রমিক সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/পি.ওয়ে./শিলচর অধিক্ষেত্রের অধীনের অরুণাচল-জিরিবাম-ভাংগাইচুংপাও খণ্ডে এলডব্লিউআরের ডিসট্রেসিং, বালাষ্ট বক্সিং, ইআরসির ল্যুব্রিকেশন, রেলের পেইন্টিং আদি সহিত ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে অন্যান্য সমগ্র আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৪৯,২৬,৯৬২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৪,৬০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/পি.ওয়ে./বদরপুর জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের চন্দ্রনাথপুর-বদরপুর জংচন-শিলচর খণ্ডে এলডব্লিউআরের ডিসট্রেসিং, বালাষ্ট বক্সিং, ইআরসির ল্যুব্রিকেশন, রেলের পেইন্টিং আদি সহিত ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে অন্যান্য সমগ্র আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৪৬,৫০,১০৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৩,৩০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/পি.ওয়ে./লালাবাজার অধিক্ষেত্রের অধীনের কাটাখাল জংশন-ভৈরবী খণ্ডে এলডব্লিউআরের ডিসট্রেসিং, বালাষ্ট বক্সিং, ইআরসির ল্যুব্রিকেশন, রেলের পেইন্টিং আদি সহিত ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে অন্যান্য সমগ্র আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৬৪,৩৬,২৩৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৮২,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ২৯-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ৩০-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আগামী ২৯-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

চাপারমুখ স্টেশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি পরিবর্তনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি-এলএমজি-১৯ অব ২০২৩-২৪, তারিখঃ ০১-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-সিপিকে-ওএইচই-এমওডি-১৪, **কাজের নামঃ** "অমৃত ভারত স্কিম"-এর অধীনে চাপারমুখ স্টেশনে ছয়টি (০৬) লাইনের উপর নতুন এফওবি নির্মাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈদ্যুতিক টিআরডি পরিবর্তনের কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৭,৯৩,৯৪২.৫৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৭৫,৯০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৯-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

লামডিংয়ে বৈদ্যুতিক টিআরডি নবীকরণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিআরডি-এলএমজি-১৮ অফ ২০২৩-২৪ তারিখঃ ৩০-১২-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এইচজেআই-ওএইচই-এমওডি-১৩। কাজের নামঃ "অমৃত ভারত স্টেশন যোজনা"র অধীনে হোজাই স্টেশনে পাঁচ (০৫) টি লাইনের উপরে নতুন এফওবি নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি নবীকরণ কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ৮১,৮৯,০৮৮.২৯ টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৬৩,৮০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ২৯-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এন্ড গতি শক্তি/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Sealed quotations (off line) in the prescribed Performa are hereby invited by the Deputy Project Director (Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I & W Dte., from reliable owner for supplying of 1(One) no inspection vehicle (Non-Air Conditioned) with Driver on daily hire charges basis for the work vide - Notice Inviting Quotation No. 1 (Vehicle)/C.E P.D., SPMU, WBMIFMP of 2023-24. Circulated vide Memo No. 07-CIE (SPMU)/ 3P-01/2019 Date- 03.01.2024 of D.P.D(Civil)-I, SPMU, WBMIFMP, I & W Dte. Last date & time of Application for issuing quotation paper on 11.01.2024 up to 14.00 hrs.

Sd/- (Sudip Haldar)
Deputy Project Director-(Civil)-I
State Project Management Unit (WBMIFMP), I. & W. Dte. Government of West Bengal

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/175/eNIT/23-24, Dated: 03/01/2024

Separate Sealed Tender are hereby invited by the undersigned from reputed, bonafied & resourceful contractor having good credential of working with Government Departments/ Undertakings/Agencies for total 6(Six)Nos. different works. Source of Fund: PBG (SFC). Document download/sale date from 05.01.2024 10:00 am to 13.01.2024 10:00 am. Bid submission date starting from 05.01.2024 10:00 am. Bid submission end date as per etender portal. Bid Opening date: 15.01.2024 at 10:00 am. For details please visit office of the undersigned or website.

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-22/EO/23-24, Dt.03/01/2024 for 3 nos scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Tender ID-2024_ZPHD_636549_1, 2024_ZPHD_636549_2 & 2024_ZPHD_636549_3. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

The Office of The Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
&
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-tenders are hereby invited by the undersigned for Construction of of Solar submersible tubewell with overhead tank at different locations under the jurisdiction of Bishnupur-I Panchayat Samity, Details of which as noted below:- 1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-31(08)/ 23-24, Date: 30.12.2023. 2. Bid submission start date: 02.01.2024. 3. Bid submission closing date: 12.01.2024. Details available from the web site http://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/123/035/23-24 Name of work : **Maint. of C.C. Road at Kalipada Mukherjee Road near Pre. No. 47/4 in Ward No. 123;** Estimated Cost : **₹ 2,98,431.46 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/123/036/23-24 Name of work : **Development of C.C. Road at Kailash Ghosh Road near Pre. No. 23 in Ward No. 123;** Estimated Cost : **₹ 2,98,589.93 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **30 days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **13.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on : **15.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/126/045/23-24/PARK Name of work : **Maint. of Sakher Bazar Park and Brojomoni Debya Road Park in Ward No. 126;** Estimated Cost : **₹ 4,93,241.94 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **15.01.2024 - 12 Noon**; Tender will be opened on : **17.01.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **05.01.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The **Executive Engineer (C)/Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/IX/082/070/2023-2024/R (2nd Call) Name of work : **Construction of shed at wellness clinic at 113, Chetla Road in Ward No. 82;** Estimated Amount : **₹ 4,99,891.16 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of Completion : **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/078/044/2023-2024 (1st Call) Name of work : **Improvement of existing I.P.S. passage at 5, 5/1, B.K. Road and its surrounding areas in Ward No. 78;** Estimated Amount : **₹ 3,98,012.84 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 8,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/IX/078/047/2023-2024 (1st Call) Name of work : **Repairing of existing I.P.S. passage at 40, 42 & 1A Ekbalpore Lane and its surrounding areas in Ward No. 78;** Estimated Amount : **₹ 1,69,795.80 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 3,500.00.**

(4) NIT No. : KMC/IX/078/073/2023-2024 (1st Call) Name of work : **Restoration of bitumenous road surface along Ekbalpore Lane (Disturbed by KMC Water Supply Department) in Ward No. 78;** Estimated Amount : **₹ 3,26,340.46 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,700.00**; Period of Completion : **30 days (For Sl. No. 2 to 4)**; Last date and time of sumbission of bid : **17.01.2024 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 4);** Tender will be opened on : **19.01.2024 - 4 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **05.01.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 4)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : EEC/BX/092/018/2023-2024/D Name of work : **Restoration of asphaltum road surface, disturbed by W.S. Dept. near premises No. 54, 56, A.T. Chatterjee Road, 12T Telipara Lane, 153/3, S.G.G. Rd. etc. in Ward No. 92, Br.-X;** Estimated Value : **₹ 2,62,106.87 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,242.00**; Time of Completion : **60 days.**

(2) NIT No. : EEC/BX/081/062/2023-2024/D Name of work : **Restoration of asphaltum road surface, disturbed by W.S. Dept. near premises No. 54, 56, A.T. Chatterjee Road, 12T Telipara Lane, 153/3, S.G.G. Rd. etc. in Ward No. 92, Br.-X;** Estimated Value : **₹ 1,97,570.90 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 3,952.00**; Time of Completion : **120 days.**

(3) NIT No. : EEC/BX/092/022/2023-2024/D Name of work : **Restoration of asphaltum road surface and IPS passage disturbed by W.S. Dept. near premises No. 25/1 K.P. Roy Lane, 38 R.N. Das Road etc. in Ward No. 92, Br.-X;** Estimated Value : **₹ 2,27,846.44 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,557.00**; Time of Completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **16.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**; Date and time of opening of bid : **18.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : EEC/BX/093/040/2023-2024/R Name of work : **Rest. of paver block disturb due to laying of cable by Jio near 188/33, 188/38/1 P.A. Shah Road etc. in Ward No. 93, Br.-X;** Estimated Value : **₹ 1,45,204.86 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 2,905.00**; Time of Completion : **120 days**; Last date and time of submission of bid : **18.01.2024 - 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **20.01.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **05.01.2024 (from 5 pm) (For Sl. No. 1 to 4)** from the website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/134/055/2023-2024/R Name of work : **Repairing & maintenance of surface drain with allied works at Meher Manzil Lane, Shahi Asthabol etc. near premises No. G326, G343/1, F14 etc. in Ward No. 134;** Estimated Cost : **₹ 2,95,760.56 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/053/2023-2024/R Name of work : **Restoration of C.C. passage with allied works at Fathepur Village Road, D.M. Bagan and Bollamtola near premises No. 167/1, M78, N134/A etc. in Ward No. 133, Br.-XV (Disturbed by Water Supply Deptt.);** Estimated Cost : **₹ 2,17,730.85 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 4,400.00**; Period of Completion : **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/054/2023-2024/R Name of work : **Repairing work of drainage at different places of K.B. Rd. with Ln./Bye Ln. and Satghara Rd. with Ln./Bye Ln. and Hoglapara in Ward No. 140, Br.-XV;** Estimated Cost : **₹ 2,91,735.49 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/046/2023-2024/R Name of work : **Repairing & maintenance of surface drain with allied works at Panchpara Road, Jugi Para Road, Dakait Bagan etc. in Ward No. 138, Br.-XV;** Estimated Cost : **₹ 2,97,907.53 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **120 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/138/047/2023-2024/R Name of work : **Repairing & maintenance of cement concrete & I.P. passage with allied works at Mitha Talab, M.S. Road, Murray Road, Jugipara Lane, Panch Para Road etc. in Ward No. 138, Br.-XV;** Estimated Cost : **₹ 2,97,368.19 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of Completion : **90 days**; Last date and time of submission of bid : **18.01.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 5)**; Date of opening of tender : **20.01.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **09.01.2024 (from 5 pm) (For Sl. No. 1 to 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/VI/061/025/2023-2024/D published in this Newspaper on 08.12.2023 (Key No. : 1059/23-24) of **Engineering (Civil), Br.VI Deptt. Sl. No. 3** the last date and time of submission of bid Sl. No. 3 will be read as **17.01.2024 at 1 pm** instead of 14.12.2023 at 1 pm; the tender will be opened on **19.01.2024 at 1 pm** instead of 16.12.2023 at 1 pm.

1220/23-24

ডিব্রুগড়-লালগড় এক্সপ্রেসের আগমন এবং প্রস্থানের সময় পরিবর্তন

গোরখপুর, ৪ জানুয়ারী ঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে এবং অপারেশনাল স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন লখনউ স্টেশনে ১৫৯০৯ ডিব্রুগড়-লালগড় এক্সপ্রেসের আগমন এবং প্রস্থানের সময় পরিবর্তন করেছে। ১৫৯০৯ ডিব্রুগড়-লালগড় এক্সপ্রেস, ০৪ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে ডিব্রুগড় থেকে চলমান, ০৫.১০ টায় লখনউ (উত্তর রেলওয়ে) স্টেশনে পৌঁছবে এবং পরিবর্তিত সময় অনুযায়ী ০৫.২০ টায় ছাড়বে। ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ০৩ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে সহরসা থেকে ১২২০৩ সহরসা-অমৃতসর গরীব রথ এক্সপ্রেস চালানোর সময়ে চলার সময় নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করেছে, চলার কথা মাথায় রেখে বন্দে ভারত ট্রেনের সময়-১২২০৩ সহরসা-অমৃতসর গরীব রথ এক্সপ্রেস, ০৪ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে সহরসা থেকে চালানো হচ্ছে।

রেলওয়ে নিরাপত্তা পরিদর্শনে প্রধান কমিশনার পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ শ্রী জনক কুমার গর্গ, রেলওয়ে নিরাপত্তার প্রধান কমিশনার আজ অর্থাৎ ০৪.০১.২০২৪ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে সমস্ত চলমান মেট্রো প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। এই বৈঠকে শ্রী ভি.কে. শ্রীবাস্তব, প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং এজিএম এবং মেট্রো রেলের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল) এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের সাহায্যে মেট্রো অফিসাররা তাকে শহরের চলমান সমস্ত মেট্রো প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করেন। এই বৈঠকের পরে, শ্রী গর্গ গ্রীন লাইনে ট্রেনের কার্যক্রম পরীক্ষা করার জন্য আজ শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন পর্যন্ত একটি ট্রেন পরিদর্শন করেন। তিনি সেন্ট্রাল পার্ক মেট্রো স্টেশনে এএফসি-পিসি গেটস, টিকিট সিস্টেম, এসকেলেটর, লিফটস, সাইনেজ বোর্ড, ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য যাত্রী সুবিধাগুলিও পরিদর্শন করেছেন। তিনি গ্রীন লাইনের সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময়, সিআরএস সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো, স্টেবলিং বে লাইন এবং অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শন শেষে, শ্রী গর্গ পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোরের সামগ্রিক কার্যক্রম দেখে তার আনন্দ প্রকাশ করেন।

টলি-বলির খবর

মা হচ্ছেন দীপিকা! নিজের সুখবর শোনালেন অভিনেত্রী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বলিউডের অন্যতম চর্চিত জুটি রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। একের পর এক সেলেব বিয়ের পর সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁরা সুখবর শোনাতে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। সন্তান নেওয়ার প্রসঙ্গে বারবার দীপিকাকে বলতে শোনা গিয়েছে, যখন সময় হবে, তখন নিশ্চয়ই জানাব। এই খবর চেপে রাখা যায় না। যদিও অভিনেত্রীর মা হওয়া নিয়ে বারবার চর্চা হয়েছে টিনসেল টাউনে। কারণ একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছিল তাঁর মা হওয়ার খবর। কখনও ঢিলেঢালা পোশাক পরে ভাইরাল তিনি, কখনও আবার তাঁর গোপনীয়তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন, তবে তিনি যে মা হচ্ছেন না, তা বারবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। একটা সময়ের পর অনেকেই মনে করেছিলেন যে তিনি হয়তো সন্তান নেবেন না। তবে না, এটা সত্যি নয়। এবার সেই কথা নিজে মুখে স্বীকার করে নিলেন তিনি। দিলেন সুখবর। অভিনেত্রী জানান তিনি সন্তান নিতে চান। তিনি ও রণবীর সিং এবার সন্তান চান। তাঁরা পরিবার তৈরি করতে চান। দীপিকার কথায়, তাঁর পরিবারের অনেকেই যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, বলে থাকেন, তিনি নাকি অনেকটা পাল্টে গিয়েছেন। অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তাঁর স্বভাবে। তিনি নিজেও তা স্বীকার করে থাকেন। রণবীর ও তিনি একসঙ্গে অনেকটা পাল্টে গিয়েছেন। এখন তিনি সন্তান চান। দীপিকা পাড়ুকোন বলেন, আমি ও রণবীর আমরা দুজনেই শিশু ভীষণ ভালবাসি। তাই এবার আমরা সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফলে সেই সময়ের দিকে আমিও তাকিয়ে রয়েছি, যখন আমি ও রণবীর সন্তান নেব, পরিবার শুরু করব।

'বাচ্চা মেয়ে' পছন্দ ক্লিন্টনের! যৌনদাসী কেনাবেচা মামলায় নাম তাবড় প্রভাবশালীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ যৌনদাসী কেনাবেচা মামলায় নাম জড়ালো বিশ্বের তাবড় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের। আদালতে জমা পড়া রিপোর্টে ১৭০ জনের নাম উঠে এসেছে, যেখানে নাম রয়েছে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিংটন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স অ্যান্ড্রু এমনকি প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়েরও। এতদিন ওই রিপোর্ট গোপন রাখা হয়েছিল। জেলা আদালতের বিচারক লরেটা এ প্রেস্কার নির্দেশে সেটি প্রকাশ করা হয়েছে। যৌনদাসী কেনাবেচা নিয়ে জেফ্রি এপস্টিনকে ঘিরে যে বিতর্ক, তাতে তাঁর বান্ধবী তথা সঙ্গিনী জিসলেন ম্যাক্সওয়েলও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যৌনদাসী সরবরাহে জেফ্রির সহযোগী ছিলেন জিসলেন। ২০১৫ সালে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়, তারই তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে বিশ্বের তাবড় ব্যক্তিদের নাম রয়েছে। রয়েছে বিস্ফোরক তথ্যসমূহ। ক্লিন্টন এবং জেফ্রিকে নিয়ে বিতর্ক আজকের নয়। জেফ্রির প্রাইভেট জেট ব্যবহার থেকে তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন দ্বীপে পর্যন্ত ক্লিন্টন গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তদন্তের রিপোর্টেও ক্লিন্টনের উল্লেখ রয়েছে। জেফ্রির ওই দ্বীপেই প্রভাবশালীরা ফূর্তি করতে আসতেন বলে অভিযোগ করেছেন ভার্জিনিয়া রবার্টস গুফে ভার্জিনিয়া জিওফ্রে। ওই দ্বীপে দুই মহিলার সঙ্গে ক্লিন্টন সময় কাটান বলে দাবি করেছেন তিনি। আর এক অভিযোগকারিণী জোয়ানা সোবার্গ জানিয়েছেন, 'বাচ্চা মেয়ে'রাই ক্লিন্টনের পছন্দ বলে তাঁকে জানিয়েছিলেন জেফ্রি। আমেরিকার আর এক প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও জেফ্রির দেখা-সাক্ষাতের কথা উঠে এসেছে রিপোর্টে। স্টিফেন হকিং এবং প্রায় ২০ জন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীও জেফ্রির ওই দ্বীপে গিয়েছিলেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। জীবনের দীর্ঘ সময় হুইল চেয়ারেই বন্দি ছিলেন হকিং। কিন্তু নাবালিকা মেয়েদের সঙ্গে তিনি শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। ভার্জিনিয়া দাবি করেন, এক নাবালিকার সঙ্গে মিলে হকিংয়ের সঙ্গে তাঁকে সঙ্গমে বাধ্য করেন জেফ্রি। সেই নিয়ে জিসলেন এবং জেফ্রির মধ্যে ইমেলে কথা হয়, যেখানে জিসলেনকে বিষয়টি অস্বীকার করতে অনুরোধ জানান এপস্টিন।মাইক্রোসফ্টের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসও জেফ্রির দ্বীপে একাধিক বার গিয়েছিলেন বলে রিপোর্টে উঠে এসেছে। মেলিন্ডা গেটসের সঙ্গে দাম্পত্যে তখনও চিড় ধরেনি, সেই সময় মিলা আন্তোনোভার সঙ্গে নাম জড়ায় গেটসের। জেফ্রির সঙ্গে বিলের যোগাযোগও বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ী বলে পরবর্তী কালে মন্তব্য করেন মেলিন্ডা। গুগলের প্রতিষ্ঠাতা সেরগেই ব্রিন, জনপ্রিয় মডেল নেওমি ক্যাম্পবেলেরও উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। নেওমির নাম ভাঙিয়ে অল্পবয়সি মেয়েদের জেফ্রি ফাঁদে ফেলতেন বলে দাবি করা হয়েছে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক অ্যালান দর্শোউইজ় ফ্লোরিডায় যৌনদাসী কেনাবেচায় যুক্ত ছিলেন এমনকি একাধিক মেয়ের ধর্ষণ দেখতেও অংশ নিতেন বলে দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে।জেফ্রির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, রোজগারের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি নাবালিকা মেয়েদের সঙ্গমে বাধ্য করতেন,ধর্ষণ- নিগ্রহ করতেন এবং বিশ্বের তাবড় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যৌনদাসী সরবরাহ করতেন।তবে এমন ভূরি ভূরি অভিযোগ থাকলেও, মাত্র দু'টি মামলাতেই দোষী সাব্যস্ত হন জেফ্রি। জেলবন্দি থাকাকালীন ২০১৯ সালের ১০ অগাস্ট জেলের মধ্যে থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তার আগেও জেলের মধ্যে আক্রান্ত হন তিনি। তাই রহস্যমৃত্যু ঘিরে শোরগোল পড়ে যায়।

শ্রীরাম সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে অস্বস্তিতে জিতেন্দ্র, তীব্র নিন্দা করলেন আচার্য্য সত্যেন্দ্র দাস

অযোধ্যা, ৪ জানুয়ারি ঃ ভগবান শ্রীরাম সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে প্রবল অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন শরদ পওয়ার শিবিরের নেতা জিতেন্দ্র আওহাদ। তাঁর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের প্রধান আচার্য্য সত্যেন্দ্র দাস। বৃহস্পতিবার আচার্য্য সত্যেন্দ্র দাস বলেছেন, এনসিপি নেতা জিতেন্দ্র যা বলেছেন, তা একেবারেই ভুল।'''' উল্লেখের বিষয় হল, বুধবার মহারাষ্ট্রের শিরডিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় জিতেন্দ্র বলেছিলেন, ভগবান রাম নিরামিষভোজী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমিষভোজী। ১৪ বছর ধরে বনে বসবাসকারী ব্যক্তি নিরামিষ খাবার খুঁজতে কোথায় যাবেন? জনগণকে তিনি প্রশ্ন করেন, এটা কি সঠিক নয়? এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের প্রধান আচার্য্য সত্যেন্দ্র দাস বলেছেন, আমাদের ধর্মগ্রন্থের কোথাও লেখা নেই যে, ভগবান রাম বনবাসের সময় আমিষ খাবার খেয়েছিলেন। লেখা আছে, তিনি ফল খেতেন...এইরকম মিথ্যাবাদীর আমাদের ভগবান রামকে অপমান করার অধিকার নেই...আমাদের ভগবান সবসময় নিরামিষভোজী ছিলেন...সে আমাদের ভগবান রামকে অপমান করার জন্য অবমাননাকর কথা বলছে।

কংগ্রেসে যোগ দিলেন ওয়াই এস শর্মিলা উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানালেন খাড়গে, শুভেচ্ছা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন ওয়াই এস আর তেলেঙ্গানা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ওয়াই এস শর্মিলা। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদর কার্যালয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও দলের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন শর্মিলা। উত্তরীয় পরিয়ে শর্মিলাকে কংগ্রেস শিবিরে স্বাগত জানান মল্লিকার্জুন খাড়গে, শুভেচ্ছা জনিয়েছেন রাহুল গান্ধী। ওয়াই এস শর্মিলার কংগ্রেসে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে গেল ওয়াই এস আর তেলেঙ্গানা পার্টি। শর্মিলা এদিন বলেছেন, ওয়াই এস আর তেলেঙ্গানা পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজ থেকেই ওয়াই এস আর তেলেঙ্গানা পার্টি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অংশ হয়ে গেল।

এইমস দিল্লির টিচিং ব্লকে আগুন-আতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এ আগুন-আতঙ্ক! বৃহ স্পতিবার দিল্লি এইমস-এর টিচিং ব্লকে আগুন লাগে। আগুনে টিচিং ব্লকে থাকা ফার্ণিচার ও বেশ কিছু অফিসিয়াল নথি পুড়ে গিয়েছে। দমকল কর্মীদের অল্প সময়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকালে দিল্লি এইমস-এর দোতলায় টিচিং ব্লকে আগুন লাগে। খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকল, দমকল কর্মীদের বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছেন ততক্ষণে অবশ্য বেশ কিছু ফার্ণিচার ও নথি পুড়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

আগরতলা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস-এর যাত্রাপথ পরিবর্তিত

মালিগাঁও, ৪ জানুয়ারি ঃ আগরতলা ও আনঃদ বিহার টার্মিনালের মধ্যে চলাচল করা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিজের রুট পরিবর্তন করে ১৫ জানুয়ারি থেকে মালদা টাউন, ভাগলপুর জং., জামালপুর জং., ভায়া পাটনা জং. হয়ে চলাচল করবে। নতুন এই পরিবর্তিত পথ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের এক বৃহ অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করবে, এর আগে এই বিশাল অঞ্চলের জনগণের কাছে রাজধানী এক্সপ্রেসে যাত্রা করার সুযোগ ছিল না।পথ পরিবর্তন করার ফলে ট্রেনের সময়সূচি ও মোট যাত্রা সময়েও পরিবর্তন ঘটেছে। ট্রেন নং. ২০৫০১ (আগরতলা-আনঃ দ বিহার টার্মিনাল) ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪, সোমবার ১৫.১০ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ১০.৫০ ঘণ্টায় নিজের গন্তব্যস্থল দিল্লির আনন্দ বিহার টার্মিনালে পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ২০৫০২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-আগরতলা) বুধবার ১৯.৫০ ঘণ্টায় দিল্লির আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে রওনা দিয়ে শুক্রবার ১৫.৪০ ঘণ্টায় নিজের গন্তব্যস্থল ত্রিপুরার আগরতলা পৌঁছবে। ট্রেনটি মালদা টাউন, ভাগলপুর ও জামালপুরের মতো পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলি হয়ে চলাচল করবে, তাই দেশের রাজধানীর সাথে ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের ভৌগোলিক সংযোগ বৃদ্ধি হবে। এর ফলে নতুন করে সংযুক্ত স্থানগুলির আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নতুন ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ

কলকাতা, ৪ জানুয়ারী ঃ ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদহ ডিভিশনের উপর নৈহাটি-রানাঘাট সেকশনের কল্যাণী স্টেশনে একটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করছে। এফওবি, যার দৈর্ঘ্য ২৮.৩২ মিটার এবং প্রস্থ ৬ মিটার, যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো উন্নয়ন।

কাটোয়া-আজিমগঞ্জ বিভাগে বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শন করেছেন সাংসদ ও পিএসি চেয়ারম্যান অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, শ্রী সঞ্জীব কুমার

কলকাতা, ৪ জানুয়ারী ঃ রেলের যাত্রী সুবিধার অগ্রগতি এবং বর্ধিতকরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টায়, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী বিভাগীয় বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, শ্রী সঞ্জীব কুমার সহ হাওড়া বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা ৪ ঠা জানুয়ারী ২০২৪-এ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ সেকশনের ০৮টি স্টেশনে উপলব্ধ যাত্রী সুবিধাগুলির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেছেন। সালার, তেনিয়া, বাজারসাউ, চৌরিগাছা, কর্ণ সুবর্ণ, জীবন্তী হল্ট, আজিমগঞ্জ, লালবাগ কোর্ট রোড এবং খাগড়াঘাট রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলি পরিদর্শন কভার করে। এই পরিদর্শনের লক্ষ্য ছিল বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি মূল্যায়ন করা এবং রেলওয়ে এটিকে আরও উন্নত করার পরিকল্পনা করছে।পরিদর্শনের

সময়, যাত্রীদের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে বর্ধনের জন্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করার উপর ফোকাস ছিল। ডিআরএম, শ্রী সঞ্জীব কুমার মাননীয় সাংসদকে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে আজিমগঞ্জ এবং খাগড়াঘাট স্টেশনে চলমান উন্নতি এবং ভবিষ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন যা মাননীয় সাংসদ ও চেয়ারম্যান, পিএসি শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রশংসা করেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দরা রেলের সুবিধা নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করার এবং শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরীর কাছে দাবি পেশ করার সুযোগ নিয়েছিল। জবাবে, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান তাদের দাবিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার আশ্বাস দেন, রেল যাত্রীদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সমাধান করার জন্য রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন। খাগড়াঘাটে তার সফরের সময়, ডিআরএমহাওড়া রেলওয়ে এলাকায় দখলের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন যা অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে পরিকল্পিত উন্নতির কাজকে বাধাগ্রস্ত করছে। শ্রী অধীর রঞ্জন চৌধুরী আশ্বস্ত করেছেন যে পরবর্তী সফরে তিনি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর জন্য সমস্যাটির সাথে যুক্ত সকল পক্ষের সাথে আলোচনা করবেন।পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি দ্বারা রেলওয়ে স্টেশনগুলির পরিদর্শন রেলওয়ে সেক্টরে কৌশলগত বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের মঙ্গল এবং অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নিষ্ঠার উপর জোর দেয়।

আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক ডঃ প্রবিনা রাজীব, বিমটেক গ্রেটার নয়ডার নতুন ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারী ঃ বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি (BIMTECH), ভারতের একটি নেতৃ স্থানীয় বিজনেস স্কুল, অধ্যাপক প্রবিনা রাজীবকে ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের কথায় গর্বিত ভাবে ঘোষণা করছে।আইআইটি খড়গপুরের বিনোদ গুপ্ত স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট-এর ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং-এর বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ প্রবিনা রাজীব তাঁর সঙ্গে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। তার উল্লেখযোগ্য পোর্টফোলিও শিক্ষণ, গবেষণা এবং পরামর্শের ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। উল্লেখযোগ্য ভাবে, ড. প্রবিনা রাজীব দুটি প্রভাবশালী বই লিখেছেন এবং দুটি সহ-লেখক হিসাবে। দুই দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, ডঃরাজীব ডিন ভিজিএস ওএম সহ বেশ কয়েকটি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন এবং অসংখ্য পিএইচডি থিসিস পরিচালনা করে তার দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল এবং সম্মেলনে বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন ও প্রকাশ করেছেন। বিদায়ী ডিরেক্টর ডঃ হরিবংশ চতুর্বেদী এখন বিড়লা একাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচারের প্রধান শিক্ষা উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করবেন, BIMTECH এবং বিড়লা গ্লোবাল ইউ নিভার্সিটি (BGU) এর মূল সংস্থা এবং তাদের পরামর্শদাতা হিসাবে।

২০২৭-এর মধ্যে ডাল উপাদনে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে ভারত ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ ভারত ২০২৭-এর মধ্যে ডাল উৎপাদনে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে বলে কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, মুগ ও ছোলার ক্ষেত্রে ভারত ইতিমধ্যেই স্বনির্ভর হয়েছে, কিন্তু এখনও দেশে ডাল আমদানি করতে হচ্ছে। নতুন দিল্লিতে বৃহস্পতিবার আ৷হর ডাল উপাদনকারী কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করা, ডাল সংগ্রহ ও টাকা মেটানোর জন্য একটি পোর্টালের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, গত ৯ বছরে নরেন্দ্র মোদী সরকার, ডালের উপাদন বাড়াতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে ডালের উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৯০ লক্ষ টন, ২০২২-২৩ সালে যা বেড়ে হয়েছে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টন। কেন্দ্রীয় সরকার নথিভুক্ত কৃষকদের কাছ থেকে ন্যুনতম সহায়ক মূল্যে ডাল কিনবে বলে তিনি জানান।

Name Change

I MANAS RANJAN BHATTACHARYA, S/O DURGAPADA BHATTACHARYA, R/O VILL & PO DAKSHIN CHANDRANAGAR, PS NAMKHANA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743357, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANAS BHATTACHARYA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024, MANAS RANJAN BHATTACHARYA AND MANAS BHATTACHARYA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I AKTERI BEGUM, W/O ABDUL RAHMAN, R/O 12/1/H/11, MOULANA MD. ALI ROAD, KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKTARI BEGUM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024, AKTERI BEGUM AND AKTARI BEGUM SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I JAMALUDDIN MONDAL S/O MOCKCHED MONDAL RESIDING AT PATKELGACHHA, MASHYAMPUR,PS-BAGDAH, NORTH 24 PGS- 743232, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAMAL MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024.THAT JAMALUDDIN MONDAL AND JAMAL MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I,Chaiti Pramanik and Chaiti Mitra Pramanik, wife of Soumen Pramanik, Residing at Flat no.429, 18th no. Street, purbalok, Kolkata 700099, shall henceforth be known as Chaiti Mitra, vide an affidavit it sworn before the notary public at Kolkata on 04/01/2024.That Chaiti Mitra and Chaiti Pramanik and Chaiti Mitra Pramanik all are the same and one identical person.

Name Change

I SAMAR BANERJEE, SON OF SANTOSH BANERJEE, RESIDING AT NATUN GOPALPUR,PO-PRITINAGAR,PS-RANAGHAT, NADIA-741247, WEST SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMAR KUMAR BANERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024.THAT SAMAR BANERJEE AND SAMAR KUMAR BANERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SUJIT CHAKRABORTYS/O SASANKA MOHAN CHAK RABORTY, R/O- FLAT NO-15, 4TH FLOOR, BLOCK- B, RAM VILLA 258, P.K. GUHA ROAD, KUMAR PARA, DUMDUM, DUMDUM (m), NORTH 24 PARGANAS, W.B Pin-700028, shall henceforth be known as SUJIT KUMAR CHAK RABORTY.I declare that SUJIT CHAKRABORTY AND SUJIT KUMAR CHAKRABORTYis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-01-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি, Jawed Sattar (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Sattar, ঠিকানা 46H23, Dr Sudhir Basu Road, Kolkata-700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ১৫ /১২ /২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Javed Satter (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Javed Satter (নতুন নাম) এবং Jawed Sattar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kazi Mohammed Rezaul Karim (পুরাতন নাম) পিতা Kazi Mohammed Hanif, ঠিকানা 8, Mohammadan Burial Ground Lane, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৩ /০১/ ২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rejaul Karim (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rejaul Karim (নতুন নাম) এবং Kazi Mohammed Rezaul Karim (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Mustakim Mohammad Mustaquim (পুরাতন নাম) পিতা Dil Mohammad, ঠিকানা 3, PM Basti, 4th Bye Lane, P.O. P.S.- Shibpur, Dist-Howrah, Pin- 711102, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৪ /০১ /২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Mustaquim (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Mustaquim (নতুন নাম) এবং Md Mustakim Mohammad Mustaquim (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Naila Naheed (পুরাতন নাম) স্বামী Nadim Alam, ঠিকানা 41A, Rabindra Sarani, 2nd floor, Kolkata-700073, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৪ /০১ /২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Naila Nadim (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Naila Nadim (নতুন নাম) এবং Naila Naheed (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Kaishar (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Rahman, ঠিকানা 28, Taltala Lane, P.O.- Park Street, P.S.- Taltala, Kolkata- 700016, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৪ /০১ /২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Kaisar Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Kaisar Hossain (নতুন নাম) এবং Md Kaishar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SJKTARA GOOPTU, SANKAR NARAYAN GOOPTU, RESIDING AT WAVE 6C,15 KABITIRTHA SARANI, PO-KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAZIA NADIM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/12/2023.THAT SJKTARA GOOPTU AND NAZIA NADIM ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, KARTTIK CHANDRA GHOSH, KARTTIK GHOSH, KARTICK GHOSH AND KARTICK CHANDRA GHOSHS/O NARAYAN GHOSH, R/O- KORSUNA, TANGRA, NADIA,W.B Pin-741506, shall henceforth be known as KARTICK CHANDRA GHOSH. I declare that,KARTTIK CHANDRA GHOSH, KARTTIK GHOSH, KARTICK GHOSH, KARTICKCHANDRA GHOSH AND KARTICK CHANDRA GHOSHis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-01-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি অমিয় মন্ডল (Amiya Mondal)(old name) পিতা স্বর্গীয় মুকুন্দ মন্ডল, ঠিকানা গ্রাম কোলা, বাগদা, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩ ২৩২, পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা Affidavit, ০৪ /০১ /২৪ দ্বারা অমিয় মন্ডল (Amiya Mandal) (new name) নামে পরিচিত হলাম। অমিয় মন্ডল (Amiya Mondal)(old name) এবং অমিয় মন্ডল (Amiya Mandal)(new name) একই ব্যাক্তি।

Name Change

I ANSH KUMAR SHAW, S/O CHANDRAPRAKASH GUPTA, R/O KHALIA, CHAMRAIL,PS LILUAH, HOWRAH -711114, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANSH KUMAR GUPTA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024, ANSH KUMAR GUPTA AND ANSH KUMAR SHAW SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, Manik Sarkar S/o Sudhir Kumar Sarkar R/o 3/1C, Tarak Bose Lane, P.S. – Tala, Kolkata -700002 shall henceforth be known as Manik Lal Sarkar. I declare that Manik Lal Sarkar and Manik Sarkar is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-01-2024.

Name Change

I AYUSH KUMAR JAISWAL, S/O ARUN KUMAR JAISWAL, R/O SHYAM RESIDENCY, 293, GOURI NATH SHASTRI SARANI, WARD NO 27, SOUTH DUMDUM, SHYAM NAGAR ROAD, KOLKATA - 700055, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AYUSH JAISWAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024, AYUSH KUMAR JAISWAL AND AYUSH JAISWAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I RAKHI NANDY, D/O MADHU SUDAN NANDI, R/O FLAT NO 14, SURJYATARAN APPARTMENT, PS SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700108, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAKHI NANDI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024, RAKHI NANDI AND RAKHI NANDY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mousumi Gantait D/O Himanksu Sekhar Das &W/O – Kartik Gantait R/O- Kismatputputia, Purba Medinipur, W.B Pin-721651, shall henceforth be known as Mousumi Das Gantait. I declare that Mousumi Gantait and Mousumi Das Gantaitis same and one identical person and my Gender is female which recorded in my Aadhar Card No. 2314 7338 9675 and Voter Card No. GQG2662252 but in my Passport No. L6209736 sex columnmy sex is recorded as Male instead of Female which also should be corrected as Female as my sex by virtue of affidavit sworn before the 1stClass Chief Judicial Magistrate at Tamluk, Purba Medinipur on 22-11-2023.

নাম পরিবর্তন

আমি, Sahadat Hossain (পুরাতন নাম) পিতা Nogibor Rahaman Mollah, ঠিকানা Vill P.O.- Kharampur, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin-743456, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৪০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sahadat Hossain Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sahadat Hossain Molla (নতুন নাম) এবং Sahadat Hossain (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I ASMOT ALI MIDDEY, S/O NIYAMAT MIDDE, R/O BANIBON JAGADISHPUR, PS ULUBERIA, HOWRAH -711316, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHMAT MIDDE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024, ASMOT ALI MIDDEY AND ASHMAT MIDDE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I CHAND PARKASH SHAW, S/O JAGANNATH GUPTA, R/O KHALIA, CHAMRAIL, PS LILUAH, HOWRAH -711114, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRAPRAKASH GUPTA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024, CHANDRAPRAKASH GUPTA AND CHAND PARKASH SHAW SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I, Previously Called- Syed Jahangir Raza Kazmi, S/O. Akram Raza Kazmi, R/O, 94A MUZAFFAR AHMED STREET, KOLKATA - 700016. I, Have Changed My Name as.Jahangir Raza Kazmi, So That Syed Jahangir Raza Kazmi and Jahangir Raza Kazmi both are same and one indentical person. not are different person.by the metropolitan magistrate (1st class) at-kolkata on- 22-2-2018

নাম পরিবর্তন

আমি, Mosammad Rabia Bibi Rabiya Bibi (পুরাতন নাম) পিতা Khejer Ali, ঠিকানা Vill- Chowmoha, P.O.- Mudiahat, P.S.- Shasan, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700128, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated ০৪ /০১ /২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rabia Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rabia Bibi (নতুন নাম) এবং Mosammad Rabia Bibi Rabiya Bibi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I JOSEPH MARUNNINATTU JOSEPH, S/O MARUNNINATTU MATHAI JOSEPH, R/O 251/1, NAGENDRA NATH ROAD, FLAT NO 33, BL-2, 3RD FLOOR, PS NAGER BAZAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOSEPH MARUNNINATTU, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024, JOSEPH MARUNNINATTU JOSEPH AND JOSEPH MARUNNINATTU SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MIHIR KUMAR DAS, S/O GYANENDRA NATH DAS, R/O DAKSHIN HINDU PARA, MALLICKPUR, BARUIPUR, PIN-700145, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MIHIR DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/01/2024, MIHIR DAS AND MIHIR KUMAR DAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Mrinal Kanti Bose পিতা Khirod Bose, গ্রাম শিমুলপুর, পোঃ ঠাকুর নগর, থানা গাইঘাটা, উঃ ২৪ পরগণা। গত ২৬ /১২ /২০২৩ বনগাঁ নোটারি পাবলিক কোর্টের এফিডেভিট বলে Mrinal Kanti Basu নামে পরিচিত হলাম। বর্তমানে Mrinal Kanti Bose এবং Mrinal Kanti Basu এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Palash Chandra Das (পুরাতন নাম) পিতা Ramchandra Das, ঠিকানা Vill-Uttar Durllabhpur, P.O.- Kanchiara, North 24 Parganas, 743711, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ত্ত্বজ্বত্তঞ্চএ ০৪০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Palash Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Palash Das (নতুন নাম) এবং Palash Chandra Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি RANI DEY স্বামী Asim Kumar Dey গ্রাম ডহরথুবা পোঃ হাটথুবা, থানা হাবড়া, উঃ ২৪ পরগণা। আমার স্বামীর পাসপোর্টে (নং -এ৭৫২১৭০৬) আমার নাম ভুলবশত RAM DEY হয়েছে। গত ৩১ /৭ / ২০২৩ বারাসাত ফাস্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে RAM DEY এবং RANI DEY এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

মহানন্দা ব্যারেজ এলাকায় পরিযায়ী পাখি পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সাতসকালে পাখি পরিদর্শনে ফুলবাড়িতে এলেন শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র গৌতম দেব। প্রতিবছর শীতকালে অসংখ্য পরিযায়ী পাখিদের ভিড় জমে ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজের জলাশয়। তবে অন্যান্য বছরগুলির তুলনায় এবারে ফুলবাড়িতে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা অনেকটাই কম বলে মনে করছেন গৌতম দেব।

কারণ, সম্প্রীতি সিকিমে বন্যা পরিস্থিতির কারণে ফুলবাড়ির তিস্তা ও মহানন্দা নদীতে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় অনেকাংশেই পলিমাটি জমে থাকার কারণে পাখি বসতে পারে না। পাশাপাশি ফুলবাড়ির তিস্তার পারে অবস্থিত পার্কটি নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন গৌতম দেব। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস প্রামানিক। এদিন সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে প্রায় এক ঘন্টা ধরে বিভিন্ন প্রান্তে প্রাকৃতিক পরিবেশের সৌন্দর্য্য উপভোগের পাশাপাশি পরিযায়ী পাখি পরিদর্শন সারেন গৌতম দেব।

নিজের টাকা দিয়ে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে নজির উপপ্রধানের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে যখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি, তখন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পকেটের পয়সা দিয়ে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একদল ছাত্রছাত্রীকে স্কুলে ভর্তি করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর ব্লক সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব। তার এই মানবিক উদ্যোগে স্বভাবতই খুশী জামালপুরের মানুষ। জানা গেছে, জামালপুর ব্লকের বেশ কয়েকজন আদিবাসী, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা তাদের পারিবারিক আর্থিক দুরবস্থার জন্য নতুন ক্লাসে ভর্তি ফি দিতে পারছিল না। ফলে ইচ্ছা থাকলেও তারা ভর্তি হতে পারছিল না। এদের অভিভাবকরা তাদের এই সমস্যার কথা বলে জামালপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডলকে। সাহাবুদ্দিনবাবু তাদের কথা শুনে তক্ষনা তাদের আশ্বস্ত করে এবং নিজে প্রায় ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে জামালপুর সেলিমাবাদ হাইস্কুলে গিয়ে নিয়মানুযায়ী ফর্ম ফিলাপ করিয়ে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে তাদের ভর্তি করে দেন। সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী সুমাইয়া খাতুন জানায়, তার বাবা মৃত এবং তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাই নতুন ক্লাসে উঠেও ভর্তি ফিয়ের টাকা জোগার করে উঠতে পারছিল না। শেষে সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাবের উদ্যোগে সে সেলিমাবাদ হাই স্কুলে ভর্তি হতে পারল। পড়াশোনা করে বড় হয়ে সে ডাক্তার হতে চায় বলে জানিয়েছে সুমাইয়া। এই বিষয়ে উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল জানান, পিছিয়ে পরা শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের অনেকের মেধা থাকলেও তারা আর্থিকভাবে দুর্বল থাকায় তারা নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করার সুযোগ পায় না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন করেছেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই, খাতা, জামা, জুতো, স্কুলে যাবার সাইকেল সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তিনি করে দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের জন্য। কিন্তু কিছু পরিবার এমনও আছে, যারা দারিদ্র সীমায় বাস করার জন্য তাদের ছেলেমেয়েদের নতুন ক্লাসে ভর্তি হবার সামান্য ফি টুকুও জোগার করতে পারছিলেন না। তাই এই ধরনের পরিবারের প্রায় ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে এদিন সেলিমাবাদ হাইস্কুলে তিনি ভর্তি করিয়ে দেন। এছাড়াও জামালপুর ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে আরও কিছু ছাত্রছাত্রী আছে যারা আর্থিক কারনে ভর্তি ফি দিতে না পারায় নিজ নিজ ক্লাসে ভর্তি হতে পারছিল না। তাদেরও যাতে ভর্তি হতে কোন সমস্যা না হয় সেই বিষয়ে তিনি এবং ব্লক নেতৃত্ব নজর রাখছেন এবং তাদের ভর্তি করার উদ্যোগ নিয়েছেন। শুধু তাই নয় কিছু আদিবাসী ছাত্রছাত্রী রয়েছেন যারা টিউশন নিতে পারেন না আর্থিক দুর্বলতার কারনে। এই সমস্ত পড়ুয়াদের বিনামূল্যে টিউশন পড়ানোরও ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাহাবুদ্দিনবাবু। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার নয় এর আগেও বহুবার সাহাবুদ্দিন মন্ডল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ব্যবস্থা করেছেন এমন কি হত দরিদ্র আদিবাসী পরিবারের বেশ কয়েকজন কচিকাঁচা পড়ুয়াকে দত্তক নিয়ে তাদের প।াশোনা চালানোর ব্যবস্থাও করেছেন। উপপ্রধানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জামালপুরের সর্বস্তরের মানুষ।

ঝুলন্ত সেতুতে চলন্ত গাড়িতে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ গজলডোবার নতুন ব্রিজ উদ্বোধনের কিছু দিনের মধ্যে দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার বালি বোঝাই এক ডাম্পারে আচমকাই আগুন ধরে যাওয়া এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে আচমকাই নতুন ব্রিজে চলন্ত অবস্থায় একটি বালি বোঝাই ডাম্পারে আগুন লাগে। এরপরই আগুন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি গাড়ি থামিয়ে নেমে যান চালক। আগুন লাগাতার বৃদ্ধি পাওয়া খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ভোরের আলো থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। এরপরই একটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। যদিও ডাম্পারের ইঞ্জিন কেবিন সহ একাধিক জিনিসপত্র পুড়ে যায়। তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য গাজলডোবার অদূরে তিস্তা নদী থেকে প্রতিনিয়ত বালি উত্তোলন করে এই ব্রিজের উপর দিয়েই যাতায়াত করে শয়ে শয়ে ডাম্পার। প্রতিদিনের আজ সকালে বালি বোঝাই ডাম্পার যাওয়ার সময় হঠাৎই ব্রিজের উপর ডাম্পারে শর্ট সার্কিটের ফলে আগুন লাগে। আগুন দেখে চালক গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে। কোনোমতে প্রাণে বাঁচে গাড়ি চালক। আগুন নেভানো হলে গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

E - TENDER NOTICE

1. NIT NO : WB MURSHIDABAD/150/BCW& TD/2023-24,Dated:- 03/01/2024 Name of the Work: (i) Drinking water sources running on solar power vill-Jamira, Mouza- Jamira, GP-Hariharpara, PIN-742166 under Hariharpara Dev. Block, in Murshidabad District. (i) Installation of Solar ATU at GOdagari mallick para, mouza-Godagari at Sagarpar GP under Jalangi Dev. Block in Murshidabad Dist. (ii) Installation of Solar ATU at Chanderpara sardar para, mouza-Paschim Sahebrampur at Choapara GP under Jalangi Dev. Block in Murshidabad Dist. 2. Amount put to tender: (i) Rs. 7,56,430/- (ii) Rs. 4,25,000/- (iii) Rs. 4,25,000/- 3. Earnest Money: (i) Rs.15,130/- (ii) Rs.8,500/- (iii) Rs. 8,500/- 4. Date of download/sell closed date (online): 18/01/2024 Up to 6:00 p.m. More information may be had in the office of the P.O-cum-D.W.O, Murshidabad.

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
Backward Classes Welfare & Tribal Development
Murshidabad

Notice e-tender are hereby invited from the Pradhan, Jharaltagram-II Gram Panchayat under Dhupguri Block for the vide e-NIT-07/Jharaltagram-II GP/2023-24 Dated-03/01/2024 Vide Memo No- 02/Jhar-II/2024 Dated-02/01/2024, Last Date of bid submission 19/01/2024 up to 18.55 hrs. All details may be had from this office notice board and in website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Sona Bala Roy
Pradhan
Jharaltagram-II GP

Office of The
Dhanara Gram Panchayat
(Khatra Panchayat Samity)
Vill: Bena, PO: Chaka, Block & PS: Khatra, Dist: Bankura, Pin: 722140
NIT-2024_ZPHD_636519, 2024_ZPHD_636552, 2024_ZPHD_637839
Pradhan, Dhanara Gram Panchayat invites Tender for 3 nos e Tender. Details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and office notice board.
Sd/- Pradhan
Dhanara Gram Panchayat

হাওড়া ও বর্ধমানের মধ্যে কিছু ট্রেন বাতিল

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান স্টেশন লিমিটে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড শাখার ডাউন লাইনের পয়েন্ট নং ৩৩০এ/৩৩৩বি-র স্যুইচ (এসএসডি) পরিবর্তনের জন্য **ট্রাফিক ব্লকের** প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ০৭.০১.২০২৪ **তারিখে (রবিবার)** বাতিল থাকবে : • **বর্ধমান (মেন) থেকে :** ৩৭৮৩৪, ৩৭৮৩৬, ৩৭৮৩৮, ৩৭৮৪০, ৩৭৮৪২ ও ৩৭৮৪৮। • **বর্ধমান (কর্ড) থেকে:** ৩৬৮৩৮, ৩৬৮৪০, ৩৬৮৪২, ৩৬৮৪৪ ও ৩৬৮৪৮। • **হাওড়া (মেন থেকে):** ৩৭৮২৩, ৩৭৮২৫, ৩৭৮২৭, ৩৭৮২৯, ৩৭৮৩৫ ও ৩৭৮৩৭। • **হাওড়া (কর্ড থেকে) :** ৩৬৮২৩, ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৬৮২৯ ও ৩৬৮৩১। **দ্রষ্টব্য:** ব্লক চলাকালীন কোনও স্পেশাল অথবা দেরিতে চলা ট্রেন ও সদ্য প্রবর্তিত ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি-র ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে সেটির পথ পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত। **ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া**

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (O&M-III), GRWW, KMC** invites e-Tender for the following works:
1. NIT No.: EE/O-M-III/48OF2023-24/23
Name of work : **Renovation and construction of precast slab and pathway surrounding filter house and adjoining sludge carrying drain with allied works under WTP-1, GRWW**. Estimated Amount : **Rs. 2,43,432.00**. Earnest Money: **Rs. 4,869.00**. Period of Completion: **21 Days**.
2. NIT No.: EE/O-M-III/53OF2023-24/25
Name of work : **Dismantling, servicing, overhauling, testing and commissioning of back wash motor no. 2 at back wash pump room with other allied accessories under WTP-1, GRWW**. Estimated Amount : **Rs. 2,81,546.00**. Earnest Money: **Rs. 5,631.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of receipt/opening of tender (online): **17.01.2024** at **2 p.m.**/ **19.01.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (WS)/Br-XI, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of Bid through online):
1. NIT No.: KMC/W.S./PRO./AMRUT/BR-XI/7/PH.-II/23-24 Date: 03.01.2024
Name of work : **Improvement of filter water supply by laying 100 MM diameter DI pipe in Ward No. 110 (Phase-II)**. Estimate Amount (including GST and CESS) : **Rs. 4,77,836.00**. Earnest Money: **Rs. 9,557.00**. Time of Completion: **180 Days**.
2. NIT No.: KMC/W.S./PRO./AMRUT/BR-XI/7/PH.-I/23-24 Date: 03.01.2024
Name of work : **Improvement of filter water supply by laying 100 MM diameter DI pipe in Ward No. 110 (Phase-I)**. Estimate Amount (including GST and CESS) : **Rs. 4,83,207.00**. Earnest Money: **Rs. 9,665.00**. Time of Completion: **180 Days**. Last date and time of online submission of tender: **22.01.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). Technical bid open date and time (online): **25.01.2024** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). For full and further details, please visit the website **http://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (TPS)/(W.S), KMC** invites tender on-line in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/TPS/79/2023-2024
Name of the work : **Replacement of defective accessories and improvement of illumination at different places at TPS**. Estimated Amount : **Rs. 1,96,128.04**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.01.2024** up to **2 p.m**. For detail information please visit Website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General, Water Supply, KMC** invites e-Tender for the following work:
NIT No. : WS/GRWW/PH-IV/02/2023-24/05
Name of work : **Renovation of filter launder channel adjoining from filter bed No. 1A to 8A with allied works under WTP-IV, GRWW**. Estimated Amount: **Rs. 2,53,162.00**. Earnest Money: **Rs. 5,065.00**. Period of Completion: **07 Days**. Last date and time of receipt/opening of tender (online): **18.01.2024** at **2 p.m. / 20.01.2024** at **2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (WS)/BPS, KMC** invites tender online percentage two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/CHETLABPS/23-24/09 (1st call)
Name of the work : **Installation of 400 MM diameter ductile iron sluice valve at Chetla BPS**. Estimated Cost: **Rs. 2,95,610.84**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/WS/PATULI/BPS/23-24/05 (1st call)
Name of the work : **Installation of electrical operating control panel for 20HP submersible pump-motor no. 13, 14 & 15 at Patuli BPS**. Estimated Cost: **Rs. 2,89,982.11**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Period of Completion: **7 Days**. Last date of submission of bid: **19.01.2024** at **2 p.m**. (for sl. no. 1 & 2). Tender will be opened on: **22.01.2024** at **2 p.m**. (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **08.01.2024** at **2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer/WS/(ARSM SQ.BPS), KMC** invites tender online in two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/ARSM/41/2023-24
Name of the work : **Providing spare for improving performance of resin moduled slipring of 6 KV, 400 KW slipring induction motor no 1 at RSM Sq. BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,89,491.00**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Period of Completion: **10 Days**.
2. NIT No. : KMC/WS/ARSM/40/2023-24
Name of the work : **Restoration of damaged concrete top slab of the air ventilation chamber of the underground water reservoir located at RSM Sq. Park under ARSM Sq. BPS**. Estimated Amount : **Rs. 1,49,766.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **25 Days**. Last date and time of submission of bid: **20.01.2024** up to **2 p.m**. (for sl. no. 1 & 2). For detail information please visit website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

1222/23-24

৪২ তম বইমেলায় সিদ্দিকুল্লাহ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৪ জানুয়ারি ঃ ''অধীরবাবু কী বললেন, সেটা শুনে কী হবে, সোনিয়া গান্ধী বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বিজেপিকে পর্যুদস্ত করা যাবে না। আমরা সেটাই শুনবো।'' - বৃহস্পতিবার রামপুরহাট হাইস্কুল মাঠে ৪২ তম বইমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের মন্ত্রী জনাব সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক বিধান রায়, রাজ্য বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, নানুর বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি প্রমুখ। এদিন সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মানুষকে বই পড়তে হবে। তবেই জানা যাবে। ভারতবর্ষে কী পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি। এই প্রসঙ্গে এ পি জে কালাম সাহেবের আত্মজীবনী থেকে বেশ কিছু ঘটনা তুলে ধরে ভারত বর্ষের সংস্কৃতি তুলে ধরেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, প্রতি জেলা বই মেলায় স্থানীয় লেখক বা জেলার সাহিত্যের জন্য মুক্ত স্টল দেওয়া হয়েছে। আরবি, উর্দু, আদিবাসী সংস্কৃতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষকে বই মুখী হতে হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই দেওয়ার অভ্যেসের প্রসংশা করেন মন্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, দৃষ্টিহীনদের জন্য কলকাতায় তিনি প্রদর্শনী করবেন। তিনি বলেন, গরীব মানুষগুলো এই রাজ্যে আজ বই হাতে তুলে নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ভ্যান চালকের ছেলে ডাক্তার হয়েছে। মোয়াজ্জেন যারা মসজিদে আজান দেয় তাদের ছেলেরা চিকিৎসক হয়েছে। বইয়ের জন্য হাঁটুন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বেলা দুটো নাগাদ। মেলার উদ্বোধন হয় বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ। মেলার উদ্বোধন করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জনাব সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। প্রধান অতিথি সাহিত্যিক অর্পিতা সরকার। বইমেলা চলবে চার জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারি। পুস্তক প্রেমীদের জন্য বইমেলা খোলা থাকবে বেলা ১২ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত। ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আলোচনা সভা হবে বেলা দেড়টা থেকে সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকেল ৫ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিশ্বভারতীর একাদশ শ্রেণির ছাত্র তাক লাগালো নতুন ডিজাইনের বাইক তৈরি করে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ জানুয়ারি ঃ বাবার অচল গাড়ির পরিত্যক্ত পার্টস, ইঞ্জিন আর হাতের কাছে সহজলভ্য জিনিস কাজে লাগিয়ে নতুন ডিজাইনের বাইক তৈরি করে তাক লাগালো বিশ্বভারতীর ছাত্র। বিশ্বভারতীর শিক্ষাসূত্রে একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞানশাখার ছাত্র রূপম সরকার। নিজের তৈরী বাইক চালিয়ে স্কুলে এসেছে। ছবিতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে তার তৈরি করা এই বাইকটি পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যাচ্ছে। নতুন ডিজাইনের বাইক তৈরি করা রূপমের শখ ও স্বপ্ন। রূপমের বাবা ইন্দ্রনারায়ণ সরকার ফাইনানস কোম্পানির কর্মী। আদি বাড়ি ইলামবাজার ব্লকের বাতিকার গ্রামে। বর্তমানে কর্মসূত্রে বোলপুর লাগোয়া সুরুল গ্রামের বাসিন্দা। সুরুল থেকে গ্রামের বাড়ি বাতিকার থেকে যাওয়ার জন্য ২০০৩ সালে একটি বাইক কেনেন ইন্দ্রনারায়ণবাবু। দীর্ঘ দিন চালানোর পর ২০১৮ সাল থেকে আর গাড়িটি অচল হয়ে যায়। তাই গ্রামের বাড়িতে ফেলে রেখে দেন। রূপম স্কুলের ছুটিতে বাড়ি গেলেই ঐ গাড়িটাকে নিয়ে কাজ করতো। আচমকা রূপমের মাথায় খেলে যায় গ্রামের বাড়ির অকেজ বাবার মোটর বাইকটার কথা। ওটা কে দিয়ে নতুন বাইক বানানোর কথা বলতেই বাবা রাজি হয়ে যায়। সেই মত রূপম বাড়িতে ফেলে দেওয়া লোহার টুকরো, পাইপ, টিনের পাত জোগাড় করতে থাকে। বাবার পরিচিত পাড়ার মোটর সাইকেল গ্যারেজ মিস্ত্রির কাছ থেকে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে একদিন গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রূপম। অকেজ মোটর বাইক গোয়াল ঘর থেকে বের করে এনে শুরু হয় নতুন বাইক তৈরির কাজ। বাবা ইন্দ্রনারায়নবাবু বলেন, এই বয়সে এই প্রজন্মের ছেলেরা মোবাইলে মেতে থাকে। ও যখন বললো তোমার পুরানো অকেজো বাইক টা দিয়ে নতুন বাইক বানাবো। বাড়ির সকলে বারণ করলেও আমি বললাম বেশ কর। তাতেই তৈরি হল নতুন বাইক। ও ছোট বেলা থেকেই নানা ধরনের গাড়ি তৈরি করতে আগ্রহী। শিক্ষাসূত্রের শিক্ষিকা তমালি মজুমদার বলেন, রূপম খুবই মেধার পরিচয় দিয়েছে তার এই উদ্ভাবনী প্রতিভার মাধ্যমে। প্রতিটি পার্টস এক এক করে লাগিয়ে সেই নিজেই এত সুন্দর কাজ করেছে। আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই ওর এই সফলতায় খুব খুশি।

Gobindapur Gram Panchayat
Jagatballavpur, Howrah
Notice of Inviting e-Tender
Pradhan Gobindapur Gram Panchayat under Jagatballavpur Block, Howrah, invited e-Tender vide Tender Reference No. GGP/NIET/5th SFC(Tied)/273/2023 dated 21.12.2023 **Last Submission of Bid** – 11.01.2024 upto 6 PM
Sd/-
Prodhan
Gobindapur Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি

টেন্ডার নং ঃ সি-ক্যান্টিন-কেআইআর-গুডস-২০২৪, তারিখ ঃ ২৭-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** ৫ বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনের অধীনে গুডস শেড, কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরি "এ") একটি ক্যান্টিন পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের লাইসেন্স বরাদ্দের জন্য টেন্ডার। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,০২,৬৬৬.২৫ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১০,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৬-০১-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক টিআরডি নবীকরণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিআরডি-এলএমজি-২০ অফ ২০২৩-২৪ তারিখঃ ০১-০১-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এনএনজিই-ওএইচই-এমওডি-১৫**। কাজের নামঃ "অমৃত ভারত যোজনা"র অধীনের নারেঙ্গী ষ্টেশনে চার (০৪) টি লাইনের উপরে নতুন এফওবি নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি নবীকরণ কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭৩,৪৮,১৭৭.৯১ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪৭,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়** ২৯-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এণ্ড গতি শক্তি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

কৃষ্ণসায়র মেলা উদ্বোধনে বর্ধমানে খাদ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ জানুয়ারি ঃ বর্ধমান শহরের কৃষ্ণসায়র পার্কে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল কৃষ্ণসায়র উৎসব। কৃষ্ণসায়র উৎসব কমিটির (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়) উদ্যোগে আয়োজিত ওই উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিম মবঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণসায়র উৎসব কমিটির সভাপতি তথা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক, কাউন্সিলার, নুরুল আলম (সাহেব), শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী, স্বীকৃতি হাজরা, ইন্তেখাব আলম, মিঠু সিংহ সরকার, মানিক দাস সহ অন্যান্যরা। এই উৎসব চলবে ৪ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। উৎসব প্রাঙ্গনে প্রবেশমূল্য রয়েছে ১০টাকা করে তবে শেষের দিন তা বেড়ে হবে ২০ টাকা। কারন ওই দিন বাজি প্রদর্শনী সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান থাকবে। মন্ত্রী রথীন ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, কৃষ্ণ সায়রের মত একটি সুবিশাল পার্কের মনোরম পরিবেশে এই উৎসব জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলেই তিনি আশাবাদি। এই মেলার একদিকে যেমন ফুলের সম্ভার রয়েছে, তেমনি স্বয়ংভর গোষ্ঠীর মেয়েদের তৈরী বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রদর্শন থাকবে। তাতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের তৈরী হস্তশিল্প বিক্রয় হবে এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের আয় বাড়বে, তারা আর্থিক ভাবে লাভবান হবেন বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। এই মেলার জনপ্রিয়তা থাকায় প্রথম দিন থেকে উৎসাহী মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

রেশনে কারচুপির অভিযোগে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ দুয়ারে রেশন বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল বন্ধ জলপাইগুড়ি রায়পুর চা বাগানের শতাধিক শ্রমিক। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রায়পুর চা বাগান এলাকায়। শ্রমিকদের অভিযোগ সমস্ত শ্রমিকদের সমানভাবে রেশন দিতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকেরা রেশন ঠিক মতন পাচ্ছে না। বন্ধ চা বাগান কিন্তু শ্রমিকদের কম রেশন দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ সকলকেই সমানভাবে ক্যাটেগরি অনুযায়ী রেশন দিতে হবে। স্থানীয় তৃণমূল শ্রমিক নেতা তথা প্রাক্তন প্রধান, প্রধান হেমব্রম বলেন দীর্ঘ দিন ধরে রেশন দুর্নীতি হচ্ছে শ্রমিকরা বঞ্চিত, অবহেলিত বন্ধ চা বাগান সমিতদের জন্য কেউই চিন্তা করেন না। চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে পায়ে হেঁটে নবান্নের হুমকি দেন প্রধান হেমব্রম। তবে সকলের জন্য সমান ঠিকঠাক রেশনের দাবিতে এখনও চলছে বিক্ষোভ। রেশন দিতে আশা সেল্ফেল গ্রুপের কর্মীরা জানান যেভাবে মাল পাচ্ছি তাতে খুব অসুবিধা হচ্ছে এখানে রেশন পরিষেবা চালু রাখতে। এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের পকেটের টাকা দিয়ে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। আজ রেশন দিতে আসলে শ্রমিকরা রেশন না নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সকাল থেকে এখনও বসে আছি। তবে এই বিষয়ে সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গের দুর্নীতিতে ভরে গেছে। রেশন হোক, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য আর অন্যান্য দেখতেই পাচ্ছেন একের পর এক মন্ত্রী নেতা জেলে যাচ্ছে। এই সরকারের আমলে এরকমই অবস্থা হবে। সকাল ৯ টা থেকে দুপুর প্রায় ১টা চলছে বিক্ষোভ।

Raghunathpur Gram Panchayat
(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
Email-Raghunathpur_srp@rediffmail.com
Memo No.*/RGP/2024** **Dated:-04/01/2024**
Raghunathpur Gram Panchayat
NIT NO:-004/RGP/2023-2024 **Date:-03/01/2024**
Tender ID :- 2024_ZPHD_637107_1
Bid submission end date:-18/01/2024 12:00PM
Bid opening date:-22/01/2024 12:00PM

তৃণমূলে যোগদান জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ জানুয়ারি ঃ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সিপিএমের জনসভার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়েছে মানুষ তাই ব্রিগেডে প্রচুর কর্মী সমর্থক উপস্থিক থাকবেন বলে যখন দাবী জানাচ্ছেন সিপিএম নেতৃত্ব, এই সময় উল্টোচিত্র দেখা গেল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে। সিপিএম থেকে ৩৪ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে বৃহস্পতিবার। জামালপুর ব্লকের হাবাসপুর গ্রাম থেকে জামালপুর ব্লক পার্টি অফিসে এসে সিপিএমের ৩৪ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। তাদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন ওই অঞ্চলের নেতা শেখ গফফার। মেহেমুদ খান জানান, শেখ নিজামউদ্দিন, বিকাশ মালিক, সাগর বাগ, অসীম সাতরা, দীপু কাজী, দিলু মালিক সহ ৩৪ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন। কারণ তারাও বুঝতে পেরেছেন তৃণমূল ছাড়া বাংলায় আর কোনো রাজনৈতিক দল সেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে উন্নয়ন করতে পারবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছেন তা এর আগে কেউ ভাবতেও পারেন নি। দেরীতে হলেও সিপিএমের ওই পরিবারগুলি সঠিক পথকে বেছে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মেহেমুদবাবু। সিপিএম থেকে তৃণমূলে যোগদান করা শেখ নিজামউদ্দিন বলেন, তারা আগে তৃণমূল করতেন। মাঝে ভুল বুঝে সিপিএমে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এখন বুঝতে পেরেছেন তৃণমূল ছাড়া উন্নয়ন কেউই করতে পারবে না। তাই আবার তৃণমূল ফিরে এসেছেন তারা। জামালপুর ব্লক তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক জানিয়েছেন, জামালপুরের মানুষের আস্থা তৃণমূলের উন্নয়নের উপরেই আছে। যারা এখনও বিজেপি, সিপিএম কিম্বা কংগ্রেসকে সমর্থন করছেন তাদের অধিকাংশই লোকসভা ভোটের আগে তৃণমূলে ফিরবে বলেই আশাবাদী তিনি।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর কার্যালয় ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৪ জানুয়ারি ঃ উত্তপ্ত বলাগড়। তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর কার্যালয় ভাঙচুর। শুধু তাই নয়, বিধায়ক ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির বাড়িও ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার পিছনে ফের তৃণমূল নেত্রী রুনা খাতুনকে নিশানা করেছেন বিধায়ক মনোরঞ্জন। বুধবার থেকে কার্যত গরম রয়েছেন বিধায়ক। এর আগেও দলের একাংশ নেতাদের বিরুদ্ধে বেসুরো মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল। তবে বুধবার যেন সকাল থেকেই 'অ্যাটাকিং' মুডে ছিলেন বলাগড়ের বিধায়ক। তৃণমূল নেত্রী রুনা খাতুনকে দুর্নীতি নিয়ে বেঁধেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও বলেন বুধবার রাতে মনোরঞ্জন ব্যাপারী এরপর রাত্রিবেলা দলের কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে বলে ফেসবুকে ফের পোস্ট করেন তৃণমূল বিধায়ক। এক্ষেত্রেও রুনা খাতুনকেই দায়ী করেন তিনি। ফেসবুকে লেখেন, 'খবর পাওয়া গিয়েছে রুনা খাতুন গিয়ে আমার বিধায়ক কার্যালয় ভাঙচুর করেছে। পাল্টা দেওয়ার সময় এসেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী স্লিপ নম্বর ১

চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত **সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নম্বরঃ ইপিসি-০১-সিএও-সি-ইআর-২০২৩ঃ ওপেন ইপিসি ই-টেন্ডার ইন সিঙ্গল স্টেজ– টু প্যাকেট সিস্টেম**-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২১.০২.২০২৪ তারিখ বেলা ১১টার পরিবর্তে **১৯.০৩.২০২৪ তারিখ বেলা ১১টা** পড়তে হবে। অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
(CON-91/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-এমওডি-এভিসি-ডিআরএম-এফপি, তারিখ ঃ ০৩.০১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ফেয়ারলি প্লেস/পূর্ব রেলওয়ে/হেডকোয়ার্টার ও ডিআরএম কনফারেন্স রুমে অডিও ভিস্যুয়াল ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের আধুনিকীকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ২২,৮৪,০৭৯.৯৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪৫,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০১.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টায়। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ১১.০১.২০২৪। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০১.২০২৪ তারিখে বেলা ১২টা। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। টেন্ডার পত্রের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য হবে।
(HWH-426/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পার্কিং চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-কেজিপি-২৪-০১ **তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৪**

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন রেফারেন্স নং (i)-এর অধীনে ক্যাটালগ নং-এ দর্শিত অনুযায়ী **সোরো** (টু হুইলার চুক্তি), **দেউলটি** (টু হুইলার চুক্তি), **সুতেই বড়াগাঁও** (টু হুইলার চুক্তি), **গোপীনাথপুর নীলগিরি** (মিশ্র পার্কিং চুক্তি), **ঝাড়গ্রাম** (মিশ্র পার্কিং চুক্তি) ও **দীঘা** (মিশ্র পার্কিং ও বাইক রেন্টাল চুক্তি) রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে পার্কিং চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন যা ইতিমধ্যেই ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ বিজ্ঞাপিত আছে। উপরোক্ত ক্যাটালগের জন্য বিস্তারিত অকশনের তারিখ ও সময় নিম্নরূপ ঃ **ক্যাটিগরিঃ** টু হুইলার পার্কিং ও মিশ্র পার্কিং-এর জন্য পার্কিং লট। **ক্যাটালগ নম্বরঃ পার্ক-কেজিপি-২৪-০১। লটের সংখ্যা ঃ** ০৬। **অকশনের তারিখ ঃ** ১৮.০১.২০২৪। **অকশন শুরুর সময়ঃ** বেলা ১১.৩০ মিনিট। **অকশন বন্ধের সময়ঃ** দুপুর ১২.৫০ মিনিট। আগ্রহী পক্ষ ও কন্ট্র্যাক্টরদের এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখতে হবে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-992) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

কাটিহার মণ্ডলে বিজ্ঞাপন ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে বিজ্ঞাপন ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক, ট্রিপচ/দিনঃ ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ নং. সি-এডিভিটি-এমআইএসসি-২৩

এসইকিউ নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-কেআইআর-কেএজে-ওএইচ-১৮০-২৩-১ (এডভার্টাইজিং-আউট অফ হোম)	৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, গাজোল, ওল্ড মালদা এবং সামসি রেলওয়ে ষ্টেশন/সমীপবর্তী রেলওয়ে এলাকার নির্ধারিত/নির্দিষ্ট স্থানে স্থিত ষ্টেশন পিপি শ্বেড আরইউবি গার্ড এবং এলসি গেটের ওপরে (ওভার লোড হাইট) বোর্ড/হর্ডিংের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ডিসপ্লের জন্যে ঠিকার আবণ্টন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৪ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০১-২০২৪ তারিখে ১০.৩০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেণ্ডারতকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্যে অনুরোধ করা হল
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিবেবায়"

বুমরা-সিরাজের আগুনে বোলিংয়ে দেড়দিনেই টেস্ট জয় ভারতের

কেপটাউন, ৪ জানুয়ারিঃ ভারত কখনও কেপটাউনে জেতেনি। শুধু তাই নয়, এশিয়ার কোনও টিমই কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারেনি! দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্গ কেপটাউন। এ বার সেখানে জিতে ইতিহাস ভারতের। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যেমন ব্রিসবেন দুর্গ ভেঙেছিল তরুণ ভারত। কেপটাউনে তরুণ-অভিজ্ঞতার মিশেলে দেড় দিনেই জয়। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ইনিংস ও ৩২ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছিল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে দেড়দিনেই জয় রোহিতদের। ভারতের সামনে লক্ষ্য ছিল ৭৯ রান। এই রান ডিফেন্ড করতে হলে ইতিহাস গড়তে হত প্রোটিয়াদের। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে কম স্কোর ডিফেন্ড করেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই ১৮৮২ সালে ওভালে মাত্র ৮৫ রানের পুঁজি নিয়ে ইংল্যান্ডকে ৭৭ রানে অলআউট করেছিল অজিরা। ৭ রানের জয়ে ইতিহাস গড়েছিল। বুমরা-সিরাজের অনবদ্য বোলিংয়ে ভারতের সামনে লক্ষ্য ছিল মাত্র ৭৯ রান। যদিও পিচের যা পরিস্থিতি তাতে, এই রানেও যেন ইতিহাস সম্ভব ছিল। যদিও যশস্বী জয়সওয়ালের মতো তরুণ ব্যাটার সেই রেকর্ডের 'মেজাজে' ছিলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস শেষে মধ্যাহ্নভোজের

বিরতিও নেওয়া হয়। এরপর ভারতের রান তাড়া শুরু। প্রথম বলে পুল শট বাউন্ডারি যশস্বীর। পরের বলে স্লিপে ক্যাচ শর্ট পড়ে। তৃতীয় বলে বাউন্ডারি মেরে, পরের বলে সিঙ্গল। শুরুতেই মানসিকতা পরিষ্কার করে দেন যশস্বী জয়সওয়াল। ছোট রানের লক্ষ্য অনেক সময়ই সমস্যা তৈরি করে। তাই যত দ্রুত সম্ভব লক্ষ্যে পৌঁছনোয় নজর ছিল। যশস্বী ২৩ বলে ২৮ রানে ফেরেন। এর মধ্যে ২৪ রান এসেছে বাউন্ডারিতেই। রোহিতও বিধ্বংসী মেজাজে ব্যাট করছিলেন। যশস্বী আউট হতে কিছুটা সংযত হন। যশস্বী আউট হতেই তিনে যথারীতি আর এক তরুণ ক্রিকেটার শুভমন গিল ক্রিজে। অন্যদিকে, ডাগআউটে প্রস্তুত ছিলেন বিরাট কোহলিও। যদিও তাঁকে নামতে হবে, এমন পরিস্থিতি না হওয়াই কাম্য ছিল। যদিও শুভমন তা নিশ্চিত করতে পারলেন না। কাগিসো রাবাডার নীচু হওয়া ডেলিভারিতে ক্লিন বোল্ড গিল। ক্রিজে নামেন বিরাট কোহলি। তখন আর জয়ের জন্য ২২ রান প্রয়োজন ছিল ভারতের। জয় থেকে মাত্র ৪ রান দূরে বিরাটও লেগ সাইডে কট বিহাইন্ড! রিভিউ নিয়ে সাফল্য। তার আগে রোহিতের সহজ ক্যাচ ফেলেন টনি ডি জর্জি। বিরাট উইনিং শট খেলতে পারলেন না, এটাই যেন সবচেয়ে হতাশার ছিল ভারতীয় শিবিরে। ক্রিজে নামেন শ্রেয়স আইয়ার। পাঁচটা বল কোনওরকমে সামলে দেন শ্রেয়স। নো বল ডাকায় আরও একটা সামলাতে হয় শ্রেয়সকে। বাউন্ডারি মেরে শ্রেয়সই উইনিং রান আনেন।

কামব্যাকে জোড়া রুপো দীপার, পাখির চোখ প্যারিস অলিম্পিক

ভুবনেশ্বর, ৪ জানুয়ারিঃ একেই বলে কামব্যাক দীর্ঘ ৮ বছর পর জাতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতায় নেমেনিলেন ত্রিপুরার মেয়ে দীপা কর্মকার। রিও অলিম্পিকে তাঁর প্রদুনোভা ভল্ট আজও মনে রয়েছে জিমন্যাস্টিক্স-প্রেমীদের। চোট, নির্বাসন সবকিছু ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছেন অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার। নতুন বছরের শুরুটা জয় দিয়ে করলেন ত্রিপুরার আগরতলার মেয়ে দীপা কর্মকার। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে বসেছে সিনিয়র ন্যাশানাল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। সেখানেই পারফর্ম করলেন দীপা। বুধবার অল-অ্যারাউন্ডে তিনি সবার সেরা পারফর্ম করেছিলেন। আজ, বৃহস্পতিবার তিনি পেয়েছেন জোড়া রুপো। একটি, ব্যক্তিগত ভল্টে আর অপরটি আনইভেন বারে। পুরনো কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীর তত্ত্বাবধানে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী সিনিয়র জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলেন দীপা কর্মকার। ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হওয়ার ফলে দীর্ঘদিন জিমন্যাস্টিক্স ফ্লোরে নামা হয়নি দীপার। এ বার তিনি ফিরলেন স্বমহিমায়। এবং জানিয়ে দিলেন তাঁর আগামী লক্ষ্য প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা

অর্জন করা। চলতি বছরেই রয়েছে প্যারিস অলিম্পিক। তার আগে নির্বাচনী ট্রায়ালে অংশ নিতে হবে দীপাকে। সেখানে ভালো পারফর্ম করতে পারলে রিও অলিম্পিকে চতুর্থ হওয়া দীপা পেতে পারে পারেন প্যারিসের টিকিট। ওড়িশায় হওয়া সিনিয়র ন্যাশানাল চ্যাম্পিয়নশিপে বুধবার ৪৯.৫৫ পয়েন্ট নিয়ে অল-অ্যারাউন্ড শেষ করেন দীপা। আজ, এই প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে ব্যক্তিগত ভল্ট ও আনইভেন বারে রুপো পেয়েছেন দীপা কর্মকার। ভল্টে দীপার স্কোর ১২.৫৮৪। ১৩.০৬৭ স্কোর করে সোনা জিতেছেন রেলওয়েজের হয়ে নামা প্রণতি নায়েক। এই বিভাগে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন রেলওয়েজের হয়ে নামা প্রতিষ্ঠা সামন্ত। তাঁর স্কোর ১২.৩৫০। অন্যদিকে আনইভেন বারে সোনা জেতেন রেলওয়েজের হয়ে নামা প্রণতি দাস। তাঁর স্কোর ১০.৪৩৩। রুপো পাওয়া দীপার আনইভেন বারে স্কোর ১০.৩৩৩। এই বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ওড়িশার করিশ্মা। তাঁর স্কোর ১০.৩০০।

ভারত-পাকিস্তান হয়তো ৯ জুন, কাদের বিরুদ্ধে টি-২০ বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু রোহিতদের?

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারিঃ চলছে জানুয়ারি মাস। কিন্তু ক্রিকেট প্রেমীরা যেন এখন থেকেই জুন মাসের অপেক্ষায় রয়েছেন। কারণ, শোনা গিয়েছে এ বার ৪ জুন থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অর্থাৎ, টি-২০ বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়তে দেরি রয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের সম্ভাব্য সূচি। এমনটাও শোনা যাচ্ছে, আগামী সোমবার (৮ জানুয়ারি) এ বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হবে। কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের সূচি নিয়ে চর্চা মানেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে একটা আলাদা উত্তেজনা থাকে। ৯ জুন হয়তো টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তান। কাদের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট শুরু করছে মেন ইন ব্লু? এ বছরের টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শোনা গিয়েছে, ৪ জুন এ বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে। আইসিসির মেগা ইভেন্টের উদ্বোধনের পরদিনই মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া। ৫ জুন গ্রুপ পর্বে ভারতের প্রথম ম্যাচ খেলার কথা।

এক ঝলকে দেখে নিন আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ভারতের সূচি- ● ভারত বনাম আয়ার্ল্যান্ড - ৫ জুন (নিউ ইয়র্ক) ● ভারত বনাম পাকিস্তান - ৯ জুন (নিউ ইয়র্ক) ● ভারত বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - ১২ জুন (নিউ ইয়র্ক) ● ভারত বনাম কানাডা - ১৫ জুন (ফ্লোরিডা) ● ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল কোথায় হবে?

চব্বিশের টি-২০ বিশ্বকাপে মাট ২০টি দল অংশ নিতে চলেছে। চারটি গ্রুপে ২০টি দলকে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে সুপার-৮ এ উঠবে সেরা ২টি করে দল। ভারত যদি সুপার-৮ পর্বে কোয়ালিফাই করে, তা হলে এই রাউন্ডের প্রথম ম্যাচটি খেলবে ২০ জুন। তা হবে বার্বাডোজে। ওই ভেনুতেই এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনাল হওয়ার কথা।

নতুন বছরে বিরাট রেকর্ড ভাঙার হাতছানি বাবর-রশিদের সামনে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নতুন বছর দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে। ২০২৩ সাল ছিল ক্রিকেটের বিনোদনে ভরপুর। ভারতের মাটিতে হয়েছিল ওডিআই বিশ্বকাপ। তাতে অস্ট্রেলিয়া রোহিত-বিরাটদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ২০২৪ সালেও ক্রিকেট থেকে কম বিনোদন পাবেন না ক্রিকেট প্রেমীরা। ২০২৩

সালে একাধিক রেকর্ড ভাঙা ও গড়ার কাজ করেছেন দেশ-বিদেশের ক্রিকেটাররা। ২০২৪ সালেও তার অন্যথা হবে না। এই প্রতিবেদনে তেমনই ৫ সম্ভাব্য রেকর্ডের কথা বলা হল যেগুলি ২০২৪ সালে গড়তে এবং ভাঙতে পারেন একাধিক ক্রিকেটার।

সবচেয়ে বেশি টি-২০ উইকেট, ডোয়েন ব্র্যাভোকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ

আফগানিস্তানের পেসার রশিদ খানের সামনে সুযোগ থাকছে টি-২০ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক হওয়ার। তিনি এখনও অবধি ৪১০টি টি-২০ ম্যাচে ৫৫৬টি উইকেট নিয়েছেন। ২০২৪ সালে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার ডোয়েন ব্র্যাভোকে ছাপিয়ে যেতে পারেন। তিনি ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফর্ম্যাটে ৬১৯টি উইকেট নিয়েছিলেন। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে ২ বার টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন ব্র্যাভো। এ বারের আইপিএল, টি-২০ বিশ্বকাপ এবং আফগানিস্তানের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ও তিনি সারা বিশ্বে অন্যান্য যে টি-২০ ম্যাচে খেলবেন, তাতে বেশি সংখ্যক উইকেট নিয়ে ব্র্যাভোকে ছাপিয়ে যেতে পারেন রশিদ।

টেস্ট ক্রিকেটে ৭০০ উইকেট নেওয়া প্রথম পেসার হওয়ার সুযোগ

ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি পেসার জেমস অ্যান্ডারসন ১৮৩টি টেস্টে ৬৯০টি উইকেট নিয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেটে ৭০০টি উইকেট নেওয়া প্রথম পেসার হতে গেলে জিমি অ্যান্ডারসনকে নিতে হবে আর ১০টি উইকেট। ভারতের বিরুদ্ধে হতে চলা ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে এই রেকর্ড গড়তে পারেন জেমস অ্যান্ডারসন। এই সিরিজ শুরু হবে ২৫ জানুয়ারি থেকে হায়দরাবাদে। জিমি টেস্টে আর ১৯টি উইকেট নিতে পারলে শেন ওয়ার্নের টেস্টে নেওয়া ৭০৮ উইকেটের রেকর্ড ভেঙে ফেলবেন এবং টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া বোলারের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে যাবেন।

আন্তর্জাতিক টি-২০তে সবচেয়ে বেশি রান করার সুযোগ

পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজমের কাছে সুযোগ থাকছে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহকারী ব্যাটার হওয়ার। তিনি দেশের হয়ে ১০৪টি টি-২০ ম্যাচে ৩৪৮৫ রান করেছেন। বিরাট কোহলি (৪০০৪), রোহিত শর্মা (৩৮৫৩) ও মার্টিন গাপ্টিল (৩৫৩১) টি-২০ ফর্ম্যাটে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটার। ২০২৪ সালে দেশের জার্সিতে ৫২৪ রান করতে পারবে বাবর এই তালিকায় ছাপিয়ে যাবেন বিরাটকে। চলতি বছরে ২৫টি দ্বিপাক্ষিক টি-২০ ম্যাচে খেলবে পাকিস্তান সঙ্গে রয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপ। সেখানে ভালো পারফর্ম করলে বাবর নতুন রেকর্ড গড়ার সুযোগ পাবেন।

টি-২০ বিশ্বকাপে নতুন চ্যাম্পিয়ন

ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়া এখনও অবধি টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ এখনও একবার কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপ জেতেনি। এ বার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপে নতুন চ্যাম্পিয়ন পাওয়া যেতে পারে।

পরপর আইসিসির তিনটি ট্রফির মালিক হতে পারে যে দল

২০২৩ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ২০২৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতলে টানা ৩টি আইসিসি ট্রফি জয়ের নজির গড়বে অস্ট্রেলিয়া।

জকোভিচের বিজয়রথ থামালেন অ্যালেক্স, হেরেও তবুও দমলেন না

পারথ, ৪ জানুয়ারিঃ একটানা ৪৩টি ম্যাচ জয়, মোটেও সহজ কাজ নয়। কিন্তু সেটাই করে দেখিয়েছিলেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ। ২০২৩ সালে চারটি গ্র্যান্ড স্লামের ৩টি (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ফরাসি ওপেন ও ইউএস ওপেন) জিতেছিলেন নোভাক জকোভিচ। তেইশে শুধু উইম্বলডন জোকারের মুঠোয় আসেনি। নতুন বছর পড়তে না পড়তেই ছবিটা বদলে গেল। ইউনাইটেড কাপে হারের মুখ দেখতে হল জোকারকে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে চলতি ইউনাইটেড কাপে অঘটন ঘটিয়েছেন জকোভিচের থেকে বয়সে ১২ বছরের ছোট অ্যালেক্স ডি মিনাউর। অজি টেনিস প্লেয়ার হারিয়ে দিলেন নোভাক জকোভিচকে। বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ। ঝুলিতে রয়েছে ২৪টি গ্র্যান্ড স্লাম। সেই তাঁকেই পারথে ইউনাইটেড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন অ্যালেক্স ডি মিনাউর। ২০১৮ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হারের মুখ দেখলেন জকোভিচ। সে বার তিনি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেছিলেন। ইউনাইটেড কাপে চেক রিপাবলিকের বিরুদ্ধে ম্যাচে ডান হাতের কব্জিতে চোট পেয়েছিলেন নোভাক জকোভিচ। চোট নিয়েই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন।

কিন্তু তার জন্য কোনও অজুহাত দিতে নারাজ জোকার। বরং বয়সে ছোট প্রতিপক্ষ জেতায় আক্ষেপ নেই জকোভিচের। অজি টেনিস প্লেয়ারের প্রশংসাই করেছেন জকোভিচ। তাঁর কথায়, ''আমার প্রতিপক্ষ অসাধারণ খেলেছে। আমি জানি নিজের ১০০ শতাংশ দিতে পারিনি।'' জোকার অবশ্য আশাবাদী তিনি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ভালো পারফর্ম করতে পারবেন। তিনি বলেন, ''অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আমি ভালো পারফর্ম করতে চাই। এখানে যা হল তা নিয়ে বেশি ভাবতে চাই না। এটা মরসুমের প্রথম সপ্তাহ। সামনে তাকাতে হবে।'' নোভাক জকোভিচের মতো কিংবদন্তিকে হারাতে পেরে বেজায় খুশি অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিনাউর। এই জয় তাঁর কাছে আশ্চর্যজনক। ম্যাচের শেষে তিনি জানান, নোভাকের বিরুদ্ধে ম্যাচ সকলেই উপভোগ করে। আর তাতে জিতলে আলাদা মাত্রা যোগ হয়। পারথে এই জয় পাওয়ায় অ্যালেক্স ডি মিনাউর বিরাট খুশি।

ভারতের বিরুদ্ধে অবসর ভেঙে টেস্টে ফিরছেন ওয়ার্নার! কোন ভূমিকায় দেখা যাবে?

সিডনি, ৪ জানুয়ারিঃ বিদায়ী টেস্টে সেঞ্চুরির ঝলক কি দেখা যাবে না? অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের সেরা ওপেনারদের তালিকাতেই থাকবেন ডেভিড ওয়ার্নার। যখনই ব্যাগি গ্রিন পরে নেমেছেন, টিমকে সাফল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। টেস্ট কেরিয়ারে সব মিলিয়ে ২৬টা সেঞ্চুরি করেছেন ওয়ার্নার। এই বাঁ হাতি ওপেনারের অবসর নেওয়া মানে, এক যুগের অবসান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিডনিতে শেষ টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসে করেছেন ৩৬। হাতে রয়েছে শেষ ইনিংস। ওয়ার্নার ভক্তরা চাইছেন, যেন সেঞ্চুরি দিয়ে বিদায় সাজাতে পারেন তিনি। এই ওয়ার্নারকে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিতর্কের শেষ নেই। বল-বিকৃতি বিতর্ক ফিরে ফিরে আসছে। তারই জেরে হয়তো টেস্টের সঙ্গে ওয়ান ডে ক্রিকেটেও অবসর নিয়ে নিয়েছেন ওয়ার্নার। এই বাঁ হাতি ওপেনারকে আবার দেখা যেতে পারে টেস্ট ক্রিকেটে। এ বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে ভারত। তখনই কি অবসর ভেঙে ফিরবেন ওয়ার্নার? গত দুটো অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় টিম দারুণ সফল। দু'বারই অজিদের দেশে টেস্ট সিরিজ জিতেছে ভারত। এ বারও যদি জিততে পারে, তা হলে হ্যাটট্রিক হবে। সেই প্রত্যাশা নিয়েই অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখবে ভারতীয় দল। অস্ট্রেলিয়া টিমে ওয়ার্নারের জায়গা কে নেবেন? ওপেনার হিসেবে কাকে দেখা যাবে? অনেক নাম ঘুরছে। তবে শেন ওয়াটসনের যুক্তি, স্টিভ স্মিথকে ওপেনার হিসেবে ব্যবহার করুক টিম। ৩ নম্বরে দীর্ঘদিন খেলার জন্য নতুন বলে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন। প্যাট কামিন্স সেই পথেই হাঁটবেন কিনা পরের কথা। তবে ওয়ার্নার ফিরছেন টেস্টে, এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ফারাক শুধু, ব্যাগি গ্রিন পরে ড্রেসিংরুম থেকে নেমে ২২ গজের দিকে হাঁটবেন না। ওয়ার্নারের নতুন চৌহদ্দি হতে চলেছে কমেন্ট্রি রুম। টেস্ট এবং ওয়ান ডে থেকে সরে দাঁড়ালেও ওয়ার্নার টি-২০ খেলবেন। আইপিএলে দীর্ঘদিন খেলার দরুণ ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। শুধু তাই নয়, আইপিএলকে ভীষণ গুরুত্বও দেন তিনি। ভারত যখন অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে, ওয়ার্নার কমেন্ট্রি বক্সে তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবেন দর্শকদের সঙ্গে। সেই কারণেই হয়তো ধারাভাষ্যকার হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে ওয়ার্নারের।

কলকাতার ক্রিকেট দল কিনলেন করিনা কাপুর ও সইফ আলি খান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ আইপিএল ২০২৪ নিয়ে উত্তাপের মাঝেই কলকাতাবাসীর জন্য সুখবর। শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সের পর এবার কলকাতার আরও এক ক্রিকেট কিনলেন বলিউডের আরও এক তারকা জুটি। ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগে কলকাতার দল কিনলেন করিনা কপুর ও সইফ আলি খান। আইপিএলের অনুকরণেই শুরু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগ। গলি ক্রিকেটের উন্নতির জন্য এই লিগ শুরু করা হচ্ছে। বিসিসিআই সরাসরি যুক্ত না থাকলেও রয়েছে ভারতীয় বোর্ডের একাধিক কর্তা। সোশ্যাল মিডিয়ায় কলকাতার দল কেনার বিষয়ে জানান করিনা কাপুর ও সইফ আলি খান। ছবিও শেয়ার করেন বলিউডের তারকা জুটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় করিনা লেখেন, 'আমি খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগে আমরা কলকাতা দলের মালিকানা নিলাম। আমার পরিবারে ক্রিকেট রয়েছে। আনকোরা তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য এটা একটা দারুণ মঞ্চ হতে চলেছে। আমরা জেতার জন্য যাবতীয় চেষ্টা করব।'

পিএসজিতে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে যা বললেন এমবাপে

প্যারিস, ৪ জানুয়ারিঃ ফ্রান্সের যেকোনও ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় পিএসজির শিরোপা জয় সাধারণ ব্যাপার। ক্লাবটির জন্য এসব প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হওয়াটাও যেন বড় ব্যর্থতা। দেশীয় প্রতিযোগিতায় দাপটের ধারাবাহিকতায় প্যারিসের ক্লাবটি জিতে নিয়েছে আরেকটি শিরোপা। গত রাতে তুলুজকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে ফরাসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি (সুপার কাপ) ধরে রেখেছে পিএসজি। ঘরের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে ম্যাচের ৩ মিনিটেই লি কাং ইনের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। বিরতির আগেই ব্যবধান ২-০ করেন কিলিয়ান এমবাপে। ২০২৩-২৪ মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এটি এমবাপের ২২তম গোল আর পিএসজির হয়ে ১৩তম শিরোপা। সর্বশেষ গ্রীষ্মকালীন দলবদলের সময় এমবাপেকে নিয়ে এত নাটক হয়েছে যে একসময় মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তাঁর পিএসজি-অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। যেকোনও মুহূর্তে হয়তো রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা আল হিলালে যাওয়ার ঘোষণা করে দেবেন। তবে ২০২৩-২৪ মরসুম শুরু হওয়ার কিছুদিন পর সেই নাটকের অবসান হয়েছে। কিন্তু নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে শীতকালীন দলবদল শুরু হওয়ায় আবারও এমবাপের পিএসজি ছাড়ার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। এই কারণেই গতকাল ম্যাচ শেষে ট্রফি জয়ের অনুভূতি জানার চেয়ে পিএসজিতে এমবাপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতেই সাংবাদিকেরা বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা ফরোয়ার্ড জানান, তিনি এখনো পিএসজিতে থাকা না থাকার ব্যাপারে মনস্থির করেননি, ''আমি এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। নিজের পছন্দও ঠিক করিনি। এখানে আমার

সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সর্বশেষ গ্রীষ্মে সভাপতির (পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফি) সঙ্গে আমার সে ধরনের চুক্তি হয়েছিল। বলা হয়েছিল, আমরা সব পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে চলব এবং ক্লাবের প্রশান্তি (শৃঙ্খলা) বজায় রাখব। তাই আমি বলব, আমার সিদ্ধান্ত এখন গৌণ ব্যাপার।'' এ ধরনের কথা এমবাপে আগেও বলেছেন। কিন্তু দলবদলের সময়সীমার শেষ দিকে গিয়ে নাটকের জন্ম দিয়েছেন। এবারও এমন করবেন কি না, সে প্রশ্নে এমবাপের উত্তর, ''এমনটা আমি ২০২২ সালের মে মাসের শেষ দিকে করেছি। কারণ, মে মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই জানতাম না। যদি আমি জানিই যে কী করতে চাই, তাহলে অপেক্ষা করছি কেন? এর কোনও মানে হয় না। যেমনটা আমি আগেও বলেছি, আমার কাছে এখন (পিএসজির হয়ে) শিরোপা জেতা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই মাত্র (গত রাতে) একটি জিতলাম, আরও জেতার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ। ক্লাবের ভেতরে আমরা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করি না। এটা নিয়ে কারও আগ্রহও নেই।'' পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবীকরনে রাজি না হওয়ায় গত আগস্টে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এমবাপের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। একদিকে পিএসজি এমবাপেকে বিক্রি করে দিতে উঠেপড়ে লাগে, অন্যদিকে মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি থেকে যেতে গোঁ ধরে থাকেন। কারণ, মেয়াদ পূর্ণ করার পর এমবাপে চলে গেলে দলবদল থেকে একটি কানাকড়িও পাবে না পিএসজি। আর তিনি মেয়াদ পূর্ণ করে ক্লাব ছাড়লে ৮ কোটি ইউরো আনুগত্য বোনাসের পুরোটাই পাবেন। এ নিয়ে মনোমালিন্যের একপর্যায়ে এমবাপেকে পিএসজির মূল স্কোয়াড থেকে 'বম্ব স্কোয়াডে' পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষ বৈঠকে বসে সমঝোতার পর এমবাপেকে পিএসজির মূল স্কোয়াডে ফেরানো হয়।

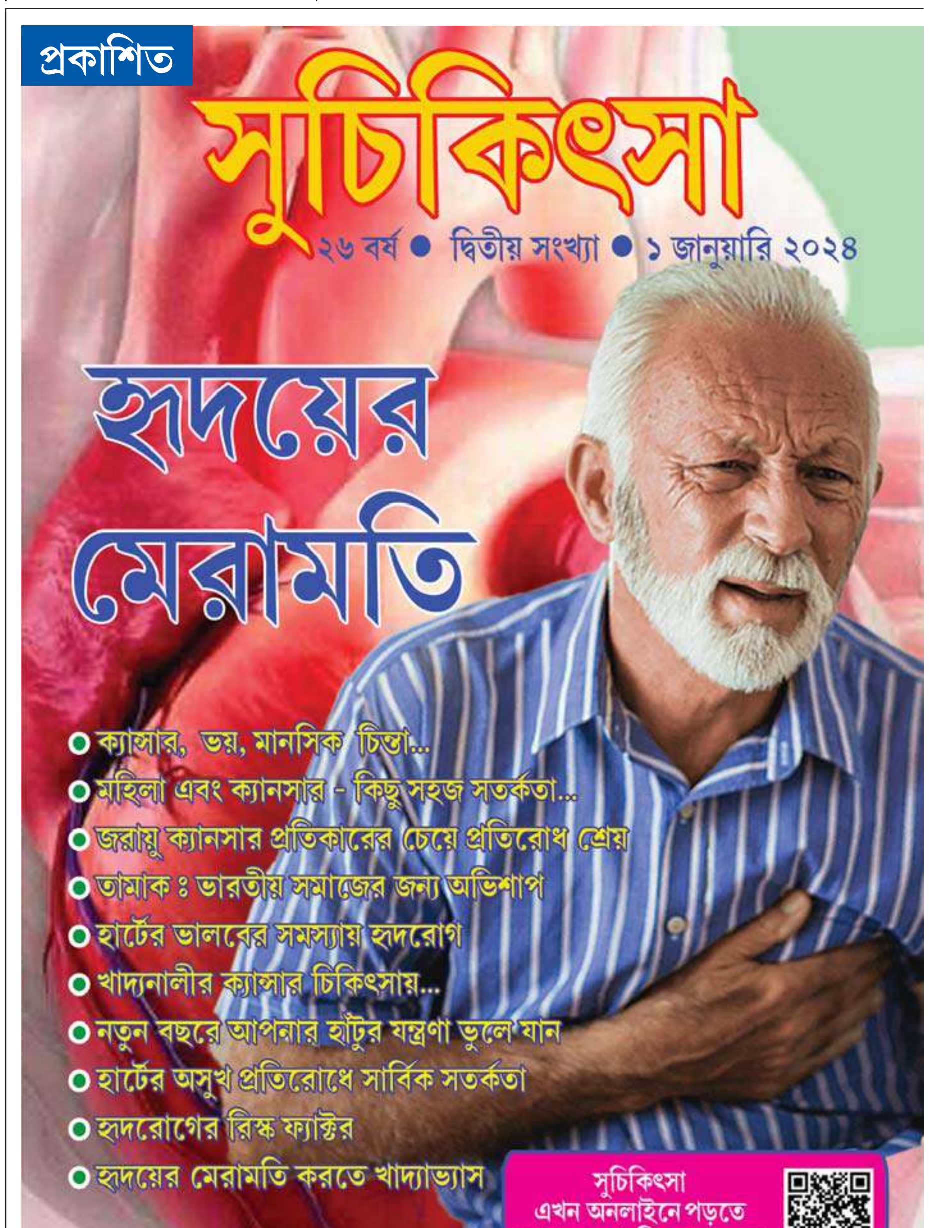

দুরন্ত বার্তা প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com